আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার

বাই দ্য রিভার পিদরা আই সেট ডাউন এন্ড উইপ্ট

(প্রেম ও স্বপ্নের এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনি)

পাওলো কোয়েলহো

অনুবাদ : রাফিক হারিরি

লেখকের কথা

“ ” “ ” “ ”

স্পেনের এক ধর্মপ্রচারকের একবার একটা দ্বীপ পার হওয়ার সময় তিনজন আযটেক পুরোহিতের সাথে দেখা হলো।

'আপনারা কীভাবে প্রার্থনা করেন?' ধর্মপ্রচারক জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের শুধু মাত্র একটাই প্রার্থনা।' তিনজন আযটেক পুরোহিতের একজন বললেন। 'আমরা বলি, ঈশ্বর আপনারা তিনজন, আমরাও তিনজন। আমাদের প্রতি করুণা করুন।'

'খুব সুন্দর প্রার্থনা।' ধর্মপ্রচারক বললেন। 'কিন্তু শুধু মাত্র এই দিয়েই আপনারা ঈশ্বরের মনোযোগ আর্কষণ করতে পারবেন না। আমি আপনাদেরকে এর চেয়ে ভালো কিছু শেখাতে পারি।'

পাদরি তাদেরকে একটা কেথলিক প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়ে নিজের ধর্মপ্রচারের কাজে বের হয়ে পড়লেন।

বেশ কয়েক বছর পর সে যখন আবার স্পেনের পথে ফিরে আসছিল তখন সেই দ্বীপে তার জাহাজ আবার থামল।

জাহাজের ডেক থেকে পুরোহিত নদীর তীরে সেই তিনজন পাদরিকে দেখতে পেলেন। তিনজন পাদরি তখন পুরোহিতকে দেখে নদীর তীর থেকেই হাত নাড়তে লাগল।

তারপরই পাদরি তিনজন নদীর পানির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই পুরোহিতের জাহাজের দিকে চলে আসল।

'পুরোহিত পুরোহিত।' জাহাজের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে একজন পাদরি বলল। 'আমাদেরকে আবার কীভাবে ঈশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণ

করা যায় সেটা শিখিয়ে দিন। এটা কীভাবে কাজ করে আমরা তা ভুলে গেছি।'

'কোন অসুবিধা নেই।' পুরোহিত তিনজন পাদরির পানির উপর দিয়ে হেঁটে আসার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বলল। সাথে সাথে সে ঈশ্বরের কাছে এই বলে ক্ষমা চেয়ে নিল যে সে জানত না যে ঈশ্বর সব ভাষায়ই কথা বলতে পারেন।

এ ঘটনাটাই বর্ণনা করছে এই বইটা আসলে কি নিয়ে।

আমরা যে খুব অবাক করা একটা পৃথিবীতে আছি সেটা কম সময় অনুভব করে থাকি। আমাদের চারপাশে শুধুই অলৌকিক কত কত বিষয়। ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত নানা লক্ষণসমূহ আমাদেরকে পথ দেখিয়ে চলছে, ফেরেশতারা আমাদের কাছ থেকে সেই বিষয়ে শোনার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে, অথচ আমারা খুব কমই সেদিকে নজর দিচ্ছি। কারণ ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু পথ শিখিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে এর বাইরে গেলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। অথচ আমরা এটা মোটেও বোঝার চেষ্টা করছি না যে ঈশ্বরকে তুমি যেখানেই চাও সেখানেই খুঁজে পাবে।

ধর্মীয় ঐতিহ্যগত আচার-আচরণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা আমাদেরকে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের প্রার্থনার নানা অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করার সুযোগ করে দেয়।

কিন্তু আমাদেরকে এটা ভুললেও চলবে না যে এসব অতিন্দ্রিয় আচার আচরণ অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে প্রেম আর ভালোবাসার অভিজ্ঞতা। আর ভালোবাসার কাছে কোনো নিয়ম খাটে না।

কেউ কেউ তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজেদের আচরণগত উন্নয়নের জন্য, আবার কেউ কেউ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে শুধুমাত্র বই পড়ে যায়, অথচ এসব কিছুই হলো এক ধরনের মূর্খামি।

এ হৃদয়ই সিদ্ধান্ত নেয় সে কি করবে। আর হৃদয় যা সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই হলো সত্যিকারের বিষয়।

আমাদের সকলেরই এই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে যে; কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলি একটা ভালোবাসার জন্য শুধু শুধুই আমি খুব কষ্ট করলাম।'

'আমরা ভালোবাসার জন্য কষ্ট করছি কারণ যত না গ্রহণ করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।'

'আমরা কষ্ট করছি কারণ ভালোবাসাকে আমরা চিনতেই পারলাম না।'

'আমরা কষ্ট করছি কারণ আমাদের নিজেদের নিয়মই আমরা প্রয়োগ করতে পারলাম না।'

অথচ আমাদের এই কষ্টের ভালো কোন যৌক্তিক কারণ নেই। যদিও প্রতিটি ভালোবাসার বীজে আমাদের বেড়ে ওঠা নির্ভর করে। আমরা যত ভালোবাসব তত অতিন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক এক অনুভূতির কাছাকাছি চলে আসব।

যারা সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসতে পেরেছে, প্রেম দিয়ে তাদের আত্মাকে সাজাতে পেরেছে তারাই নিজের যুগের সকল বাধা আর ভ্রান্ত ধারণাকে অতিক্রম করেছে।

তারা এখন গাইতে পারে, বুক খুলে হাসতে পারে, চিৎকার করে প্রার্থনা করতে পারে। তারা অত্যন্ত সুখি, কারণ যারা ভালোবাসতে পেরেছে তারা পৃথিবীকে জয় করেছে, তাদের হারানোর কোনো ভয় নেই।

সত্যিকারের ভালোবাসা হলো পরিপূর্ণ ভাবেই নিজেকে সপে দেওয়া।

এই বইটা হলো ভালোবাসার সেই আত্মসমর্পণের গুরুত্ববহ একটা বই।

পাইলার আর তার বন্ধু দুজনেই কাল্পনিক হলেও ভালোবাসার সন্ধানে আমরা যেসব সংঘাতের মুখোমুখি হই তারই প্রতিনিধিত্ব করছে এই দুজন।

খুব শিগগির কিংবা একটু বিলম্ব হলেও আমরা সব ভয়কে জয় করে ফেলব। কারণ আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই আমরা সেই অতিন্দ্রিয় পথে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম হবো।

থমাস মার্টন একবার বলেছিলেন ভালোবাসার জন্য আধ্যাত্মিক জীবন খুব দরকার। ভালোবাসা শুধু আরেকজনের উপকার করা, ভালো কাজ করা, কিংবা অন্য কাউকে রক্ষা করাই নয় বরং ভালোবাসা হলো একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরেকজনের ভেতর খোদার যে ঝিলিক আছে সেটাকে আবিষ্কার করা।

পিদরা নদীর তীরে পাইলারের আর্তনাদ আমাদেরকে সেই একই অনুভবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাক এই কামনা।

পাওলে কোয়েলহো

" " "

তার সমস্ত সন্তানদের দিয়ে
জ্ঞানকে যাচাই করা হবে।

লিউক ৭:৩৫

বাই দ্য রিভার পিদরা আই সেট ডাউন এন্ড উইপ্ট

৬৯ ৬৯ ৬৯

পিদরা নদীর তীরে বসে আমি কাঁদছি।

একটা উপকথা আছে যে এই নদীর পানিতে যাই কিছু পড়ে–পাতা, পতঙ্গ, পাখির পালক সব কিছুই পাথরে পরিণত হয়ে নদীর বিছানা হয়ে যায়।

আহ আমি যদি হৃদয়টাকে ছিড়ে খুড়ে বের করে এই নদীর স্রোতে সজোরে ছুড়ে মারতে পারতাম তাহলে আমার দুঃখ বেদনাগুলো কিছুটা হলে লাঘব হতো, আমি কিছুক্ষণের জন্য হলেও সব কিছু ভুলে থাকতে পারতাম।

পিদরা নদীর তীড়ে বসে আমি কাদছি।

শীতের বাতাস আমার গালের পানিগুলোকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিচ্ছিল। এই নদীটা কোথাও না কোথাও আরেকটার সাথে তারপর আরেকটার সাথে মিলিত হয়েছে, যা আমার হৃদয় আর দীর্ঘশ্বাস থেকে অনেক দূরে। তারপর এসব কিছুই সমুদ্রের সাথে মিশে গেছে।

আমার চোখের জল যত দূরেই যাক না কেন আমার ভালোবাসা হয়ত কখনোই জানতে পারবে না যে একদিন আমার স্বপ্নের পুরুষটার জন্য আমি অঝোরে কেদেছিলাম।

চোখের জল যতই ঝরুক না কেন আমি হয়ত এই পিদরা নদীর দুই কুল, আশপাশের গির্জা, আর যেই পথগুলো দিয়ে আমরা হেঁটেছিলাম সেগুলো হয়ত ভুলে যাব।

আমি ভুলে যাব আমার স্বপ্নের মাঠ, পাহাড়-পর্বত সব কিছু। সেই স্বপ্ন যেটা হয়ত আর কখনোই বাস্তব হবে না।

সেই যাদুকরি মুহূর্তের কথা আমার খুব মনে পড়ে। সেই মুহূর্তে কীভাবে একজনের হ্যাঁ কিংবা না শব্দটা আরেকজনের জীবনকে চিরতরে বদলে দিতে পারে।

মনে হয় যেন কতকাল আগে এই সব ঘটেছিল। অথচ এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে গত সপ্তাহেই আমার ভালোবাসাটাকে আমি আবারো দেখেছিলাম তারপর আমার স্বপ্নের পুরুষটাকে হারিয়ে ফেললাম।

পিদরা নদীর তীড়ে বসে আমি এই গল্পটা লিখছি।

আমার হাতের আঙুল, পায়ের নখ, পা সব কিছুই জমে যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে আমি থামতে চাচ্ছি।

'বেঁচে থাকার জন্য খুঁজে বেড়াও।' সে বলেছিল।

আসলে ভালোবাসা কিন্তু আমাদেরকে প্রয়োজনের আগেই বেশ অভিজ্ঞ করে তুলে। আমি জানি না সেই মুহূর্তগুলোকে আমি কেন আবার ডেকে নিয়ে আসতে পারছি না।

এ জন্যই আমি লিখছি-আমার দুঃখগুলোকে আরো দীর্ঘায়িত করার জন্য, আমার একাকিত্বগুলোকে মনে রাখতে।

আমি নিজেকেই যখন গল্প বলে শেষ করব তখন এই পিদরা নদীর তীড়ে বসে নিজের ভাগ্য বাছাই করব।

আমাকে যেই মহিলাটা আশ্রয় দিয়েছিল তিনি এমনটাই আমাকে করতে বলেছেন।

একজন দরবেশ বলেছিলেন,'আগুনের শিখা থেকে যা লেখা হয় এই নদীর পানি সেই জ্বলনকে নিভিয়ে দেয়।'

সমস্ত ভালোবাসার গল্প একই।

" " "

আমরা দুজনেই ছোট ছিলাম।

তারপর একদিন অন্য সব তরুণেরা যেভাবে ছোট ছোট শহরগুলো ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় আমার ভালোবাসার পুরুষটাও চলে গেল। সে বলেছিল এই পৃথিবীর বিষয়ে সে জ্ঞান অর্জন করতে চায়। তার স্বপ্নগুলো সুরিয়া শহরের মাঠে প্রান্তে ঘুমিয়ে আছে।

তার কোন খবর ছাড়াই অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। সে প্রায় সময়ই আমাকে চিঠি লিখত কিন্তু আমাদের শৈশবের সেই রাস্তাগুলো কিংবা অরণ্যের ছায়ায় সে আর ফিরে আসল না।

আমি স্কুল শেষ করে জারাগোযায় চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি উপলব্ধি করলাম সে সত্যি কথাই বলেছিল।

সুরিয়া খুবই ছোট শহর। এ শহরের একজন বিখ্যাত কবি বলেছিল রাস্তাগুলো শুধু ঘুড়ে বেড়ানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেখানে আমার একজন ছেলে বন্ধু জুটে গেল। শিক্ষা বৃত্তির জন্য আমি পড়াশোনা শুরু করলাম। (তখন আমি পড়াশোনার খরচ বহনের জন্য দোকানে কাজ করতাম।)

কিন্তু শিক্ষা বৃত্তির প্রতিযোগিতায় আমি ছিটকে পড়লাম। তখনই আমার ছেলে বন্ধুটাকে আমি ছাড়িয়ে দিলাম।

তখন আমার কাছে আবারো আমার শৈশবের সেই বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি আসা শুরু করল। পৃথিবীর নানা জায়গার ঠিকানা থেকে চিঠিগুলো আসত। সেটা দেখলে আমার খুব ঈর্ষা হতো। তার চিঠি পড়লে আমার মনে হতো সেসব কিছুই জানে। দুটো ডানা বিছিয়ে সে শুধু ঘুড়েই বেড়াচ্ছে।

তার কিছু চিঠি শুধু মাত্র ফ্রান্সের একটি জায়গা থেকেই এসেছিল।

একটা চিঠিতে সে লিখেছে সে একটা তীর্থদলের সাথে ভিড়ে যাচ্ছে, প্রার্থনার জন্য সে তার পুরো জীবনটাকে বিলিয়ে দিবে। আমি তাকে ফিরে আসতে বলেছিলাম। বলেছিলাম একটু ধৈর্য্য ধরতে। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার স্বাধীনতাকে আরো বেশি করে উপভোগ করতে।

কিন্তু তাকে লেখা আমার চিঠিগুলো পড়ে আমি আবার সেগুলো ছিড়ে ফেলতাম। কারণ তাকে স্বাধীনতার বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার আমি কে? তার তুলনায় আমিতো একেবারে অজ্ঞ মূর্খ।

একদিন আমি শুনলাম সে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা শুনে আমি খুব অবাক হলাম। ভাবলাম এখন সে অন্য মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিশ্চয় বেশ যুবক হয়ে উঠেছে।

তারপরই সে লিখল সে মাদ্রিদে একটা সভায় বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে। আমি যেন সেখানে যাই।

তাই জারাগোজা থেকে আমি মাদ্রিদের দিকে চার ঘণ্টার যাত্রা শুরু করলাম।

আমি তাকে আরেকটাবারের জন্য দেখতে চাইলাম। তার গলার স্বর শুনতে চাইলাম। একটা কফিশপে বসে তার সাথে আলাপ করতে করতে পুরোনো দিনগুলো স্মরণ করতে খুব ইচ্ছে হলো। যখন আমরা ভাবতাম জানার জন্য পৃথিবীটা আসলে অনেক দূরে আর খুব বড়।

শনিবার, ডিসেম্বর ৪, ১৯৯৩

" " " "

যে জায়গাটায় সভা হয়েছিল সেটা আমার কল্পনার চেয়েও খুব সাধারণ ছিল। আমার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি লোক সেখানে জড়ো হয়েছিল। কীভাবে সব কিছু ঘটেছিল?

'সে নিশ্চই অনেক বিখ্যাত হয়ে গেছে।'

আমি ভাবলাম।

তার চিঠিগুলোতে সে এই বিষয়ে আমাকে কিছুই জানায় নি। আমার খুব ইচ্ছে করছিল সভার লোকগুলোকে একজন একজন করে জিজ্ঞেস করি কেন তারা এখানে এসেছে। কিন্তু আমার অত সাহস ছিল না।

সে যখন সভাকক্ষে ঢুকল তখন তাকে দেখে আমি আরো বেশি অবাক হলাম। ছেলেবেলা তাকে আমি যেভাবে দেখেছিলাম তার চেয়ে খুব বেশি একটা পরিবর্তন আমি তার মধ্যে দেখলাম না। যদিও এর মধ্যে বারোটা বছর কেটে গেছে। মানুষ মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়।

তার চোখ দুটো চক মক করছিল। খুব সুন্দর লাগছিল তাকে।

'আমরা যা হারিয়েছিলাম সে আমাদেরকে আবার সেগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছে।'

আমার পাশেই একজন মহিলা বসতে বসতে বলল।

খুবই অবাক করা কথা।

'সে কি ফিরিয়ে দিচ্ছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।
'আমাদের কাছ থেকে যা চুরি হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম।'
'না না, সে আমাদেরকে কিছুই ফিরিয়ে দেয় নি।' আমার ডান পাশে অল্প বয়স্ক একটা মেয়ে বসতে বসতে বলল।
'আমাদের সাথে সব সময় যেটা ছিল তার কিছুই তারা ফিরিয়ে দিতে পারেনি।'
'তাহলে তুমি কেন এখানে এসেছ?' প্রথম বয়স্ক মহিলাটা বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয় তরুনীকে জিজ্ঞেস করল।
'আমি তার কথা শুনতে চাই। আমি দেখতে চাই কীভাবে তারা চিন্তা করে। তারা আমাদেরকে একবার পুড়িয়ে ছারখার করেছে। আমার ধারণা তারা আবারো সেটা করবে।' অল্প বয়স্ক মেয়েটা বলল।
'তার একটাই কণ্ঠস্বর। তিনি যা পারেন তাই করেন।' বয়স্ক মহিলাটা বলল।
অল্পবয়স্ক মেয়েটা ঠোঁট বাকিয়ে বিদ্রুপের মতো করে হেসে ঘুরে বসল। সে এখানেই আলোচনার ইতি টানতে চায়।
'একজন রোমান ধর্মযাজকের জন্য সে যথেষ্ট উদ্দীপনার ব্যবস্থা করেছে।' বয়স্ক মহিলাটা কথাগুলো বলে সমর্থণের আশায় আমার দিকে ঘুড়ে তাকাল।
আমি অবশ্য তাদের কথা বার্তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।
আমি চুপ করে থাকলাম।
ডানপাশে বসা তরুণীটি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল। যেন আমি তার দলেরই একজন।
কিন্তু আমি তো চুপ করে ছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণে।
আমি ভাবছিলাম, '*সেমিনারিয়ান? এটাতো হতে পারে না! সেতো আমাকে কিছু হলেও বলত।*'
আমার সেই বন্ধুটি যখন কথা বলা শুরু করল, তখন আমি তার বক্তৃতায় মনোযোগ দিতে পারছিলাম না।
আমি নিশ্চিত ছিলাম সভাস্থলে সে আমাকে ঠিক দেখতে পেয়েছে।
সে কি ভাবছিল তখন আমি সেটা অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম।
তার কাছে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

উনত্রিশ বছরের একজন রমণীর সাথে সতেরো বছরের একজন তরুণীর কি পার্থক্য রয়েছে?

আমি লক্ষ্য করলাম তার গলার স্বর একটুও পরিবর্তিত হয় নি। তবে তার কথাগুলো পাল্টে গেছে।

" " "

'তোমাদেরকে ঝুঁকি নিতেই হবে।'

সে বলল।

'আমরা যদি জীবনে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার আশা করি তাহলে জীবনের অলৌকিকতায় আমাদেরকে বিশ্বাস করতেই হবে।

প্রতিদিনই খোদা আমাদেরকে সূর্যের আলো দিচ্ছেন; কিন্তু এর মধ্যেও তিনি আমাদেরকে এমন একটা মুহূর্ত দান করেন যখন আমরা আমাদের অসুখী মুহূর্তগুলোকে পাল্টে দিতে পারি।

যদিও আমরা প্রতিদিন ভান করি যে সেই মুহূর্তটাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না, কিংবা মুহূর্তটা হয়ত বা নেই।

অথবা আজকের দিনটা যেন গতকালের মতই আর_ আগামীকালটাও আজকের মতই হবে।

কিন্তু মানুষ যদি সত্যিকার অর্থেই তার প্রতিদিনের বেঁচে থাকায় মনোযোগ দিত তাহলে সে ঐ যাদুকরী মুহূর্তটাকে আবিষ্কার করতে পারত।

সেই অলৌকিক মুহূর্তটা হয়ত চলে আসবে হঠাৎ করেই যখন আমরা প্রতিদিনের স্বাভাবিক মামুলি কাজটা করছি যেমন আমাদের ঘরের মূল দরজার তালাটা খোলার জন্য তাতে চাবি ঢোকালাম, কিংবা এই রকম আরো হাজারো সাধারণ কাজের ভেতর হয়ত সেই মুহূর্তটা লুকিয়ে থাকতে পারে।

তবে বিশ্বাস করতে হবে যাদুকরি সেই মুহূর্তটার অস্তিত্ব আছে।

সেটা এমন এক মুহূর্ত যখন সমস্ত নক্ষত্রদের ক্ষমতা আমাদের অংশ হয়ে যায় আর আমরা ঠিক তখনই অলৌকিক কিছু করার ক্ষমতা অর্জন করি।

আনন্দ একটা আশীর্বাদ তবে প্রায় সময়ই এটা একধরনের বিজয়।

আমাদের যাদুকরি মুহূর্ত সব কিছু পরিবর্তন করতে, আমাদের স্বপ্নকে খুঁজে বেড়াতে সহায়তা করে।

হাঁ। এটা সত্যি যে আমরা কখনো কখনো দুঃখিত হয়ে পড়ি, আমাদের জটিল সব সময় আসে, আমরা প্রচুর হতাশার ভেতর দিয়ে যাই; কিন্তু এই সব কিছুই পরিবর্তনশীল, এইগুলো কোন স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায় না।

একদিন হয়ত আমরা গর্ব আর বিশ্বাসের সাথেই অতীত ভ্রমনের দিকে ঘার ঘুরিয়ে তাকাব।

দয়া আর কোমলতা হলো এমন এক ব্যাক্তি যে কিনা ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। হতে পারে এ ব্যাক্তিটি কখনো হতাশ হয় না কিংবা অন্য লোকেরা স্বপ্নের খোঁজে যেভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় সেই রকম দুঃখ সে অনুভব করে না। কিন্তু অন্যান্য মানুষের সাথে সাথে এই লোকটা যখন পেছন ফিরে তাকায় তখন সে শুনতে পায় তার হৃদয় বলছে,'খোদা তোমার অতীতের দিনগুলোতে যে অলৌকিক মুহূর্তগুলো তোমাকে দিয়েছিল তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছ? খোদা তোমাকে যে বুদ্ধি আর প্রতিভা দিয়েছিল সেটাকে কীভাবে ব্যবহার করেছ? তুমি নিজেই নিজেকে একটা গুহার ভেতর কবর দিয়েছ, কারণ তুমি ভয় পাচ্ছিলে যে তোমার সেই প্রতিভাগুলো হয়ত তুমি হারিয়ে ফেলবে। ফলে এই হলো তোমার পাওনা, তুমি তোমার জীবনকে নিজেই ধ্বংস করেছ।'

দয়ার্দ্র কোমল আর ভীতু লোকেরা এটাই অনুভব করবে। কারণ শেষ পর্যন্ত যখন তারা জীবনের অলৌকিক মুহূর্তগুলোকে বিশ্বাস করা শুরু করবে ততক্ষণে তাদের জীবনের যাদুকরি মুহূর্তগুলো তাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

⁶⁹ ⁶⁹ ⁶⁹

আমার বন্ধুর বক্তৃতা শেষ হলে সভার সদস্যরা তার দিকে ছুটে গেল। আমি অপেক্ষা করছিলাম আর ভাবছিলাম এতকাল পরে তার সাথে দেখা হলে তার প্রথম অনুভূতিটা কী হবে?

একজন শিশুর মতই আমি অস্থির আর চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। কারণ তার নতুন বন্ধুদের কাউকেই আমি চিনি না।

আমার একটু ঈর্ষাও হচ্ছিল, কারণ সে আমাকে রেখে অন্যদের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল।

অবশেষে সে যখন আমার কাছে আসল তখন আমি দেখলাম লজ্জায় সে লাল হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই একটু আগে গুরুগম্ভীর বক্তা থেকে সে অতীতের সেই ছোট্ট বালকটাতে পাল্টে গেল। যে বালকটা আমার সাথে সান সাটুরির আশ্রমে লুকিয়ে থাকত, তার সারা পৃথিবী ঘুড়ে বেড়ানোর স্বপ্নের কথা আমাকে বলত (সেই সময় বাবা মা আমাদেরকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিল। তারা ভয় পেয়েছিল যে আমরা দুজন হয়ত নদীতে ডুবে গেছি)

'পিলার'। সে বলল।

আমি তাকে চুমু খেলাম।

আমি অনেক কিছুই বলতে পারতাম। তার বক্তৃতার উপস্থাপনার বিষয়ে মন্তব্য করতে পারতাম।

আমি তাকে বলতে পারতাম যে অসংখ্য লোকের মাঝে বসে থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমাদের শৈশব নিয়ে খুব মজার হাস্যকর কিছু তাকে বলতে পারতাম। কিংবা বলতে পারতাম তাকে এমন একটা জায়গায় দেখে আমি গর্বিত।

আমি তাকে ব্যাখ্যা করতে পারতাম যে আমাকে জারাগোজার সবশেষ বাসটা ধরার জন্য এই মুহূর্তেই ফিরে যেতে হবে।

আমি করতে পারতাম এই কথাটার তাৎপর্য কী?

আমাদের জীবনে অনেক নিশ্চিত মুহূর্ত আছে যেখানে অনেক কিছুই নিশ্চিত ভাবে ঘটতে পারত কিন্তু ঘটে না।

অলৌকিক মুহূর্তগুলো ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে যায় আর হঠাৎ করেই ভাগ্য আমাদের সব কিছু পাল্টে দেয়।

আমার সাথেও এমনটাই ঘটেছিল।

'আমরা কি আবারো এক সাথে কফি খেতে পারি?' আমি বললাম।

সে আমার দিকে ঘুরে ভাগ্যের হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'সত্যিকার অর্থেই তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার। আগামীকাল বিলবোতে আমার একটা বক্তৃতা আছে। আমার গাড়ি আছে। চলো আমার সাথে।' সে বলল।

'আমাকে জারাগোজায় ফিরে যেতে হবে।' এটা যে আমার শেষ সুযোগ সেটা উপলব্ধি না করেই আমি উত্তরে বললাম।

তাকে দেখে হয়ত আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম, আমি আবারো একজন শিশুতে পাল্টে গিয়েছিলাম।

অথবা সম্ভবত আমরা সেই আগের মতো ছিলাম না যে দুজন একত্রে আমাদের জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো লিখেছিল।

আমি বললাম,'তবে বিলবোতে তোমার সাথে ছুটির সময়টা উপভোগ করা যেতে পারে। তোমার সাথে আমি সেখানে যেতে পারি। তারপর আবার জারাগোজে চলে যাব।'

এরপরই আমার ঠোঁটে সে কীভাবে সেমিনারিয়ান হলো সেই প্রশ্নটা ফুটে উঠতে চাইল।

সে হয়ত আমার ভাবটুকু বুঝতে পেরেছিল। তাই জিজ্ঞেস করল,'তুমি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?'

'হ্যাঁ। তোমার বক্তৃতা শুরু হওয়ার আগে একজন মহিলা আমার পাশে বসে বলল যে তুমি তাদেরকে এমন একটা জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছ যেটা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। সে এটা দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছিল?'

'ও সেটা তেমন কিছু না।'

'কিন্তু এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি তোমার জীবনের বিষয়ে তেমন কিছুই জানি না। এখানে অসংখ্য লোক দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি।'

সে একটু হাসল। তারপর লোকজনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ঘুরে তাকাল।

'দাঁড়াও।' আমি তার হাত টেনে ধরলাম। 'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি।'

'আমার মনে হয় না এটা তোমার শুনতে ভালো লাগবে পিলার।' সে বলল।

'আমি তারপরেও জানতে চাই।'

সে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে আমাকে ঘরের এক কর্ণারে নিয়ে গেল।

'সমস্ত বড় ধর্মগুলোই সেটা ইহুদিবাদ বলো খ্রিষ্টানিটি বলো কিংবা ইসলাম বলো পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষরাই সব কিছুর মূল নেতৃত্বে থাকে। পুরুষরাই নিয়ম নীতি তৈরি করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষরাই হয় ধর্মীয় পাদ্রী।'

'সেই মহিলাটা কি এটাই বোঝাতে চেয়েছিল?'

একটু ইতস্তত করে সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ এ বিষয়ে আমার একটু ভিন্ন দৃষ্টি আছে। আমি স্রষ্টার নারীতান্ত্রিক অংশটাতে বিশ্বাস করতে চাই।'

আমি হাফ ছারলাম। কারণ মহিলাটা ভুল করছিল। সে সেমিনারিয়ান হয় নি। কারণ সেমিনারিয়ানদের এ রকম ভিন্ন দৃষ্টি থাকে না।'

'তুমি খুব সুন্দরভাবেই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছ।' আমি বললাম।

যে মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করেছিল সে আমার জন্য দরজার পাশে অপেক্ষা করছে।

'আমি জানি তুমি আর আমি একই ধারার লোক। আমার নাম ব্রিডা।' মেয়েটা বলল।

'আমি জানি না তুমি কি নিয়ে কথা বলছ?'

'অবশ্যই তুমি জান।' মেয়েটা হাসল।

আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটা আমার হাত ধরে সেই দালানের বাইরে নিয়ে আসল।

রাতটা খুব শীতল ছিল। পরদিন সকালে বিলাবো ছাড়ার আগ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি কি করতে যাচ্ছি।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'দেব দেবীর মূর্তিগুলোর কাছে।'

'কিন্তু... দেখো এই মুহূর্তে আমি রাতটা কাটানোর জন্য ভালো দেখে একটা হোটেল খুজছি।'

'পরে আমি তোমাকে সেরকম একটা হোটেলের সন্ধান দেব।'

আমি চাচ্ছিলাম কোনো একটা গরম কফি হাউজে গিয়ে মেয়েটার সাথে বসে আমার ছেলে বন্ধুটার বিষয়ে আরো কিছু খোঁজ খবর নিই। কিন্তু মেয়েটা আমার সাথে সেরকম কোনো তর্কেই গেল না। সে আমাকে নিয়ে যখন পাছিও ডি কেসেলিনা পার হচ্ছিল তখন আমি মাদ্রিদ শহরটাকে একবার ঘার ঘুড়িয়ে ভালো করে দেখলাম। অনেক বছর হয় আমি এখানে আসি না।

রাস্তার মাঝ পথে মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেল।

তারপর আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল,'তিনি সেখানে আছেন। আমাদের দেবী।'

রাস্তার অপর পাশে গাছগুলোর নগ্ন শাখার উপর চাঁদ উদারভাবে আলো দিচ্ছিল।

'এটা কি সুন্দর নয়!' আমি বললাম।

কিন্তু মনে হলো মেয়েটা আমার কোনো কথাই শুনতে পেল না। সে তার হাত দুটো আকাশের চাঁদের দিকে ফিরিয়ে বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'*আমার ভেতরে আমি কি খুঁজে পেলাম।*' আমি ভাবলাম। '*আমি এখানে এসেছিলাম একটা সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য। কিন্তু এখন এই পাগল মেয়েটার সাথে আমি পাছিও ডি কেসেলিনায় সময় কাটাচ্ছি। আর আগামীকাল আমি বিলবাওতে চলে যাব।*'

ব্রিডা তার হাত দুটো বিস্তৃত করে চোখ বন্ধ করে বলছিল, 'হে পৃথিবীর দেবীদের আয়না আমাদের ক্ষমতাটুকু আমাদের জানতে দাও। পুরুষজাতি যেন আমাদেরকে বুঝতে পারে। স্বর্গের ভেতরে ভ্রমণের মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে বীজ আর ফলের চক্রের বিষয়টা বুঝিয়ে দাও।'

মেয়েটা আরো কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তার হাত দুটো বিস্তৃত করে রাখল। বেশ কিছু পথচারি তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাসছিল। কিন্তু মেয়েটা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না।

মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে একমাত্র আমিই লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।

'এটা করা আমার জন্য খুব দরকার ছিল। যাতে দেবী আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন।' মেয়েটা তার দীর্ঘক্ষণ চাঁদের ধ্যান থেকে বের হয়ে এসে বলল।

'তুমি কি নিয়ে কথা বলছ?'

'সেই বিষয় নিয়েই কথা বলছি যেটা নিয়ে তোমার বন্ধু একটু আগে বক্তৃতা দিয়েছিল।'

আমি একটু লজ্জা পেলাম। কারণ আমার বন্ধুর বক্তৃতার প্রতি আমি তেমন মনোযোগ দেয় নি।

আমরা যখন হাঁটা শুরু করলাম তখন ব্রিডা আবার বলল, 'আমরা এখন খোদার মাতৃত্বের অংশটাকে জানি। আমরা নারীরা এটা বুঝতে পারছি। ফলে আমাদের মহান মাকে এখন আমরা ভালোবাসি। আমারা এখন মহান মাতার রহস্যকে বুঝতে পারি।'

আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে আমি আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখলাম। মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর। মাথার চুলগুলো কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে।

'যখন পুরুষেরা শিকারের জন্য বাইরে চলে যেত তখন আমরা গুহার ভেতর আমাদের মহান মাতার গর্ভে বসে আমাদের সন্তানদেরকে যত্ন নিতাম, তাদেরকে রক্ষা করতাম। তখনই মহান মাতা আমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন।'

'পুরুষেরা নানা রকম চালচলন দিয়ে বেঁচে থাকত। আর সেই সুযোগে আমরা দেখে নিয়েছিলাম কীভাবে বীজগুলো গাছে পরিণত হচ্ছে। আমরা এগুলো পুরুষদেরকে বলেছিলাম। আমরাই প্রথম রুটিটা তৈরি করেছিলাম। তারপর আমাদের লোকগুলোকে সেটা খেতে দিয়েছি। প্রথম পান পাত্রটি আমরা তৈরি করেছি যাতে করে পানি খেতে পারি। এভাবেই আমরা সৃষ্টি চক্রের বিষয়টা জানতে পেরেছিলাম।'

হঠাৎ করে মেয়েটা তার কথার মাঝে থামল। 'ঐ তো তিনি সেখানে।'

আমি তাকালাম। রাস্তার ট্রাফিকের চারপাশের ঠিক মধ্যখানে একজন নারী মূর্তির ঝর্ণাধারা। তিনি একটা গাড়িতে বসে আছেন। আর একটা সিংহ সেটাকে টানছে। এ ঝর্ণাধারাটাকে আমি কয়েক ডজন পোস্টকার্ডে দেখেছিলাম।

তরুণীটা আমার কোনো কথাই শুনছিল না। সে ইতোমধ্যে রাস্তার মাঝে চলে গিয়েছে। প্রচণ্ড গাড়ির ভিড়ের ভেতর দিয়েই সে নিজের রাস্তা তৈরি করে এগুচ্ছিল। গাড়ির ভিড়ের মাঝখান থেকেই সে হাতের ইশারা করে আমাকে ডাকল।

'চলে আসো। আমরা ঐপারে যাই।'

মেয়েটাকে আমি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাকে ভালো একটা হোটেলের নাম জানতেই হবে।

আমরা দুজন একই সময়ে ঝর্ণার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকটা তখনো কাঁপছিল।

কিন্তু মেয়েটার চোখে মুখে কোনো ভয় নেই। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'পানি! পানি হলো তার একমাত্র উদ্দেশ্য, তার লিখিত ঘোষণা।'

'আচ্ছা তুমি কি আমাকে দয়া করে কম দামি একটা হোটেলের নাম বলতে পারবে?'

মেয়েটা তার হাত পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বলল,'তোমারও এমনটা করা উচিত। পানিকে অনুভব করো।'

'না! আমি তোমার অভিজ্ঞতাকে নষ্ট করে দিতে চাই না। আমি এখন একটা হোটেলের সন্ধানে যাচ্ছি।' আমি বললাম।

'একটু দাঁড়াও।' মেয়েটা বলল।

ব্রিডা তার ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা বাঁশি বের করে বাজাতে শুরু করল।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম বাঁশির সুরে যাদুকরি একটা আকর্ষণ আছে যা আমাকে মুগ্ধ করে তুলছে। গাড়ির হৈ চৈ-এর মধ্যেও আমার মনটা কেমন শান্ত হয়ে আসছিল।

আমি ঝর্ণার পাশে বসলাম। পানির শব্দের সাথে সাথে ব্রিডার বাঁশির সুরও শুনছিলাম।

কোনো না কোনো ভাবে আমি উপলব্ধি করছিলাম যে, চাঁদটা আমার নারীত্বেরই প্রতিচ্ছবি। আমি কীভাবে সেটা উপলব্ধি করছি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি জানি না মেয়েটা কতক্ষণ বাঁশিটা বাজিয়েছিল। সে বাঁশিটা থামিয়ে ঝর্ণার দিকে তাকাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,'তুমি কে? তুমি কেন আমাকে তোমার সাথে আসতে বলেছ?'

ব্রিডা আমার দিকে মুখটা ফিরিয়ে বলল,'তুমি আমাকে যেমনটা দেখতে চাও আমি সেরকমই। আমি এ পৃথিবীর ধর্মেরই একটা অংশ।'

'তুমি আমার কাছে কী চাও?'

'আমি তোমার চোখ দুটো পড়তে পারছি। আমি তোমার হৃদয়ের কথাগুলো পড়তে পারছি। তুমি প্রেমে পড়তে যাচ্ছ। খুব কষ্ট পাবে তুমি।'

'আমি?'

'তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি কি বলছি। আমি দেখেছি সে কীভাবে তোমার দিকে তাকিয়েছিল। সে তোমাকে ভালোবাসে।'

মেয়েটা সত্যিই পাগল।

'এই জন্যই আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে এসেছি। কেননা ঐ লোকটা যাকে তুমি ভালোবাস সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সে বেশ কিছু হাল্কা কথা বলে ফেলেছে। কিন্তু সে আমাদের মহান মাতাকে চিনতে পেরেছে। তাকে তার পথ থেকে হারিয়ে যেতে দিও না। তাকে সাহায্য করো।'

'তুমি জানো না কি নিয়ে কথা বলছ তুমি! তুমি স্বপ্ন দেখছ।' কথাগুলো বলে আমি ঘুড়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভিড়ের দিকে হাঁটা দিলাম। চেষ্টা করলাম মেয়েটা যা বলেছে তার সবকিছুই ভুলে যেতে।

রবিবার, ডিসেম্বর ৫, ১৯৯৩

" " "

এক কাপ কফি খাওয়ার জন্য আমরা থামলাম।

'হ্যাঁ জীবন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।'

কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বললাম।

'জীবন আমাকে শিখিয়েছে যে আমরাও অনেক কিছু শিখতে পারি, আমরা পাল্টে যেতে পারি। এমনকি এটা যদি অসম্ভবও হয় তাহলেও।' কথার উত্তরে আমার ছেলে বন্ধুটি বলল।

বোঝা যাচ্ছিল সে কথার বিষয়টা থামিয়ে দিতে চাচ্ছে। গত দুই ঘণ্টা গাড়ি চালাতে চালাতে আমরা অনেক কঠিন বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। তারপর রাস্তার পাশের এই কফি হাউজটা পেলাম।

শুরুতে আমাদের বাল্যকালের নানা রকম অভিযানের কথা আমি তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু সে আমার কথায় মৃদু সম্মতি দিল। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল সে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে না।

মাঝে মাঝে সে আমাকে এমন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করছিল যেটা এই কিছু আগেই আমি তাকে বলেছি।

কোথাও একটা কিছু ভুল হয়েছে।

সময় আর দূরত্ব কি আমার বন্ধুকে আমার কাছ থেকে চিরতরে দূরে ঠেলে দিয়েছে? আমি নিজেকেই বললাম, '*সে আমাকে যাদুকরি মুহূর্তগুলোর কথা*

বলেছে। সে এখন কেন তার পুরাতন বন্ধুর বাজে স্মৃতির দিকে ফিরে যাবে? সে এখন ভিন্ন এক জগতে বাস করে। সুরিয়া শহর এখন কেবলই তার কাছে স্মৃতি।'

তার সাথে আসার সিদ্ধান্তটা ভুল হয়েছে। আমি নিজের কাছে নিজেই ভুল স্বীকার করলাম।

তাই সে যখন কথা বলার বিষয় পাল্টাতে চাইল তখন আমি আর দ্বিতীয়বার তাকে একই কথার দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করলাম না।

বিলবাওর দিকে যাত্রা পথে শেষের দুই ঘণ্টা আমার কাছে কেবল যাতনাই মনে হলো।

সে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। আমাদের মাঝে যে তিক্ত অনুভূতিটুকু ফুটে উঠেছিল সেটা আমরা দুজনেই লুকোচ্ছিলাম না।

ভাড়া করা গাড়িটার কোন রেডিও ছিল না। ফলে চুপ করে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না।

আমরা যখন বড় রাস্তা পার হয়ে আসলাম তখন আমি বললাম, 'ঠিক আছে চালককে জিজ্ঞেস করো বাসের স্টপেজটা কোথায়? জারাগোজার উদ্দেশ্যে এখান থেকেই কোথাও প্রতিদিন বাস ছেড়ে যায়।'

রাস্তায় লোকজন খুব কম ছিল।

একজন ভদ্রলোক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। তারপর একজোড়া কম বয়সি যুবক যুবতী। কিন্তু আমার বন্ধু কাউকেই জিজ্ঞেস করার জন্য থামাল না।

'তুমি কি জানো বাস স্টেশনটা কোথায়? কিছু সময় পার হওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কোথায় কি?' সে বলল।

বুঝতে পারলাম সে এখনো আমার কথায় মন দিচ্ছে না।

হঠাৎ করেই আমি বুঝলাম কেন তার এ নিরবতা। সে এ ধরনের মেয়ে মানুষের সাথে তো স্বাভাবিক হতে পারে না যে এখনো তার শৈশব নিয়ে পড়ে আছে, কিংবা যে অনিশ্চিতকে ভয় পায়, যেই মেয়েটা খুব স্বাভাবিক একটা জীবন আর নিরাপদ চাকরিই শুধু প্রত্যাশা করে। আমাকে ধিক্কার, যে কেবলই তার ক্ষয়ে যাওয়া ধূলিপূর্ণ শৈশব নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছে।

আমরা যখন শহরের মাঝামাঝি চলে আসলাম তখন আমি বললাম,'তুমি আমাকে এখানে ছেড়ে দিতে পারো।' আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম তারপরেও আমার কথার মাঝে এক ধরনের শিশু সুলভ বিরক্তি আর অভিমান ফুটে উঠছিল।

সে গাড়ি থামাল না।

'আরাগোজার দিকে যে বাস যাচ্ছে আমাকে সেটা ধরতে হবে।' আমি আবারো জোড় দিয়ে বললাম।

'আমি এখানে আগে কখনোই আসি নি।' সে বলল। 'আমার হোটেলটা কোথায় আছে সে বিষয়ে কোনো ধারণা এখন আমার নেই। আমি জানি না কোথায় সম্মেলনটা হয়েছিল এবং বাস স্টেশন কোথায়।'

'ভয় পেয়ো না আমি সব কিছু ঠিকভাবে চিনে নেব।'

সে গাড়ির গতি কমাল তবে গাড়ি থামাল না। চালিয়ে যেতে লাগল।

'আমি আসলে...' সে কথা বলা শুরু করল।

কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু তার ভাবনাটা শেষ করল না।

আমি ঠিক কল্পনা করতে পারছিলাম যে সে কি ভাবছে। সে হয়ত আমাকে ধন্যবাদ দিবে, আমাদের মাঝের অস্বস্থি দূর করার জন্য আরো কিছু বলবে।

'আমি আসলে ভীষণ ভাবে চাই যে তুমি আমার সাথেই থাক। আমার সাথেই আবার সম্মেলনে যোগ দাও।' অবশেষে সে দম নিয়ে বলল।

আমি খুব অবাক হলাম। এই কথাটা বলার জন্য সে এতক্ষণ সময় নিয়েছে, গাড়ি ভ্রমণে বাজে ভাবে চুপ করেছিল?

'তুমি আমার সাথে থাকলে খুশি হতাম।' সে আবারো একই কথা বলল।

আমি বুঝতে পারলাম এখানে কোন ভনিতা নেই, সে যা বলছে সেটা সত্যিই বলছে।

আমি একটা প্রশান্তির শ্বাস ফেললাম। আমার বন্ধু যদি ফিরে না আসত তাহলে এ ধরনের কোনো সম্মেলনে আমি কিছুতেই অংশগ্রহণ করতাম না। আমার বন্ধু আমাকে তার আনন্দ বেদনা,অভিযান, ভয় আর বিজয়ের অনুভূতিগুলোর অংশিদার হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করছে।

'তোমার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ।' আমি বললাম। 'কিন্তু কোনো হোটেলে থাকার জন্য আমার কাছে যথেষ্ট টাকা নেই। তাছাড়া আমাকে পড়াশোনায় আবার ফিরে যেতে হবে।'

'আমার কাছে কিছু টাকা আছে। তুমি আমার ঘরে থাকতে পারবে। দুটো বিছানার ব্যবস্থা আমি করে ফেলব।'
আমি লক্ষ্য করলাম বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস থাকার পরেও সে ঘামছে।
একটা সংশয়ে আমার বুকটা ধক করে উঠল।
হঠাৎ করেই সে গাড়িটা থামিয়ে সোজা আমার চোখের দিকে তাকাল।
সে যখন কারো চোখের দিকে সরাসরি তাকায় তখন কেউ মিথ্যা বলতে পারে না, কেউ নিজের মনের ভেতর কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারে না। আর তখন যে কোন নারী যার ন্যূনতম ভালোবাসার অনুভূতি আছে সে এই প্রেমিক পুরুষটির ভালোবাসার কথাটা পড়ে ফেলতে পারবে।
আমি মুহূর্তেই ঝর্ণার পাশে সেই উদ্ভট মেয়েটার কথাগুলো ভাবলাম।
বিষয়টা অসম্ভব মনে হলেও এখন মনে হচ্ছে সেটা সত্যি হতে যাচ্ছে।
এতগুলো বছর পার হওয়ার পরও আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সে সব কিছুই মনে রেখেছে।
আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন সব জায়গায় আমরা দুজন হাত ধরাধরি করে যেতাম। তার প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল। যদিও একটা শিশু ভালোবাসার কিই বা বোঝে।
কিন্তু সেটা অনেক কাল আগে ছিল। সেটা ছিল অন্যরকম এক জীবন। এমন এক জীবন যার নিষ্পাপ মুহূর্তগুলো আমার হৃদয়ের কাছে কেবল সত্য সুন্দরের দরজাগুলো খুলে দিয়েছিল।
আর এখন আমরা দায়িত্ববোধ সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক দুজন মানুষ।
শিশুসুলভ বিষয়গুলো যেভাবেই হোক আমাকে এড়িয়ে যেতে হবে।
আমিও তার চোখের দিকে তাকালাম।
তার চোখের ভেতর আমি যা দেখলাম সেটা দেখতে আমি চাচ্ছিলাম না কিংবা আমি হয়ত সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।
'এটাই আমার শেষ সম্মেলন ছিল। এখন আমার ছুটি। সেই পাহাড়গুলোতে আমাকে যেতে হবে। সেখানে আমি তোমাকে একটা বিশেষ কিছু দেখাব।'
এই মেধাবী ছেলেটা যে কিনা মানুষকে যাদুকরি সব মুহূর্তের কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছে আমি দেখলাম সে এখন একেবারে আনাড়ি শিশুর মতোই আচরণ করছে।

সে খুব দ্রুত হাঁটছিল। মনে হচ্ছিল যা সে প্রস্তাব করেছে সেই বিষয়ে তার নিজেরই সংশয় আছে।

তাকে এই অবস্থায় দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

গাড়ির দরজা খুলে আমি নেমে পড়লাম। কাছাকাছি একটা রাস্তার দিকে চোখ রাখলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেষ্টা করছিলাম আমার ভেতরে যে ভাবনাগুলো ছিল সেগুলো ঢেকে রাখতে। ভান করার চেষ্টা করলাম যে আমার বন্ধু যা বলছে আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

'আমি সত্যিই চাই তুমি আজকের রাতের সম্মেলনে উপস্থিত থাকো।' সে কথা বলা শুরু করল। 'অবশ্য যদি না থাকতে পারো তাহলে কি আর করার।'

আমি একই সাথে খুব বোকার মত ভাবছিলাম আবার কিছুটা শান্তিও পেলাম।

হ্যাঁ আমি আরো একটা দিন এখানে থাকতে পারি। এক সাথে রাতের খাবার খেয়ে কিছুটা পানিয় খেতে পারি– ছোটবেলায় আমরা যার কিছুই করি নি। আমাদের মধ্যে এখনো যে শীতলতাটুকু আছে সেটা হয়ত এই সুযোগে গলে যাবে।

একটা দিন তেমন কিছু পরিবর্তন আনবে না। আমার যে গল্পটা আছে সেটা হয়ত আমার বন্ধুকে বলার সুযোগ আমি পাব।

'আলাদা বিছানা।' আমি হাসতে হাসতে মজা করে বললাম। 'আর রাতের খাবারের বিল তুমি দিবে। আমি এখনো ছাত্রি।'

হোটেলের নির্ধারিত কক্ষে আমাদের ব্যাগগুলো রেখে যেখানে সম্মেলন হবে সে জায়গাটায় আমরা চলে আসলাম। যেহেতু আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসলাম তাই একটা কাফেতে বসে কিছু সময় অপেক্ষা করলাম।

'আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই।' ছোট্ট একটা থলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল।

আমি থলেটা খুলে সেখানে খুব পুরাতন একটা মেডেল পেলাম, যার এক পাশে আমাদের মহান মাতার ছবি আর অন্য পাশে যিশুর আতংকিত হৃদয়ের ছবি।

‘এটা তোমার ছিল।’ সে বলল।

আমার অন্তরে আবারো একটা সর্তক ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

‘একদিন আজকের মতই শরতের সুন্দর একটা মুহূর্ত ছিল। আমাদের বয়স তখন ছিল দশ। আমি তোমার সাথে বিশাল ওক গাছের কাছে বসেছিলাম।’ সে বলল।

‘আমি তোমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম। এমন কিছু একটা যেটা বলার জন্য এক সপ্তাহ ধরে অভ্যেস করে রপ্ত করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি যখন তোমাকে কথাটা বলা শুরু করলাম তখন তুমি হঠাৎ করেই বলা শুরু করলে যে তোমার মেডেলটা তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি আমাকে বললে আমি যেন সেটা খুঁজে দেই।’

আর ঠিক তখনই হে ঈশ্বর আমার সব কিছু মনে পড়ে গেল।

‘আমি ঠিক তোমার মেডেলটা খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি যখন মেডেলটা নিয়ে সেই ওক গাছটার কাছে আসলাম তখন এক সপ্তাহ ধরে যে কথাটা বলার জন্য অভ্যেস করেছিলাম সেই কথাটা তোমাকে বলতে উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম ঠিক বিশ বছর আগে আমি যে কথাটা বলা শুরু করেছিলাম সেই কথাটা যখন আমি তোমাকে বলতে পারব তখনই আমি তোমাকে এই মেডেলটা ফেরত দেব। আমি দীর্ঘদিন এটাকে ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এটা সব সময় আমার সাথেই ছিল। এটা ছাড়া আমি একটা মুহূর্তও থাকতে পারিনি।’ সে বলল।

সে কফি নামিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর দীর্ঘক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমার দিকে ঘুড়ে তাকিয়ে সে বলল, ‘এটা খুব সাধারণ একটা কথা। আমি তোমাকে ভালোবাসি।’

'কখনো কখনো অনিয়ন্ত্রিত দুঃখি মুহূর্তগুলো আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলে।' সে বলল।

'আমরা বুঝতে পারি দিনের যাদুময় মুহূর্তগুলো পার হয়ে গেছে কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারি নি। জীবন তার অলৌকিকতা আর শিল্পকে ভুলতে শুরু করেছে।

আমাদের ভেতরে কোনো এক কালের যে শিশুটা বাস করে তার কথা শুনতে হবে। সেই শিশুটা অলৌকিক মুহূর্তগুলোকে খুব ভালো বুঝতে পারে। আমরা হয়ত সেই শিশুর কান্নাকে জোর করে থামিয়ে দিতে পারব কিন্তু তার কথাকে থামাতে পারব না।

আমাদের ভেতরে সেই শিশুটা এখনো আছে।

আমরা যদি আবার নতুন করে জন্ম না নেই– যদি সেই শিশু সুলভ নিষ্পাপ দৃষ্টি ভংগি আর কৌতুহলি চোখ দিয়ে জীবনকে দেখতে না শিখি তাহলে বেঁচে থাকার বিষয়টা আমরা বুঝতে পারব না।

আত্মহত্যা করার জন্য অনেক উপায় আছে। ঈশ্বরের নিয়ম ভংগ করে যারা নিজেদেরকে নিজেদের আত্মাকে ধ্বংস করে তাদের পাপকর্মের পরিমাণ কম হলেও তারা দোষী।

আমাদের হৃদয়ের ভেতর যে শিশুটা আছে সে কি বলে আমাদেরকে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

আমাদের ভেতরের সেই শিশুটাকে কিছুতেই আতংকিত করা চলবে না। কারণ সে বড় একা, নিঃষঙ্গ।

আমাদের জীবনের লাগামটা সেই শিশু যেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সেই শিশুটা জানে যে জীবনের প্রতিটি দিন একটার চেয়ে অন্যটা আলাদা। প্রতিটিই স্বতন্ত্র।

তাকে ভালোবাসার বিষয়টা বুঝতে দিতে হবে। এই শিশুটাকে সুখী করতে হবে।

প্রয়োজনে যে কাজটা আমরা করতে অভ্যস্ত নই যে কাজটা করলে লোকে আমাদেরকে বোকা বলবে সেই কাজটাও করার ভান করতে হবে।

মনে রাখবেন ঈশ্বরের চোখে মানুষের জ্ঞান এক ধরনের পাগলামি আর বোকামি ছাড়া কিছুই না।

কিন্তু আমাদের ভেতরে যেই শিশুটা আছে আমরা যদি তাকে শুনি তাহলে আমাদের চোখগুলি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আমরা যদি সেই শিশুর সাথে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ না করি তাহলে জীবনের সাথেও আমাদের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হবে না।

" " "

আমার চারপাশের রঙগুলো খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। আমি ধীরে ধীরে খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলা শুরু করলাম।

টেবিলের উপর পানির গ্লাসটা বেশ শব্দ করে রাখলাম।

সম্মেলনের পরে রাতের খাবারের জন্য আমরা দশজনের একটা দল একত্রে বসেছিলাম। সবাই এক সাথে কথা বলছে। বিশেষ এই রাতের কারণে আমি খুব হাসছিলাম। অনেকগুলো বছরের মধ্যে এই রাতটাই প্রথম একটা রাত যেটাকে আমি কখনো কল্পনাও করি নি।

কি আনন্দ!

মাদ্রিদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছিলাম তখন পর্যন্ত আমার কার্যকলাপ আর অনুভূতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল আমার। কিন্তু এখন হঠাৎ করেই সব কিছু পাল্টে গেছে।

এখানে এমন এক শহরে আমি বসে আছি যেখানে ইতোপূর্বে আমার পায়ের চিহ্ন পড়ে নি।

যে টেবিলটাতে আমি বসে আছি সেখানে আমি মাত্র একটা লোককে চিনি। আর টেবিলের চারপাশ ঘিরে আমন্ত্রিত লোকজন আমার সাথে এমনভাবে কথা বলছে যেন তারা বছরের পর বছর ধরে আমাকে চেনে।

তাদের সাথে কথা বলে, পানীয় পান করে আড্ডা দিয়ে আমি খুব আনন্দ পেলাম।

আমি সেখানে আছি কারণ হঠাৎ করেই জীবন আমার কাছে তার সত্যিকার জীবনের চেহারাটা নিয়ে হাজির হয়েছিল।

আমার কোন অপরাধবোধ, কোন ভয় কিংবা কোন রকম বিব্রতবোধ করছিলাম না।

আমি যতই আমার বন্ধুর কথা শুনছি আর তার ঘনিষ্ঠ হচ্ছি আমার ততই মনে হচ্ছিল না আমার বন্ধুই সঠিক। সে ঠিক কথাটাই বলছে।

আমার নিজের লেখা নিজের নোটবুকটার সাথে দিনের পর দিন আমি কাটিয়েছি। আতি মানবিক চেষ্টা দিয়ে নিজের দাসত্বকে কীভাবে ক্রয় করা যায় তার চেষ্টা করেছি। আমি ভাবলাম।
এই রকম একটা কাজ আমার কেন দরকার? একজন মানুষ হিসেবে একজন নারী হিসেবে এই চাকরিটা আমাকে কি দিতে পারে?

কিচ্ছু না! একটা ডেস্কের পাশে বসে অন্যলোকদের বিষয় সম্পর্কিত কাজ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের পুরো জীবনটা নষ্ট করার জন্য আমার জন্ম হয় নি।

না না আমি এভাবে নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবতে পারি না। এ সপ্তাহেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। যে যাই বলুক না কেন তুমি যদি কাজ না করো তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে। এসব কিছু হলো কেবলই স্বপ্ন। এটার শেষ আছে।
কিন্তু কতক্ষণ আমার এই স্বপ্ন দীর্ঘ হবে?

এই প্রথমবার আমার বন্ধুর সাথে পরের সপ্তাহটা পাহাড়ি উপত্যকায় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ এর পরই এক সপ্তাহের লম্বা একটা ছুটি শুরু হবে।
'তুমি কে?' আমাদের টেবিলেই বসা একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল।
'আমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু।' আমি উত্তর দিলাম।
'এখন যে ধরনের কাজ করছে সে যখন ছোট ছিল তখনো কি এই সব করত?'
'কি ধরনের কাজ?'
টেবিলে আলোচনাটা একটু মন্থর হয়ে এল।
'তুমিতো জানো : এই সব অলৌকিককতা,যাদু'।

'আমার বন্ধু সব সময় ভালো কথাই বলত।' এই মহিলাটা আসলে কি বলতে চাইছিল আমি সেটা ধরতে পারিনি।

আমার বন্ধুসহ আশপাশের সকলেই হেসে উঠল। আমি বুঝতেই পারলাম না কি ঘটতে যাচ্ছে। তবে হয়ত মদ খেয়েছি বলেই আমার তেমন কোন অস্বস্তি হচ্ছিল না। আমি বেশ শান্তই ছিলাম।

চারপাশ একবার তাকিয়ে পরের মুহূর্ত কি হবে সেটা ভুলে গিয়ে আমি কিছু একটা বললমা। আমি আসছে ছুটির মুহূর্তগুলো নিয়েই আসলে ভাবছিলাম। খুব হাসিখুশি ভাব নিয়ে নতুন নতুন সব লোকদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সব কথা বলতে বেশ ভালোই লাগছিল।

আমার কাছে মনে হচ্ছিল অন্তত এই একটা রাত আমি সত্যিকার পৃথিবীর সাথেই আছি। আমি যখন জারাগোযায় ফিরে যাব তখন বলে বেড়ানোর মত অনেক গল্প আমার কাছে থাকবে।

আজকে যদি আমার বন্ধুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পরের ছুটির দিনগুলো তার সাথে কাটাই তাহলে সারাটা জীবন পার করে দেওয়ার জন্য বছরের পর বছরের মধুর স্মৃতি আমার কাছে জমা হয়ে থাকবে।

সুরিয়াদের নিয়ে আমার যে মন্তব্য ছিল সেটা শুনে আমার বন্ধুর চুপ থাকাটাই উপযুক্ত কাজ ছিল। আমি ভাবলাম।

'আরেকটু মদ দেই তোমাকে।' সাদা চুলের একজন লোক আমার গ্লাসটায় মদ ঢেলে দিয়ে বলল।

আমি মদ খাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম এখানে আমার বন্ধুর কাছে যদি আমি না আসতাম তাহলে আমার সন্তান বা নাতিপুতিদের বলার মতো কিছুই থাকত না আমার কাছে।

'ফ্রান্সদের দিকে আমাদের যাত্রাপথ নিয়েই আমি ভাবছি।' খুব নিচু স্বরে আমার বন্ধু আমাকে কথাটা বলল। সেটা শুধু আমিই শুনতে পেলাম।

মদ আমার মুখের জড়তা দূর করে দিয়েছে।

'কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস বুঝতেই হবে।'

'কি সেটা?'

'সভা শুরু হওয়ার আগে তুমি কি বলেছিলে? সেই কফি হাউজে?'

'মেডেল?'

'না'। আমি সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম। আমার কোনো দ্বিধাই হচ্ছিল না। 'কি বলেছিলে তুমি?'

'ঠিক আছে তাহলে এটা নিয়ে পরে কথা বলব।' সে খুব দ্রুত কথার বিষয় পাল্টাতে চেষ্টা করল।

সে বলেছিল যে সে আমাকে ভালোবাসে। এটা নিয়ে কথা বলার মতো সময় এখন আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আমি জানতাম এটা যে একটা মিথ্যা কথা আমার বন্ধুকে সেটা আমি বোঝাতে পারব।

'তুমি যদি তোমার ভ্রমণের সংগি হিসেবে আমাকে নিতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।' আমি বললাম।

'এই বিষয় নিয়ে ঠিক এখানে আমি কোন কথা বলতে চাই না। খুব সুন্দর একটা সময় কাটছে এখন।'

'তোমার যখন বয়স একদম কম ছিল তখন তুমি সুরিয়া চলে এসেছ।' আমি কথা চালিয়ে যেতে থাকলাম। 'আমি হলাম তোমার অতীতের সাথে একমাত্র যোগসূত্র। তোমার মূলকে আমিই চিনিয়েছি। এইগুলোই সত্য। সেখানে কোনো ভালোবাসা জড়িত থাকতে পারে না।'

আমার কথাগুলো সে শুনল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

কেউ একজন তাকে অন্য একটা বিষয়ে তার মতামতের কথা জিজ্ঞেস করল। ফলে আমাদের কথায় বাধা পড়ল।

আমি কি ভাবছিল অন্তত সেটা তাকে খুলে বলতে হবে। আমি ভাবলাম। *যে ভালোবাসার কথা সে বলছে সেই ভালোবাসা কেবল ভূত পরীদের গল্পে পাওয়া যায়।*

বাস্তব জীবনে ভালোবাসাকে সত্যিকার অর্থেই সম্ভব হতে হবে। এটা যদি সঠিক পথে নাও আসে তবুও। যখন আশা থাকে তখনই ভালোবাসা বিজয়ী হয়। তখনই তুমি মনের মানুষের উপর জয়ী হতে পারবে।

এর বাইরে সব কিছু হলো গালগল্প।

টেবিলের অন্য পাশ থেকে আমার বন্ধু আমি কি ভাবছিলাম সেটা অনুমান করতে পেরে তার গ্লাসটা উঁচু করে আমার দিকে তুলে বলল,'ভালোবাসার জন্য।'

আমি বলতে পারি আমার বন্ধু কিছুটা মাতাল হয়েছে। তাই সুযোগটাকে আমি কাজে লাগাতে চাইলাম।

আমি বললাম,'এটা ঐ যথেষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে ভালোবাসাটা আসলে বাল্যকালের নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।'

'জ্ঞানীরা এই জন্যই জ্ঞানী যে তারা ভালোবাসে। আর বোকারা এই জন্যই বোকা যে তারা মনে করে ভালোবাসাকে তারা বুঝতে পেরেছে।' উত্তরে সে বলল।

টেবিলের চারপাশে যারা ছিল তারা কথাগুলো শুনল। মুহূর্তের মধ্যেই ভালোবাসা নিয়ে একটা জমপেশ তর্ক জমে উঠল।

তর্কের উত্তেজনা এতই উঁচুতে উঠল যে সেটাকে শান্ত করার জন্য আরো বেশি করে মদ খেতে হলো সবাইকে।

শেষ পর্যন্ত একজন বলল যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হোটেলের মালিক হোটেল বন্ধ করতে চায়।

'আমাদের আরো পাঁচদিন ছুটি আছে।' টেবিলের অন্যপাশ থেকে আরেকজন চিৎকার করে বলল। 'আসলে হোটেলের মালিক এটা বন্ধ করতে চাইছে কারণ তুমি বিষয়টা নিয়ে খুব গুরুত্বের সাথে ভাবছ।'

আমি ছাড়া সকলেই হেসে উঠল।

'এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কোথায় আলোচনা করতে পারি?' আরেকজন টালমাটাল হয়ে বলল।

'সেটা কোনো চার্চে হতে পারে।'

এই কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

আমার বন্ধুটা উঠে দাড়াল। ভাবলাম সে হয়ত কোন একটা কিছু করে বসবে। কারণ আমরা সবাই শিশু সুলভ পাগলামি শুরু করেছিলাম।

কিন্তু সে তেমন কিছু না করেই আমার হাতটা ধরল। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল,'আমাদেরকে যেতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

বিলবোতে বৃষ্টি হচ্ছে।

প্রেমিক হৃদয়ের জানা দরকার কীভাবে নিজেকে হারিয়ে আবার খুঁজে পেতে হয়। আমার বন্ধু এই দুটো কাজই খুব ভালোভাবে করতে পারে। সে এখন খুব সুখি। আমরা যখন হোটেলে ফিরছিলাম সে গুনগুন করে গান করছে। গানের কথাগুলো আসলে সত্যিই ছিল।

যে লোকটা ভালোবাসাকে আবিষ্কার করেছিল সে আসলেই উন্মাদ ছিল।

মদের প্রভাব আমি তখনো বোধ করছিলাম। তবে চেষ্টা করছিলাম আরো পরিষ্কারভাবে চিন্তাভাবনা করতে।

তার সাথে ভ্রমণ শুরু করার আগে আমাকে সব কিছু নিয়ন্ত্রিতভাবে চিন্তা করতে হবে।

আমি অবশ্য খুব আবেগপ্রবণ না হওয়ায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা আমার জন্য সহজই ছিল। আমি ভাবলাম। *প্রেমিকার হৃদয় যে দখল করতে পারে সে পুরো পৃথিবী দখলে নিতে পারে।*

আমার অন্তরকে নিয়ন্ত্রণের কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি যদি পরের এক সপ্তাহের জন্য নিজেকে সমর্পণ করি তাহলে এই যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ছে এর অনুভূতিটা হবে আমার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ভালোবাসা যদি সত্যিই সহজ হয় তাহলে আমার বন্ধুর কাছে আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়ব। তার গানের কথাগুলো হবে আমাদের জীবনের গল্প। এ অবকাশের পর জারাগোজা যদি আমার জন্য অপেক্ষা না করে তাহলে আমি মদ খেয়ে আরো মাতাল হবো, আমার বন্ধুকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে চুমু খাব। তার যত্ন নেব, একজন প্রেমিক পুরুষ যা বলে আমি সেটা তার কাছ থেকে শুনব।

কিন্তু না আমি আসলে এটা করতে পারব না। আমি এটা করতে চাই না।
আমার বন্ধুটি এখনো জানে না যে আমি তাকে হ্যাঁ বলতেই যাচ্ছি।
আমি কেন এই ঝুঁকিটা নিতে যাচ্ছি?
কারণ আমি মদ্যপ অবস্থায় আছি। যে দিনগুলো আমি পার করে এসেছি সেগুলো নিয়ে আমি এখন ক্লান্ত।

না আমাকে জারাগোজায় ফিরে যেতে হবে। যেখানে আমি বেঁচে থাকতে চেয়েছি। আমার শিক্ষা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি যেইরকম একটা স্বামী খুঁজছি সেইরকম একজন মানুষ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেরকম একজন স্বামী খুঁজে বের করা খুব কঠিণ কিছু না।
আমার জন্য সেখানে অত্যন্ত সহজ একটা জীবন অপেক্ষা করছে। সেখানে সন্তান থাকবে, নাতি থাকবে, বছরে একটা ছুটি থাকবে। সে কি নিয়ে ভয় পাচ্ছে সেটা আমি জানি না, তবে আমার নিজেরটা আমি ঠিক জানি। নতুন করে আর কোন ভয় আমি নিতে চাই না। আমার নিজেরটাই যথেষ্ট।

আমি নিশ্চিত ছিলাম তার মতো একটা মানুষের প্রেমে আমি জীবনেও পড়ব না। আমি তাকে খুব ভালো করেই জানতাম, তার সমস্ত দুর্বলতা, ভীতি। অন্যরা তাকে যেভাবে প্রশংসা করছিল সেভাবে তাকে আমার প্রশংসা করা সম্ভব না।
কিন্তু ভালোবাসা হলো একটা বাধের মতো। তুমি যদি তার মধ্যে ছোট্ট একটা ফুটো করে পানি ঢুকতে দাও তাহলে কিছু সময়ের মধ্যেই সেটা বড় ফাটল হয়ে তার ভেতর দিয়ে পানির স্রোত ঢুকতে থাকবে। কেউ সেই স্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই পুরো বাধের গঠনটা ভেঙে পড়বে।

না, না, আমি কিছুতেই ভালোবাসার মধ্যে সেরকম একটা ফাটল ধরাতে চাই না। সেটা যত ছোটই হোক না কেন।

'এই একটু দাঁড়াও।'
হঠাৎ করেই আমার বন্ধু তার গানটা থামিয়ে দিয়ে বলল। আমাদের আশপাশে কয়েকটা পায়ের দ্রুত শব্দ শোনা গেল।

'চলো দ্রুত এখান থেকে চলে যাই।' সে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল।

'দাড়ান।' একজন লোক বলল। 'আপনার সাথে আমার কথা বলা দরকার।'

কিন্তু সে আরো দ্রুত সরতে লাগল।

'এখানে আমাদের করার কিছুই নেই। চলো হোটেলে ফিরে যাই।' সে বলল।

আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। টের পেলাম মাতলামির বিষয়টা অনেক আগেই কেটে গেছে। আমার মনে পড়ল বিলবাও হলো একটা সন্ত্রাসী প্রধান এলাকা। এখানে সন্ত্রাসী আক্রমণ খুব সাধারণ বিষয়। লোকজনের পায়ের শব্দ খুব কাছাকাছি চলে আসল।

'চলো এখান থেকে ভাগি।' সে আরো দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলল।

কিন্তু এর মধ্যেই দেরি হয়ে গেছে। একজন লোক মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীর ঢেকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'দয়া করে দাঁড়ান। ঈশ্বরের ভালোবাসার কসম।'

আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। চারপাশটা ভালো করে তাকাচ্ছিলাম যে কোনো ভাবে বের হওয়ার কোন রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ভাবছিলাম অলৌকিক ভাবেই যদি এই মুহূর্তে পুলিশের গাড়ি এসে উপস্থিত হতো তাহলে খুব ভালো হতো।

'দয়া করে একটু দাঁড়ান।' লোকটা আবারো বলল। 'আমি শুনেছিলাম আপনি এই শহরেই আছেন। আপনার সাহায্য আমার খুব দরকার। এটা আমার ছেলে।' লোকটা মাটিতে বসে পড়ে কাদতে শুরু করল।

'দয়া করুন, দয়া করুন।'

আমার বন্ধু লম্বা করে দম নিল। আমি লক্ষ্য করলাম সে তার মাথাটা নিচু করে চোখ দুটো বন্ধ করল। নিরবতার কয়েকটা মুহূর্ত বৃষ্টির শব্দে ভেঙে গেল। লোকটা তখনো ফুপিয়ে কেঁদে যাচ্ছিল।

'হোটেলে চলে যাও পিলার।' অবশেষে সে বলল। 'একটু ঘুমাও। আমি সকালে চলে আসব।'

সোমবার, ডিসেম্বর ৬, ১৯৯৩

ভালোবাসা হলো এক ধরনের ফাঁদ।

এটা যখন হাজির হয় তখন আমরা শুধু এর আলোটাই দেখতে পাই। এর ছায়াটা আমাদের চোখে পড়ে না।

'আমাদের চারপাশে যেই জমিনটা আছে চলো আমরা সেখানে শুয়ে পড়ি। এ গ্রহের হৃদয়ের স্পন্দনটুকু শোনার চেষ্টা করি।' সে বলল।

'তাতে করে আমার কোর্টটা ময়লা হয়ে যাবে। আমার সাথে অতিরিক্ত কোনো কাপড় নেই।' আমি বললাম।

জলপাই বাগানের পাহাড়ি উপত্যকার ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম।

বিলাবোয়ের গতকালের বৃষ্টির পর আজকের সকালের সূর্যতে আমি ঠিক মতো তাকাতে পারছিলাম না। চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল। দুই দিন আগেই যেহেতু আমি যারাগোজায় ফিরে যাব এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে এসেছিলাম ফলে আমার সাথে কোন সানগ্লাস কিংবা অন্য কিছুই সাথে করে নিয়ে আসি নি আমি।

আমার ছেলে বন্ধুটির শার্ট ধার করে পরে রাতে ঘুমিয়েছিলাম। বিলবাওতে হোটেলের কাছাকাছি একটা দোকান থেকে টি-শার্ট কিনেছি।

'তুমি আমাকে প্রতিদিন একই পোশাকে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যাবে।' আমি মজা করার জন্য বললাম।

'তুমি যে এখানে আছো তাতেই আমি খুশি।' সে বলল।

সে আমাকে যখন মেডেলটা দিচ্ছিল তখন কিন্তু ভালোবাসার কোন কথা বলে নি। তাকে বেশ হাঁস্যজ্বল লাগছে। সকালের আলোতে নিজেকে ভিজিয়ে নিয়ে সে হাটছিল।

'ঐ পারে গিয়ে তুমি কি করবে?' আমি দিগন্তের ওপারে ইশারা করে বললাম।

'পাহাড়ি উপত্যকার সেই পাশে আছে ফ্রান্স।' সে মুচকি হেসে বলল।

'আমি জানি। তুমিতো জানো ভূগোল আমার খুব ভালো করেই পড়া আছে। আমি শুধু জানতে আগ্রহি কেন আমাদের সেখানে যেতে হচ্ছে।'

সে একটু থেমে মুচকি হাসি দিল।

'এখন তুমি তোমার কৌতুহলের ঘরটার প্রতি দৃষ্টি বুলাতে পার।'

'তুমি যদি মনে করো যে তুমি একজন আবাসান ব্যবসার এজেন্ট হবে তাহলে সেটা ভুলে যাও। কারণ আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই।'

নাভারার কোনো গ্রামে কিংবা ফ্রান্সে যাওয়াতে তেমন কোন ফারাক নেই। আমি কেবল জারাগোযাতে আমার ছুটির দিনগুলো কাটাতে চাচ্ছিলাম না।

তুমি দেখলে?

আমি শুনতে পেলাম আমার মস্তিষ্ক আমাকে বলছে।

তুমি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বেশ সুখি হয়েছ। তুমি পাল্টে গেছ। যদিও তুমি সেটা বুঝতে পারছ না।

না আমি মোটেও পাল্টে যাই নি। আমি একটু হাল্কা হতে চেয়েছিলাম।

'মাটির উপর ঐ পাথরগুলো দেখো।'

পাথরগুলো একদম গোলাকার ছিল। কোন ছুচালো অংশ তার দেখা যাচ্ছিল না। সমুদ্রের নুড়ি পাথরের মতো সেগুলো লাগছিল। যদিও নাভাররার কোথাও কোনো দিন সমুদ্র দেখা যায় নি।

'শ্রমিক,তীর্থযাত্রী আর অভিযাত্রীদের পায়ের ঘর্ষণে পাথরগুলো আরো বেশি মসৃণ হয়ে গেছে। পাথরগুলো পাল্টে গেছে সাথে সাথে ভ্রমণকারীরাও পাল্টে গেছে।' সে বলল।

'ভ্রমণই কি তোমাকে এসব শিখিয়েছে?'

'না। আমি এই সব প্রত্যাদেশের অলৌকিকতা থেকে শিখেছি।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কোথাও না। চলো আজকের সকালটাকে, এই সূর্যটাকে আর এই উপত্যাকার সৌন্দর্যটুকুকে আমরা উপভোগ করি। সামনে আমাদের দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হবে।' কথাগুলো বলে সে একটু ইতস্তত করল। তারপর জিজ্ঞেস করল,'তোমার কাছে কি সেই মেডেলটা এখনো আছে?'

'অবশ্যই। আমি সেটাকে রেখে দিয়েছি।' কথাটা বলে আমি দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম।

মেডেলের বিষয়ে আমি আর কোনো কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। আমি এমন কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না যা আজকের এই সকালের অবারিত আনন্দ আর সুখি মুহূর্তটাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

❛❜ ❛❜ ❛❜

সামনে একটা গ্রাম পড়ল।

মধ্যযুগীয় কোন শহরের মতো গ্রামটা একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় ছিল। আমি অনেক দূর থেকে গির্জার গম্বুজ আর ক্ষয়ে যাওয়া একটা প্রাসাদ দেখতে পেলাম।

'চলো ঐ গ্রামটার দিকে যাই।' আমি বললাম।

তাকে খুব নিশ্চিন্ত মনে হলো। সে যাওয়ার জন্য সম্মত হলো।

পথের মধ্যে ছোট্ট একটা ধর্মশালা দেখে আমি থেমে সেখানে যেতে চাইলাম। আমি কখনো প্রার্থনা করি নি। তবে গির্জার নিরবতা আমাকে সব সময়ই আকৃষ্ট করে।

নিজেকে দোষী মনে করো না। আমি নিজেকেই বলতে থাকলাম। *সে যদি প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে সেটা তার সমস্যা।*

সে আমাকে মেডেলের বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিল। আমি জানতাম সে কেফের সেই বিষয়টা নিয়ে আবারো কথা বলতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে সে এমন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করবে যেটা আমি আসলে শুনতে চাই না।

তবে সে যদি ভাবে আমাদের এ ভালোবাসাকে আরো গভীরে নিয়ে যাওয়া উচিত সেই মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি?

হাস্যকর একটা বিষয়। আমি নিজের মনে ভাবলাম। *ভালোবাসার চেয়ে গভীর কিছুই নেই। লোকগল্পগুলোতে রাজকুমারী বেঙকে চুমু খায় আর বেঙ রাজকুমারে পাল্টে যায়। আর সত্যিকারের জীবনে রাজকুমারী যখন রাজকুমারকে চুমু খায় তখন রাজকুমার বেঙ হয়ে যায়।*

'আরো আধঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার পর আমরা সেই ছোট্ট ধর্মশালায় গিয়ে পৌঁছলাম।

একজন বৃদ্ধলোক সামনেই বসেছিল। আমরা যাত্রা শুরু করার পর এই প্রথম কাউকে দেখতে পেলাম।

'হ্যালো।' আমার বন্ধুটি বৃদ্ধলোককে বলল।

'তুমি কেমন আছ?'

'এই গ্রামের নাম কী?'

'সান মার্টিন দি আংস।'

'আংস?' আমি প্রশ্ন করে গির্জার ভেতর ঢুকতে চাইলাম।

'তুমি ভেতরে যেতে পারবে না।' বৃদ্ধ লোকটি সতর্ক করে দিয়ে বলল।

'এটা দুপুরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি ঢুকতেই চাও তাহলে আজকে চারটার দিকে আসো।'

দরজা খোলাই ছিল। যথেষ্ট আলো থাকার পরেও আমি ভেতরটা তেমন ভালোভাবে দেখতে পারলাম না।

'এক মিনিটের জন্য কি যেতে পারব না। আমি একটু প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম।' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি খুবই দুঃখিত। এটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

আমার বন্ধু বুড়ো লোকটার সাথে আমার কথাগুলো শুনল। সে কিছু বলল না।

'ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা যাই। এখানে বৃথা তর্ক করে কোনো লাভ নেই।' আমি বললাম।

সে তখনো শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তুমি কি এই গির্জাটা দেখতে চাও নি?' সে জিজ্ঞেস করল।

আমি বুঝতে পারলাম সে আমার সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নি।

সে ভেবেছিল আমি দুর্বল, ভীতু, আমি যা চাই তার জন্য সংগ্রাম করতে সক্ষম নই।'

'গতকালের কথা কি তোমার মনে আছে?' আমি বললাম। 'সে পানশালায় তুমি আমার কথাকে থামিয়ে দিয়েছিলে কারণ তুমি আমার সাথে তর্ক করতে চাও নি। আর এখন যখন আমি একই কাজ করলাম তুমি সেটা নিয়ে সমালোচনা শুরু করলে।'

বুড়ো লোকটা খুব আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। সে হয়ত এটা দেখে খুশি হচ্ছিল যে এই জায়গাটায় যেখানে প্রতিটি সকাল, প্রতিটি মুহূর্ত একই রকম এক ঘেয়ে সেখানে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

'গির্জার দরজা খোলা আছে।' সে বুড়ো লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল। 'আপনি যদি কিছু টাকা পয়সা চান তাহলে আমরা সেটা দিতে পারি। বুঝতেই পারছেন আমার বান্ধবী গির্জার ভেতরটা দেখতে চাচ্ছে।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে।' বৃদ্ধ বলল।

'ঠিক আছে তাহলে আমরা যেভাবেই হোক ভেতরে যাব।' সে আমার হাত ধরল, আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

আমার বুকটা লাফিয়ে উঠছিল। বুড়ো লোকটা হয়ত পুলিশ ডাকতে পারে, চেচামেচি করতে পারে।'

'তুমি কেন এটা করছ?'

'কারণ তুমি গির্জাটা দেখতে চেয়েছিলে।'

আমি খুব ঘাবরে গিয়েছিলাম। আমার চারপাশে কি হচ্ছে ভালোভাবে মনোযোগি দিতে পারছিলাম না।

আমার আচরণ, বৃথা তর্ক আজকের চমৎকার সকালটাকে নষ্ট করে দিল।

আমি মনোযোগ দিয়ে বাইরে কোন শব্দ হচ্ছে কিনা সেটা শোনার চেষ্টা করলাম।

বুড়ো লোকটা গ্রামের পুলিশকে ডাকতে পারে। আমি ভাবলাম। *এরা জোর করে গির্জায় ঢুকেছে। চোর! তারা নিয়ম ভেঙেছে।*

বৃদ্ধ লোকটা বলেছিল যে গির্জাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুড়ে দেখার সময় শেষ। *বুড়োটা খুবই দূর্বল অসহায়। আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিতে পারে নি। পুলিশ আমাদের উপর চড়াও হতে পারে কারণ আমরা অসহায় বুড়োকে বাধা দিয়েছি।*

গির্জার ভেতর আমি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার বন্ধুকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে আমি আসলেই গির্জাটা দেখতে চেয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর বললাম,'ঠিক আছে চলো।'

'পিলার ভয় পেয়ো না। কোন নাটক করার চেষ্টা করো না।'

বুড়োর সাথে আমার সমস্যাটা আমি কিছুতেই আমার বন্ধুর জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াক আমি কিছুতেই সেটা চাচ্ছিলাম না। আমি শান্ত থাকার চেষ্টা

পারলাম। 'নাটক করার চেষ্টা করো না বলে তুমি কি বলতে চাইছ আমি সেটা বুঝতে পারি নি।'
'কিছু লোক সব সময় অন্যের সাথে যুদ্ধ করে থাকে। কখনো কখনো সে নিজের সাথেও সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। এক ধরনের নাটক তারা তৈরি করে। নিজেদের সংকোচ আর দুঃশ্চিন্তা থেকে সেই নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখে।'
'আমি জানি অনেক লোকই সেরকম। বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছ।'
'কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অংশ হলো তারা নিজেরা নাটকটা উপস্থাপন করতে পারে না। ফলে অন্য অভিনেতাদেরকে তারা এখানে জড়িয়ে ফেলে। ঐ বুড়ো লোকটাও এমন কিছু করতে চাইছিল। সেও কোনো কিছুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমাদের সাথে এমন একটা খেলা খেলতে চাইল। তাকে সেই সুযোগ দিলে আমরাই পরাজিত হতাম।'
আমার বন্ধুর ধারনাই ঠিক। কিন্তু গীর্জার ভেতর যা ঘটল তা নিয়ে আমি খুশি ছিলাম না।
'ঠিক আছে আমার প্রার্থনা শেষ। আমি যা চেয়েছিলাম সেটা করেছি। এখন চলো।'
গির্জার ভেতরের অন্ধকার থেকে বের হয়ে বাইরের সূর্যের আলোতে আমি কিছুক্ষণ তাকাতেই পারলাম না। আলো আমার চোখে সয়ে এলে আমি বাইরে বুড়ো লোকটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না।
'চলো দুপুরের খাবার খেতে যাই।' সে গ্রামের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

❛❜ ❛❜ ❛❜

আমি দু গ্লাস মদ খেলাম দুপুরের খাবারের সময়।

জীবনেও আমি এমনটা করি নি।

আমার বন্ধুটি ওয়েটারের সাথে কথা বলছিল। ওয়েটার তাকে জানাল যে সেখানে অনেকগুলো রোমান ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তাদের কথাবার্তা আমি শোনার চেষ্টা করলাম। আমার মন খারাপ ভাবটা তখনো দূর হয় নি।

রাজকুমার বেঙ হয়ে গেছে। তাতে কি?

আমি যা অর্জন করেছি তার জন্য আমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। আমার জন্য উন্মুক্ত অনেক খোলা রাস্তা আমি পরিত্যাগ করে চলে এসেছি।

'তোমাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।' আমার বন্ধু তার কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

'হ্যাঁ আমি আসলেই একটু চিন্তা করছি। সেই বুড়োটা হয়ত পুলিশ ডাকতে গেছে। আমি মনে করি এটা খুবই ছোট একটা জায়গা। তারা সহজেই আমাদেরকে খুঁজে পাবে। এখানে দুপুরের খাবার খাওয়ার তোমার এই সাহসিকতা আমাদের ছুটিটাকেই না জানি ধ্বংস করে দেয়।'

সে পানির গ্লাসটাকে একটু ঘুরালো। সে সত্যিই জানত যে এটা কোন সমস্যাই না।

'এমন কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। বুড়ো লোকটা তার নিজের বাড়িতে চলে গেছে। সে এর মধ্যেই সব কিছু ভুলে গেছে। আমাকে বিশ্বাস করো।' সে বলল।

গর্দভ আমি সে জন্য মোটেও দুঃশ্চিন্তা করছি না। আমি মনে মনে বললাম।

'তোমার হৃদয়ের কথা আরো বেশি করে শোনার চেষ্টা করো।' সে বলল।
'হ্যা আমি সেটাই শোনার চেষ্টা করছি। আর অনুভব করছি যে আমাদের হৃদয় বলছে এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। এই জায়গাটা আমার ভালো লাগছে না।' আমি বললাম।
'দিনের বেলা তোমার মদ খাওয়া উচিত হয় নি।'
এই মুহূর্তেই আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম। আমি কি ভাবছিলাম সেটা বলার এখনই সময়।
'তুমি ভাবো যে তুমিই সব কিছু জানো।' আমি বললাম। 'সব যাদুকরি মুহূর্তের বিষয়ে তোমার ধারণা আছে। অন্তরের ভেতরের শিশু... আমি জানি না এখানে তুমি আমার সাথে কি করছ?'
আমার কথা শুনে সে হাসল। 'আমি তোমার প্রশংসা করি। তোমার হৃদয়ের সাথে যে যুদ্ধ তুমি চালিয়ে যাচ্ছ আমি তারও প্রশংসা করি।'
'কোন যুদ্ধ?'
'কিছু মনে করো না।' সে বলল।
কিন্তু আমি জানতাম সে কি বিষয় নিয়ে কথা বলছে।
'ছেলেমানুষি করো না।' আমি বললাম। 'তুমি যদি মনে করো তাহলে আমরা এই নিয়ে কথা বলতে পারি। আমার অনুভূতি নিয়ে তুমি ভুল বুঝছ।'
তার গ্লাস নিয়ে খেলা বন্ধ করে সে আমার দিকে তাকাল।
'না আমি কোন ভুল করছি না। আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো না।'
এ কথা শুনে আমি আবারো সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম।
'তারপরেও আমি তোমার ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ করে যাব।' সে বলতে থাকল।
'জীবনে এমন কিছু আছে যার জন্য শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সংগ্রাম করতে হয়।'
তার কথা শুনে আমি বাকহারা হয়ে গেলাম।
'তুমি আমার কাছে সেরকম মূল্যবান একজন।' সে বলল।
আমি মুখ ঘুরিয়ে চারপাশটা ভালোভাবে দেখে ভান করলাম যে রেস্টুরেন্টের চারপাশের সাজসজ্জার বিষয়ে আমার আগ্রহ অনেক। একটা বেঙের অনুভূতি হচ্ছিল আমার। হঠাৎ করেই আমি যেন রাজকুমারী হয়ে গেছি।
'আমার শক্ত কথার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি।' আমি বললাম।

সে একটু হাসল। ওয়েটারকে ইশারা করে কাছে ডেকে বিল দিয়ে দিল।
গাড়িতে ফেরার মুহূর্তে আমি আবারো বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। এটা হতে পারে সূর্যের জন্য। কিন্তু না এটা ছিল শরৎকাল। শরৎকালের সূর্যের ত্যাজ খুব দুর্বল থাকে। সেই বুড়ো লোকটাও হতে পারে। তবে কিছুক্ষণ আগেই সে চলে গিয়েছে।

এই সব কিছুই আমার কাছে নতুন ছিল। জীবন আমাদের কাছে খুব বিস্ময় নিয়ে হাজির হয়েছে। আর আমাদেরকে অজানার দিকে যাওয়ার ইশারা করছে। এমনকি আমরা যদি নাও চাই কিংবা আমাদের যদি কোন প্রয়োজন নাও থাকে তবুও।

আমি চেষ্টা করছিলাম আমার চারপাশের দৃশ্যগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে। কিন্তু জলাপাই বাগান, পাহাড়ের মাথার উপর সেই গ্রামটা, গির্জার প্রবেশমুখের বুড়োটা এই সব কিছু আমার কাছে খুব অপরিচিত মনে হচ্ছিল। আমি কিছুতেই মন দিতে পারছিলাম না।

একদিন আগে আমি কি পরিমান মদ খেয়েছিলাম সেটা নিয়ে চিন্তা করলাম। আমার বন্ধু কি নিয়ে তখন গান করছিল সেটা নিয়েও ভাবলাম কিছুক্ষণ।

'আচ্ছা তুমি গতকাল সেই গানটা কেন গেয়েছিলে?' আমি বললাম।

'তুমি কেন সেটা জানার জন্য এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছ?' সে বলল।

'আমি জানি না।'

আমার সত্যিই একটা কারণ ছিল। আমি জানতাম সে যে গানটা গেয়েছিল সেটা ছিল এক ধরনের প্রলোভনমূলক সংগিত। সে আমার পরিচিত একটা গান গাইতে পারত। কিন্তু সে এমন একটা গান পছন্দ করল যেটা আমি এর আগে কখনোই শুনি নি।

এটা অবশ্যই একটা ফাঁদ। কোন রেডিওতে প্রচারিত হওয়া কিংবা কোন ক্লাবে গাওয়া কোন পরিচিত গান যদি সে গাইত তাহলে আমি তাকে নিয়ে ভাবতাম, বিলবাওকে নিয়ে চিন্তা করতাম, আমার জীবনের শরতের মুহূর্তগুলোর কথা ভাবতাম যেগুলো বসন্তে পাল্টে গেছে।

সেও হয়ত তাই চিন্তা করছিল। সে খুব বিদ্বান, পন্ডিত আর অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে জানে কীভাবে মেয়েদেরকে বসে আনতে হয়।

আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি নিজেকে বললাম। *আমি একজন মদ্যপ। গত দুদিনে খুব বেশি মদ আমি খেয়েছি। সে সব ধরনের চালাকি জানে। সে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।'*

'হৃদয়ের সাথে তুমি যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছ আমি তার প্রশংসা করি।' সে এই কথাটা আমাকে রেস্টুরেন্টে বলেছিল।

কিন্তু সে ছিল ভুল। কারণ আমার হৃদয়ের সাথে যুদ্ধ করে তাকে আমি অনেক আগেই হারিয়ে দিয়েছি। আমার সীমা আমি জানি। আমি জানি কতটুকু ব্যথা আমি সহ্য করতে পারব।

গাড়িতে ফেরার পথে আমি বললাম,'কিছু একটা বলো।'

'কি বলব?'

'যা কিছু ইচ্ছে হয়। আমার সাথে কথা বলো।'

সুতরাং সে কথা বলা শুরু করল। সে আমাকে বলল কুমারী মেরীর কি উদ্দেশ্য ছিল। আমি অবশ্য জানতাম না যে কেন সে হঠাৎ করে এই বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে।

আমার অন্তরটা এর মধ্যেই শান্ত হয়ে এসেছে।

হ্যাঁ আমি আমার সীমা জানি। আমি জানি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকতে হয়।

আমরা ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে রাতে এসে পৌঁছলাম।

কুয়াশা এত ঘন ছিল যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমি কেবল ছোট্ট একটা মার্কেট, ল্যাম্বপোস্ট, পুরোনো কিছু বাড়ি দেখতে পেলাম।

'এই কুয়াশা'! সে ব্যাখ্যা করল।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন সে এত উত্তেজিত হয়ে আছে।

'আমরা এখন সেন্ট সাভিনে' সে ব্যাখ্যা করল।

এই নামে আমার কিছুই যায় আসে না। আমরা এখন ফ্রান্সে এটাই বড় কথা। ফ্রান্সে আছি এটা ভেবেই আমার খুব উত্তেজনা হচ্ছিল।

'আমরা এই জায়গাটায় কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কারণ আমি তোমাকে যে বাড়িটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা এখানে।' সে হাসতে হাসতে বলল।

গাড়ি থামিয়ে আমরা যখন নেমে আসলাম তখন সে আমার হাতটা ধরল।

আমরা কুয়াশার ভেতর দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

'অপ্রত্যাশিত ভাবেই এই জায়গাটা আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে আছে।' সে বলল।

তুমিও? আমি ভাবলাম।

'আমি প্রথম যখন এখানে আসি ভেবেছিলাম আমি হারিয়ে গেছি। কিন্তু আমি হারায় নি। আসলে আমি এটাকে আবার আবিষ্কার করলাম।'

'মাঝে মাঝে তুমি খুব হেয়ালিভরা কথা বলো।' আমি বললাম।

'এই জায়গাটাতেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমার জীবনে তোমাকে ছাড়া চলবে না।'

আমি সামনে তাকালাম। তাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।
'চলো দেখি কারো সাহায্য নিয়ে আমাদের জন্য ঘর ভাড়া করা যায় কিনা। কারণ গ্রীষ্মের সময় এই গ্রামে মাত্র দুটো হোটেল খোলা থাকে। তারপর আমরা ভালো কোন হোটেলে রাতের খাবার খাব। এখানে পুলিশের কোনো ভয় নেই, ছুটে গাড়িতে যেতে হবে না, মদ পান করতে করতে যখন আমাদের জিহ্বা হাল্কা হয়ে আসবে তখন অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলব আমরা।'
কথা শেষ হওয়া মাত্র আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।
আমি এর মধ্যেই বেশ ভারমুক্ত হয়ে গেছি। গাড়িতে চড়ে যখন আসছিলাম তখন আমি অনেক কিছু নিয়েই ভাবছিলাম। পাহাড়ি উপত্যাকার উপরের অংশ যেটা ফ্রান্সকে স্পেন থেকে পৃথক করে রেখেছে সে অংশটা যখন আমরা পার হচ্ছিলাম তখন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম তিনি যেন আমার অন্তরকে ভয় আর দুঃশ্চিন্তা মুক্ত রাখেন।

'প্রার্থনা করি কুমারি মাতা আমাদেরকে এখানে রক্ষা করবে।' সে বলল।
আমি চুপ থাকলাম।
'কেন তুমি আমিন বললে না?' সে জিজ্ঞেস করল।
'কারণ আমি মনে করি না যে এটা বলা দরকার। একটা সময় ছিল যখন ধর্ম আমার জীবনের অংশ ছিল। কিন্তু সেই সময়টা এখন পার হয়ে গেছে।'
সে ঘুড়ে গাড়ির দিকে হাঁটা দিল।
'আমি এখনো প্রার্থনা করি, তবে তাতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই।' আমি বললাম।
'কেন?'
'কারণ অনেক অনেক বিপদের মাঝে পরে খোদাকে ডেকেছি। তিনি আমার প্রার্থনা শোনে নি। কারণ আমার জীবনে অসংখ্যবার আমার হৃদয়ের সাথে আমি ভালোবাসার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেটা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ঈশ্বর যদি সত্যিই ভালোবাসা হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই অনুভূতিগুলোর তিনি দাম দিতেন।'
'ঈশ্বর হলেন ভালোবাসা। একমাত্র কুমারি মাতাই সেটা সবচেয়ে ভালোবোঝেন।'

আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম। যখন তার দিকে তাকালাম দেখলাম সে খুব সিরিয়াস চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কুমারি মাতাই সকল আত্মসমর্পণের রহস্য জানেন। তিনি আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন একই ভাবে যীশু আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করে।' সে বলল।

'যিশু হলো ঈশ্বরের সন্তান। তারা বলে কুমারি মাতা যীশুকে পেটে ধারণ করেছিল।' আমি এই কথাটা বলে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে আমি তার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি।'

আমার বন্ধু গাড়ির দরজা খুলে আমাদের ব্যাগগুলো বের করল।

আমি যখন আমার ব্যগটা নিতে গেলাম সে বলল, 'তোমার ব্যাগটা আমাকে নিতে দাও।'

দীর্ঘদিন আমার জন্য কেউ এমনটা করেনি।' আমি ভাবলাম।

আমরা প্রথম বাড়িটাতে নক করলাম। বাড়ির মহিলা বলল যে তারা কোন ঘর ভাড়া দেন না।

দ্বিতীয় ঘরে নক করে সেখান থেকে কোন উত্তর পেলাম না।

তৃতীয় ঘরটাতে একজন দয়ালু বৃদ্ধ লোক আমাদেরকে অভিবাদন জানালেন। তিনি যে ঘরটা দেখালেন সেটাতে একটা মাত্র ডাবল বিছানা। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

'আমাদেরকে বড় কোনো শহরের দিকে যেতে হবে।' আমি বললাম।

'আমরা একটা ঘর ঠিক পেয়ে যাব। তুমি কি অন্যের ক্ষমতার বিষয়ে কিছু জানো? এটা একটা গল্পের অংশ, প্রায় একশ বছর আগে একজন লেখক তার নাম হলো...' সে বলার চেষ্টা করল।

'লেখকের নাম বলতে হবে না। তাকে ভুলে যাও। তুমি গল্পটা বলো।' আমি বাধা দিয়ে বললাম। আমরা তখন সেইন্ট সেভিনের রাস্তা দিয়ে হাটছি।

69 69 69

একজন লোক দীর্ঘদিন পর তার বন্ধুর কাছে গেল।

'আমার বন্ধুকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত', সে ভাবল। কিন্তু বন্ধুকে সাহায্য করার আগেই সে জানতে পারল যে তার বন্ধু এখন অনেক ধনী হয়ে গেছে। বন্ধু তার কাছে অতীতে যে টাকা-পয়সা ধার করেছিল সেগুলো ফেরত দিতে চাইছে।

তারা অতীতে যে পানশালায় একত্রিত হতো সেখানে দেখা করল। বন্ধু সেই পানশালার সকলের জন্য পানীয় দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পানশালার লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল তার এই সফলতার মূল রহস্য কি?

বন্ধু বলল,'কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমি অন্য একজনের নির্দেশমত জীবন যাপন করেছি।'

'সেই অন্য একজন কে?'

'অন্যজন হলো এমন একজন যে আমাকে শিখিয়েছে কি পছন্দ করা উচিত। সেই একজন আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে আমাদের হাতকে ব্যবহার করে প্রচুর টাকা অর্জন করা যায় যাতে করে আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাব তখন যেন না খেয়ে ক্ষুধায় মরতে হয়। ফলে আমরা এত বেশি টাকা উপার্জনের চিন্তা করলাম যে একসময় আবিষ্কার করলাম আমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তাহলে আপনি? আপনি কে?'

'আমি অন্য সকলের মতই যারা হৃদয়ের কথা শুনতে চায়। আমি এমন একজন মানুষ যে জীবনের রহস্যময়তা থেকে রসদ জোগাড় করে এবং তাদের কি করা উচিৎ তার উৎসাহ নেয়।'

'কিন্তু জীবনেতো অনেক দুঃখবেদনা আছে।' শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলল।

'জীবনে পরাজয়ও আছে। কেউ এটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। ফলে জীবনের স্বপ্নের সংগ্রামে কিছু যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলাটাই ভালো।'

'এই তাহলে সব?' আরেকজন শ্রোতা বলল।

'হ্যাঁ এই হলো সব রহস্য। আমি এটা জানার পরই আমি যেই মানুষটা হতে চেয়েছিলাম সেটা হয়ে গেলাম। আর অন্যজন আমার ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখল। কিন্তু সেই দ্বিতীয়জনকে আমি কখনো আমার ভেতর ঢুকতে দেয় নি। এমনকি সে আমাকে ভয় দেখিয়েছে, সতর্ক করে দিয়েছে যে ভবিষ্যতের চিন্তা না করাটাই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

'দ্বিতীয় সেই লোকটাকে যখনই আমি আমার ভেতর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি তখন থেকেই আমার জীবনের যাদুকরি ক্ষমতা বেড়ে গেছে।'

" " "

যদিও আমার বন্ধু অনেক কাল আগেই তার সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে ত্যাগ করেছে তারপরেও সে তেমন সৌভাগ্য লাভ করতে পারে নি। কারণ আজকের রাতে আমাদের থাকার জন্য সে একটা ঘর পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারে নি।

আমার বন্ধু যে গল্পটা বলল আমি জানি সেটা সে তার নিজের জন্য বলেনি বরং সে গল্পটা আমার জন্যই বলেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আমার ভয়, অনিরাপত্তাসহ আরো অনেক বিষয়ে কথা বলতে চায়, কারণ আগামীদিন হয়ত সেগুলোর অনুপস্থিতিতে আমি বিপদে পড়ব।

ঈশ্বর পাশা খেলার বোর্ডটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিলেন। তিনি জানতেও চাইলেন না আমরা এই খেলাটা খেলতে চাই কি না।

তুমি যদি চলে যাও, কিংবা তোমার প্রেমিকা, বাসা, স্বপ্ন সব কিছু ছেড়েছুরে দাও কিংবা এই সব কিছুই সাথে করে রাখো তাতেও ঈশ্বরের কিছু যাবে আসবে না।

ঈশ্বর তোমার পরিকল্পনা কিংবা তোমার প্রত্যাশার বিষয়ে জানতে আগ্রহি না।

কোনো ভাবে তিনি পাশা খেলার মঞ্চ তৈরি করেছেন আর তোমাকে পছন্দ করেছেন খেলোয়াড় হিসেবে।

এর পর থেকেই বিজয়ী হওয়া কিংবা পরাজিত হওয়া হলো তোমার একমাত্র ললাট লিখন।

ঈশ্বর পাশা খেলার বোর্ডটা ছুড়ে মেরেছেন আর তার খাচা থেকে মুক্ত করেছেন ভালোবাসাকে।

যেহেতু ভালোবাসা এখন স্বাধীন তাই মুক্ত বাতাসের ইচ্ছে অনুযায়ি সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে কিংবা ধ্বংস করতে পারে।

সেই মুহূর্ত থেকে বাতাস আমার বন্ধুর পক্ষেই ঘুড়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বাতাসও ঈশ্বরের মতো হেয়ালি আচরণ শুরু করল। আমার হৃদয়ের গভীরে হঠাৎ করেই আমি কিছু একটা নড়ন চড়নের টের পেলাম।

অবশেষে ভাগ্য চাইল যে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির গল্পটা সত্য হোক; আর মহাবিশ্বতো সব সময়ই যে স্বপ্ন দেখে তার পক্ষে ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে- ফলে আমরা রাতে থাকার জন্য পৃথক বিছানার একটা ঘর পেয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকে আমার প্রথম কাজ হলো গোসল করা, কাপড়গুলো ধুয়ে ফেলা, নতুন শার্টটা পরা।

এসব কিছু শেষ করার পর নিজেকে অনেকটা ভারমুক্ত আর নিরাপদ লাগল আমার কাছে।

বাড়ির মালিক দম্পত্তির সাথে রাতের খাবার খেয়ে আমরা একটা মদের বোতল চাইলাম। কোট পরে দুটো গ্লাস ধার করে বাইরে বের হয়ে আসলাম।

'চলো ঐ কুয়োটার পারে গিয়ে বসি।' আমি বললাম।

আমরা সেখানে বসলাম। একটু মদ খেয়ে শীত আর আমাদের ভেতর স্বাভাবিক যে জড়তা তৈরি হয়েছিল সেটা দূর করার চেষ্টা করলাম।

'মনে হচ্ছে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তোমাকে পেয়ে বসেছে। তোমার ভেতর থেকে উৎফুল্ল ভাবটা এখন নেই।' আমি মজা করে বললাম।

সে হাসল। 'আমরা জানতাম একটা ঘর আমরা খোঁজার চেষ্টা করলে পাবই। এই মহাবিশ্ব সব সময় আমাদের স্বপ্নকে খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে। সেগুলো যত হাস্যকরই হোক না কেন। আমাদের স্বপ্নগুলো একমাত্র আমাদেরই। সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি রকম পরিশ্রম করতে হবে সেটাও শুধু আমরাই জানি।'

রাস্তার হলুদ আলোতে কুয়াশাগুলো হলুদ হয়ে ঝুলে ছিল। এত ঘন কুয়াশার কারণে আমাদের থাকার বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল না।

আমি দীর্ঘ একটা শ্বাস নিলাম। আমাদের আলোচনার বিষয়টা কিছুতেই আমি তারাতে পারছিলাম না।

'ভালোবাসার বিষয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে।' আমি বললাম। 'তুমিতো জানো গত কয়েকটা দিন আমি এখানে কীভাবে কাটিয়েছি। বিষয়টা তুমিই শুরু করেছে। আমি এখন এক মুহূর্তও এটা নিয়ে চিন্তা না করে থাকতে পারছি না।'

'ভালোবাসায় পরা সত্যিকার অর্থেই খুব ঝুঁকিপূর্ণ।' সে বলল।

'আমি এটা জানি।' আমি উত্তরে বললাম। 'ইতোপূর্বে আমি প্রেমে পড়েছিলাম। এটা একধরনের মাদকতা। প্রথমে নিজেকে সপে দেয়ার মত একধরনের আনন্দ আসবে। তারপর দিন তুমি আরো বেশি কিছু চাইবে। যদিও তুমি আসক্ত হবে না কিন্তু সেই আনন্দটা তুমি বারবার চাইবে, তোমার মনে হবে তুমি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। প্রথম প্রথম যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে দুই মিনিট মনে রাখবে আর দুই ঘণ্টা ভুলে থাকবে।

কিন্তু যখন তুমি এই লোকটার সাথে অভ্যস্ত হতে শুরু করবে আর তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে তখন দিনে দুই মিনিট তুমি তাকে ভুলে থাকবে আর দুই ঘণ্টা তাকে মনে রাখবে। একটা সময় যখন সে কাছে থাকবে না তুমি নিজের ভেতর এক ধরনের পাগলামি আসক্তি টের পাবে।'

'কি বিপদজনক ভাবে তুমি এটা ব্যাখ্যা করলে।' সে বলল।

'হ্যাঁ সে জন্য তাদেরকেই শুধু ভালোবাসা উচিত যারা সব সময় আমাদের কাছেই থাকবে।' আমি বললাম।

সে কুয়াশার উপর দিয়ে অনেক দূরে তাকাল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে সে এই বিষয়ে আর কথা বলতে চায়।

আমি এভাবেই শিখেছিলাম। এ ছাড়া আমার আর কোন বিকল্প পথ ছিল না।

আমি ভাবলাম ভালোবাসাবাসির এই বিষয়টা আপাতত বন্ধ হয়ে গেল। তার মনের পরিবর্তনের জন্য তার সাথে তিন দিন থাকাটাই যথেষ্ট।

আমি একটু কষ্ট পেলেও মনটা একটু হাল্কা হয়ে এসেছে।

আমি কি সত্যিই এটা চেয়েছিলাম? আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু আমি এর মধ্যেই ভালোবাসার ঝড়টা টের পাচ্ছিলাম।

আমি অনুভব করতে পারছিলাম আমার বাধে ফাটল ধরে যাচ্ছে।
আমরা কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা না করেই মদ খেতে থাকলাম। যে বাড়িতে আমরা উঠেছি সে বাড়ির দম্পত্তিকে নিয়ে কথা বললাম। আমার বন্ধু এই শহরটা যে দরবেশের নামে হয়েছে তার বিষয়ে আমাকে বলল। সে এই শহরের চার্চগুলো নিয়ে আরো অনেক পৌরাণিক কাহিনি আমাকে বলল।
'তোমাকে বেশ আনমনা আর চিন্তিত দেখাচ্ছে।' সে একটা মুহূর্তে এসে থেমে বলল।
হ্যাঁ আমার মনটা সত্যিই অস্থির হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছিল। আমি আশা করছিলাম এখানে কেউ একজন আমার সাথে থাকুক যে আমার হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে দিতে পারে। পরের দিন তাকে আমি হারিয়ে ফেলব এমন কোনো ভয় না পেয়েই আমি যার সাথে সময় কাটিয়ে দিতে পারব। সময় খুব ধীর গতিতে এগুচ্ছিল।
আমরা কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকলাম। কারণ আমরা জানি আমাদের জীবনের জন্য পরের মুহূর্তগুলোতে কি কথা আমাদেরকে বলতে হবে।
কোনো কঠিন কথা কিংবা গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে আমি মোটেও ভয় পাচ্ছিলাম না।

❛❜ ❛❜ ❛❜

আমরা সেখানে চুপচাপ বসেছিলাম। নিরবতাটাই যেন আমাদের জন্য একটা ইশারা ছিল।

এই প্রথমবারের মতো আমাদের বলার মত কিছু ছিল না। বিষয়টা আমি লক্ষ্য করলাম যখন দেখলাম যে আমার বন্ধু আরেকটা মদের বোতল আনার জন্য উঠে দাড়াল।

আবার নিরবতা।

কিছুক্ষণ পর তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

সে কুয়োটার দিকে আসছে যেখানে আমরা গত এক ঘণ্টা ধরে বসে মদ খেয়েছি আর শূন্য চোখে কুয়াশার দিকে তাকিয়েছিলাম।

এই প্রথমবারের মতো আমরা দুজন দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম।

আমাদের এই নিরবতাটা অন্যান্য সময়ের নিরবতার মতো ছিল না।

আজকের এই নিরবতা সে নিজেই কথা বলছিল।

নিরবতাটা এমন ছিল যেন সে বলছে যে আমাদের একে অপরকে আর কোনো কিছুই ব্যখ্যা করার দরকার নেই।

তার পায়ের শব্দটা থেমে গেল। সে আমার দিকে তাকাল। মনে হলো যেন সে কুয়োর পারে কুয়াশার মধ্যে রাস্তার বাতির আলোয় খুব সুন্দরী একজন তরুণীকে অবাক হয়ে দেখছে।

প্রাচীন ঘর বাড়ি, একাদশ শতাব্দীর গির্জা, আর নিরবতা।

আমি যখন কথা বলার চিন্তা করলাম এর মধ্যে দ্বিতীয় মদের বোতলটা অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে।

'আজকের সকালেই আমি বুঝতে পারলাম যে আমি একজন বেশ ভালো মদ্যপায়ী। আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মদ খাচ্ছি। গত এক বছরেও আমি যেটুকু মদ খায় নি গত তিনদিনে তার চেয়ে বেশি মদ খেয়েছি।'

সে কিছু না বলে আমার মাথার চুলগুলো নিয়ে একটু নাড়ানাড়ি করল। মাথাটাকে না টেনে নিয়ে আমি তার স্পর্শটা মেনে নিলাম।

'আমি তোমাকে সর্বশেষ যখন দেখলাম তার পর থেকে তোমার জীবনের বিষয়ে আমাকে বলো।' আমি বললাম।

'বলার মতো তেমন কোন রহস্যময় কিছু নেই। আমার পথ সবসময় এখানেই ছিল।'

' তোমার পথ কোনটা?'

'কারো একজনের ভালোবাসা খুঁজে বেড়ানো।'

সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর বলল,'ভালোবাসার পথ সত্যিই খুব জটিল।' কথা শেষ করল।

' কেননা সেই পথ দিয়েই আমরা স্বর্গে কিংবা নরকে যেতে পারি।'

আমি নিশ্চিত ছিলাম না সে এই কথা বলে কি আমাদেরকে ইংগিত করছিল কি না।

সে আর কোনো উত্তর দিল না। সম্ভবত সে সমুদ্রের গভীর কোনো নিরবতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু মদ আমার জিহ্বাকে ক্রমশই আরো ভারি করে দিচ্ছে। আমাকে কথা বলতেই হবে।

'তুমি বলেছিলে এই শহরের কিছু একটা তোমরা কার্যক্রমকে পাল্টে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ আমি সেটাই মনে করি। তবে আমি একদম নিশ্চিত না। আর সে জন্যই আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।'

'এটা কি সেই ধরনের কোনো কিছু?'

'না। এটা হলো এক রকমের আত্মসমর্পণ। যাতে করে সে আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে সাহায্য করবে।'

' কে সে?'

'কুমারি মাতা।'

কুমারি মাতা! আমার এটা জানা উচিত ছিল। আমি খুবই অবাক হলাম। তার এত কালের ভ্রমণ, তার শিক্ষা, নতুন নতুন সব দিগন্ত তাকে কিছুতেই তার শিশুকালের ক্যাথলিক বিশ্বাস থেকে মুক্ত করতে পারে নি।

'আমি খুব অবাক হচ্ছি যে এত কাল পরেও তুমি সেই বিশ্বাসটা এখনো ধরে রেখেছ।' আমি বললাম।

'আমি এই বিশ্বাসটা ধরে রাখি নি। আমি এটাকে হারিয়ে ফেলেছি, আবার পুনরুদ্ধার করেছি।'

'কিন্তু এই কুমারিত্বে বিশ্বাস? অসম্ভব আর কল্পনাপ্রসূত বিষয়ে? তুমি কি জীবনে কখনো সেক্স করো নি?'

'ঠিক আছে শান্ত হও। শোনো আমি অনেক মেয়ে মানুষের প্রেমে পড়েছি।' আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম তার এই কথাতে আমি একটু ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের যুদ্ধটা সব কিছু স্বাভাবিক করে দিল।

'কেন এই কুমারি মরিয়ম? সে কেন অন্য মেয়েদের মতো আমাদের কাছে একজন স্বাভাবিক নারী হয়ে আসে না?'

সে বোতলের সবশেষ মদের ফোটা টুকু গলায় ঢেলে আমাকে বলল আমি তাকে অন্য কোথায় নিয়ে যাব কিনা?

আমি বললাম না।

'আমি তোমার কাছে কি উত্তরটা চাইতে পারি। যখন আমরা কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করি তখনই তুমি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করো।'

'মেরি মাতা অত্যন্ত স্বাভাবিক মেয়ে ছিলেন। তার আরো অন্যান্য সন্তান ছিল। বাইবেল আমাদেরকে বলে যে যিশুর আরো দুইজন ভাই ছিল। মেরি মাতা আশীর্বাদের এক নতুন প্রজন্ম শুরু করতে চেয়েছিলেন।'

'তিনি নিজের ভাগ্যটাকে মেনে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছেন। আর তিনি পাল্টে গেছেন এক নতুন মহান মা মেরিতে।' সে কথা শেষ করল।

আমার বন্ধু আসলে কি বলতে চাইছিল আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

' সে হলো ঈশ্বরের নারী রূপ।'

আমার বন্ধু প্রচণ্ড আবেগে আর বেশ শব্দ করেই তার কথাগুলো বলছে।

'একজন দেবী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন আমার বন্ধু পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

'এই কুমারি মাতাই বা কে? আর দেবীটাই বা কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এটা ব্যাখ্যা করা এত সহজ না।' সে গরগর করে একটু পরিষ্কার ভাষায় বলার চেষ্টা করল। 'আমার কাছে কিছু লিখিত কাগজ আছে। তুমি যদি চাও তাহলে সেটা পড়তে পারো।'

'আমি এখনই এটা পড়তে চাই না। আমি চাই তুমি এটা ব্যাখ্যা করো।' আমি বেশ দৃঢ় ভাবেই বললাম।

সে মদের বোতলটা ভালোভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। এর ভেতর এক ফোটা মদও ছিল না। আমরা দুজনেই ভুলে গেলাম কেন আমরা এখানে এসেছিলাম।

'বলো। চুপ থেকো না।' আমি আবারো তাগাদা দিলাম।

'মেরি মাতার প্রতিক হলো পানি। যেমন আমাদের চারপাশ ঘিরে রাখা এই কুয়াশা। দেবি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এই পানি ব্যবহার করেন।'

আমি তারপরেও বুঝতে পারছিলাম না আমার বন্ধু কি বলতে চাইছে।

'আমি তোমাকে কোন ইতিহাস বলতে চাই না। তুমি যদি ইতিহাস জানতে চাও তাহলে আমার কাছে বই আছে। সেগুলো পড়তে পারো। কিন্তু তোমার জানা উচিৎ যে এই পবিত্র কুমারি মাতা মরিয়ম, পবিত্র আত্মা এই পৃথিবীর চেহারায় সব ধর্মের ভেতর দিয়েই আছেন। তিনি হয়ত বিস্মৃত হয়েছেন কিন্তু তার অনুসারীরা, তার এক শতাব্দি থেকে আরেক শতাব্দি এক সহস্রাব্দ থেকে আরেক সহস্রাব্দ, এমনকি বর্তমান পর্যন্ত নিজেদেরকে রক্ষা করে চলেছে।'

'ঈশ্বরের একটা চেহারা আসলে নারীরই চেহারা।'

আমি তার মুখটাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম। তার চোখ দুটো চকমক করছিল। আমাদের চারপাশে ঘিরে রাখা কুয়াশার দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

'পানি কেন ঈশ্বরের নারী রূপ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি জানি না। কিন্তু মেরি মাতা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য পানিকেই বেছে নিয়েছিলেন। এটা হতে পারে পবিত্র কুমারি মাতা হলো জীবনের

উৎস। আমরা পানি থেকেই উৎপত্তি লাভ করি, তারপর নয়টা মাস পানির মধ্যেই থাকি। পানি হলো নারীর শক্তির প্রতীক।'

আমার বন্ধু কিছুক্ষণের জন্য থামল।

তারপর আবার বলা শুরু করল।

'সমস্ত ধর্মে সমস্ত প্রথায় তিনি নিজেকে নানা রূপে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমি একজন ক্যাথলিক হিসেবে তাকে কুমারি মরিয়ম হিসেবে চিনতে পেরেছি।'

সে আমার হাত ধরল। আমরা পাঁচ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে সেইন্ট সেভিন শহরের বাইরে চলে আসলাম।

আমাদের চারপাশে অন্ধকার আর কুয়াশা ভালোভাবে জেকে বসল।

আমি ভাবতে শুরু করলাম যে আমি মায়ের গর্ভের ভেতর পানিতে হুটোপুটি খাচ্ছি। যেখানে সময় আর চিন্তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সে যা কিছু আমাকে বলেছে সেটা শুধু মাত্র চেতনা তৈরি করার জন্য।

আমি সম্মেলনের সেই মহিলাটার কথা মনে করার চেষ্টা করলাম। চিন্তা করলাম অল্প বয়স্ক সেই তরুণীটার কথা যে আমাকে বলেছিল পানি হলো দেবী মাতার প্রতীক।

❛❜ ❛❜ ❛❜

'এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে একটা জঙ্গল গুহা আছে'। আমার বন্ধু আমাকে বলল।

'সেই গুহার পাশে ১৮৫৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি একজন তরুণী বালিকা আরো দুটো শিশুর সাথে খড়ের আটি বাঁধছিল। কিশোরীটি খুবই পাতলা আর শ্বাসরোগী ছিল। দরিদ্রপরিবারে বাস করত। সেই শীতের কালে একদিন ছোট্ট একটা ঝর্ণা পার হওয়ার সময় মেয়েটা খুব ভয় পাচ্ছিল। এই জন্য যে যদি সে পানিতে পড়ে যায় তাহলে এই শীতে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। এই মুহূর্তে অসুস্থ হলে চলবে না। কারণ সে মেষবালিকা হিসেবে যা উপার্জন করে সেটা তার পরিবারের জন্য খুব দরকার।

'একদিন সাদা পোশাক পরে হাতে দুটি সোনার গোলাপ ফুল নিয়ে একজন দেবি নারী তার সামনে আবির্ভূত হলো। নারীটি তখন ছোট্ট মেয়েটার সাথে এমন ভাবে আচরণ করল যেন মেয়েটা একজন রাজকুমারি। সেই নারী মূর্তিটি কিশোরীকে আরো বলল যে সে এই জায়গায় তার সাথে দেখা করার জন্য আবারো আসবে।'

'কিশোরী মেয়েটার সাথে আরো যেই বাচ্চারা ছিল তারা গ্রামে এসে এই খবরটা সব জায়গায় ছড়িয়ে দিল। ফলে এই ঘটনার জন্য কিশোরী মেয়েটাকে কঠিন একটা অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হলো।

কিশোরীকে গ্রামের কর্তৃপক্ষ বন্দি করে পুরো ঘটনা জানতে চাইল। তারা মেয়েটাকে আরো বলল সে যেন ঐ অলৌকিক যাদুকরি নারীটাকে আবারো উপস্থিত হতে বলে তাকে ভালো কিছু দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

'অল্প কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামের লোকজন মেয়েটার পরিবারকে এই বলে উপহাস করতে লাগল যে মেয়েটা একটা বানানো কিচ্ছা কাহিনি নিয়ে এসে তাদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।'

'কিশোরী মেয়েটার নাম ছিল বারনাদেত। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না আসলে সে কি দেখে ছিল। তার বাবা মা উদ্বিগ্ন হয়ে মেয়েটাকে গ্রামের পুরোহিতের কাছে নিয়ে গেল।'

'পুরোহিত বলল যে সেই অলৌকিক নারী যখন আবার আসবে তখন মেয়েটা যেন সেই নারীর নামটা জেনে নেয়।'

'বারনাদেতকে যেমনটা বলা হয়েছিল সে তেমনটাই করল। সে যখন অলৌকিক নারীকে নাম জিজ্ঞেস করল তখন সেই নারী উত্তরে কিছু না বলে কেবল মুচকি হাসল।'

'এইভাবে সেই অলৌকিক দেবী মূর্তি যতবারই বারনাদেতের কাছে এসেছে ততবারই কিছু না বলে চুপ থেকেছে। একদিন সেই দেবি নারী মূর্তি বারনাদেতকে বলল মাটিতে চুমু খেতে।'

'বারনাদাতকে যা বলা হলো সে তাই করল। মাটিতে চুমু খাওয়ার পর সেই নারী তাকে গুহার মধ্যে একটা ছোট্ট গর্ত করতে বলল। মেয়েটা তাই করল। তখন সেই গর্ত দিয়ে পানি উঠতে শুরু করল।'

'নারী মূর্তি তাকে গর্তের পানি খেতে বলল। মেয়েটা একবার দুইবার তিনবার হাত দিয়ে পানি তুলে খাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কারণ পানিটা খুব নোংরা ছিল। অবশেষে সে পানিটা খেল।'

' মেয়েটা যেখানে গর্ত খুড়েছিল সেখান দিয়ে আরো পানি প্রবাহিত হতে থাকল। একজন এক চক্ষু অন্ধলোক সেই পানির গর্তের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখান থেকে পানি তুলে নিজের মুখ আর চোখের উপর ছিটিয়ে দিল। সাথে সাথে অন্ধ লোকটির চোখদুটো ভালো হয়ে গেল।

'আরেকবার শুন্য ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রা চলে যাওয়ার কারণে প্রচণ্ড শীতে এক মহিলার নতুন জন্ম নেওয়া শিশুটা মরে যাবার উপক্রম হলো। তখন সেই পানি থেকে শিশুটিকে পান করালে শিশুটি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেল।'

'আস্তে আস্তে এই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ সেই পানির কাছে আসতে থাকল।'

'বারনাদাত নামের সেই মেয়েটাও বারবার দেবি মূর্তিকে তার নাম জিজ্ঞেস করতে থাকল। কিন্তু দেবী মূর্তি নাম বলল না।
'একদিন সেই দেবী মূর্তি বারনাদাতের দিকে তাকিয়ে বলল আমি হলাম নিষ্কলঙ্ক কুমারি নারীর অবয়ব।'
' মেয়েটা এতেই খুশি হয়ে গ্রামের সেই পুরোহিতের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলল।'
'এটা হতে পারে না।' পুরোহিত বলল। কারণ কেউ একই সময়ে গাছ আর গাছের ফল হতে পারে না। তুমি সেখানে আবার যাও আর এই পবিত্র জল তার উপর ছিটিয়ে দাও।'
'যাই হোক পুরোহিত খুবই দুঃশ্চিন্তায় ছিল। কারণ তার মতে ঈশ্বরই প্রথম থেকে আছে। সেই ঈশ্বর তিনি একজন পুরুষ ছাড়া আর কেউ নন।'
এতটুকু বলে সে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকল।
'বারনাদাত সেই পবিত্র জল দেবীমূর্তির উপর ছুড়ে মারল।'
'দেবী মূর্তি কিছু না বলে কেবল মিটিমিট হাসলেন।'
'জুলাইয়ের ষোল তারিখ সেই দেবী মূর্তি শেষবারের মতো মেয়েটার কাছে আসল। বারনাদাত বুঝতেও পারল না যে সেই নারী মূর্তি ঝর্ণার আশপাশে গ্রামের যে সমস্ত বাসিন্দারা বসবাস করত তাদের ভাগ্যটাকেই পাল্টে দিয়ে গেছে। সেই ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকল, সাথে সাথে একের পর এক অলৌকিক ঘটনাও ঘটতে থাকল।'
'ঘটনাটা প্রথমে ফ্রান্স থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। সেই শহরটা আরো উন্নত হলো। চারপাশে ব্যবসা বাণিজ্যের রমরমা কারবার শুরু হলো।
'বারনাদাত নামের সেই মেয়েটা মারা গেল। তাকে সেই ঝর্ণার একটু দূরে সমাহিত করা হলো। অবশ্য এটা জানা গেল না যে কীভাবে সে মারা গেল।'
'পানির সেই প্রবাহ আজো বয়ে যাচ্ছে আর রোগ মুক্তির ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে।'
আমি কাছেই কিছু একটার শব্দ শুনতে পেলাম। খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি। কিন্তু আমার বন্ধুকে দেখে মনে হলো না যে সে কোন ভয় পেয়েছে। এই যে আমাদের চারপাশের এই কুয়াশা এর এখন জীবন আছে এর ভেতরে গল্প আছে।

আমার বন্ধু যা কিছু আমাকে বলেছে সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করছিলাম। আমি ভাবছিলাম কীভাবে সে এত কিছু মনে রেখেছে।

ঈশ্বরের নারী রূপটি নিয়ে আমি ভাবতে থাকলাম।

আমার পাশে যে পুরুষটি বসে আছে তার ভেতরের আত্মাটা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে পূর্ণ। সে এখন সংশয়ে আছে। কিছু কাল আগেও চিঠিতে সে আমাকে জানিয়েছিল যে সে ক্যাথলিক সেমিনারিতে ঢুকতে চাচ্ছে আর এখন সে ঈশ্বরের নারী অংশটাকে বিশ্বাস করছে।

আমার বন্ধুটি একদম চুপচাপ বসে ছিল।

আমি তখনো অনুভব করছিলাম যে আমি সময় আর কাল অতিক্রম করে পৃথিবী মাতার গর্ভের ভেতর বসে আছি।

আমার বন্ধুটি কথা বলা শুরু করল।

'সেই মেয়েটাকে নিয়ে এখানে দুটো বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এক হলো মেয়েটা যেখানে বসবাস করত সেই জায়গাটাতে উদ্বাস্তু আর প্রাচীন লোকদের বসবাস ছিল। সেই দেবীই ছিল তাদের একমাত্র উৎসর্গের বিষয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই দেবীকে স্রষ্টার নারী রূপ হিসেবে তারা পুজো করে আসছিল, তার ভালোবাসা মাহাত্মকে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল।'

'দ্বিতীয়টি হলো এই মেয়েটার সাথে আরো বড় কিছু ঘটল। ভেটিকান সিটি থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লোকজন এসে দেখা করল। বারনাদাতের সাথে কি কথা হলো এটা কেউ বলতে পারে না। এটি রহস্যময় হয়েই থাকল।'

কথা শেষ করে আমার বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ থাকল।

'এই সব কিছু নিয়ে তোমার পরিকল্পনা কি? তুমি কী করতে চাও?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি তারই অনুসারি। আমি তার মাধ্যমেই সব কিছু শিখেছি।'

তার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল তার সমস্ত জ্ঞানের উৎস হলো এই নারী।

'তুমি কি তাকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

আমরা হোটেলে ফিরে আসার জন্য গির্জার পথ ধরে হাঁটা দিলাম।

আমি রাস্তার বাতির আলোতে কুয়োটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে কুয়োর দেয়ালের উপর মদের বোতল আর দুটো গ্লাস পড়ে আছে।

'খুব মিষ্টি কোমল হৃদয়ের দুজন তরুণ তরুণি সেখানে বসেছিল।' আমি ভাবলাম। *'চারপাশের নিরবতা তাদেরকে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তাদের হৃদয়ের সব কথা যখন বলা শেষ হয়ে গেল তখন তারা মহান রহস্য নিয়ে একে অপরে ভাগাভাগি শুরু করল।'*

আমি বুঝতে শুরু করলাম যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা মুখোমুখি হচ্ছি আমি। আমাকে এই রহস্যের সবটাই জানতেই হবে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি জারাগোজায় আমার শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম।

আমার মনের মানুষটাকে নিয়ে ভাবতে থাকলাম যাকে আমি সব সময় আমার জীবনে প্রত্যাশা করেছি।

কিন্তু সব কিছুই কেমন সেইন্ট সেভিনের কুয়াশার রহস্যে অনেক দূরে হারিয়ে যাচ্ছে।

'তুমি কেন আমাকে বারনাদাতের এই গল্পটা বললে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি আসলে জানি না কেন বলেছি।' সে আমার মুখের দিকে সরাসরি না তাকিয়েই বলল। 'এটা হয়ত এই জন্য বলেছি যে তুমি আর আমি খুব দূরে নই। কিংবা কালকের পরের যে দিনটা আসছে সেই দিনটাও এক নিষ্কলঙ্ক কল্পনাপ্রসূত বিশ্বাস। অথবা আমি তোমাকে এটা এজন্য বলেছি যে আমি

তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম আমার জগৎটা ততটা নির্জন, একাকী আর ক্ষেপাটে না যতটা দেখে মনে হচ্ছে। পৃথিবীতে আরো অনেকে আছে যারা এই পৃথিবীরই অংশ তারাও নিজেরা যা বলে সেটাই বিশ্বাস করে।'

'আমি কখনোই বলি নি যে তোমার জগৎটা খুব পাগলাটে। আমি বলতে চাই এখানে আমি আমার জীবনের খুবই কঠিন একটা সময় পার করছি। কারণ আমার নিজের পড়ালেখার বই আর কোর্সের দিকে আমাকে মনোযোগ দিয়ে সময়টা পার করতে হচ্ছে। যেটা আমাকে কিছুতেই এখান থেকে বের হতে সাহায্য করছে না। এটা আমি খুব ভালো বুঝে গেছি।'

আমি বুঝলাম আমার বন্ধু এটা জেনে আস্বস্ত হলো যে আমি তাকে বুঝতে পেরেছি।

আমি আশা করছিলাম আমার বন্ধু দেবীদের বিষয়ে আমাকে আরো অনেক কিছু বলবে।

কিন্তু সে তেমন কিছু না বলে আমার দিকে ঘুড়ে তাকাল। তারপর বলল,'চলো ঘুমাতে যাই। আজকে আমরা প্রচুর মদ খেয়েছি।'

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৭, ১৯৯৩

" " "

বিছানায় সে সরাসরি ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি দীর্ঘ সময় জেগে থাকলাম। জেগে জেগে কুয়াশা, মদ, আমাদের কথোপকথনের বিষয়ে ভাবছিলাম। স্রষ্টা একই সাথে পিতা ও মাতা এই চিন্তাটা আমাকে ক্রমশই ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। ঈশ্বর কি তাহলে সত্যিই আছেন?

একটু পরে আমি বাতি জালিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকলাম।

আমরা যখন চুপচাপ ছিলাম তখন আমি দেখছিলাম আমি তাকে কত কাছ থেকে অনুভব করছি।

আমাদের দুজনের কেউ কিছুই বলছিলাম না।

ভালোবাসা কোনো কিছু নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। নিজেকে বলার জন্য ভালোবাসার নিজের ভাষা আছে।

সেই রাতে কুয়োর পাশে নির্জনতাটুকু আমার হৃদয়কে আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। যাতে করে আমরা একে অপরকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি।

আমার হৃদয় আরো কাছ থেকে শুনছিল সে কি বলছে।

ঘুমানোর আগে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার বন্ধু যে অন্য আরেক মানুষের চর্চা করতে বলেছিল আমি সেটা করা শুরু করব।

'আমি এই যে ঘরে শুয়ে আছি' আমি ভাবলাম। 'আমার পরিচিত পরিবেশ থেকে অনেক দূরে, এবং এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছি যে বিষয়ে আমি কখনোই আগ্রহি ছিলাম না, আর আজকে ঘুমাচ্ছি এমন এক শহরে যে শহরে আমার সারা জীবনেও কোন দিন পা পড়ে নি। আমি ভান করতে পারি অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভান করতে পারি যে আমি ব্যতিক্রম। সব কিছু থেকে ব্যতিক্রম।'

আমি তখন সেই মুহূর্তটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম।

আমি সুখি হতে চাই। আরো ক্ষেপাটে, আরো আনন্দপূর্ণ হৈচৈ করে জীবনটা পার করতে চাই, প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে জীবনের পানীয় পান করতে চাই। আমি যা চাই তার জন্য আমি যুদ্ধ করতে সক্ষম।

এমন একটা মানুষকে ভালোবাসি যে আমাকে ভালোবাসে।

আমি অনুভব করলাম আমার অন্তর ঈশ্বর কিংবা দেবির আলোয় আলোকিত হচ্ছে যাদের উপর থেকে এক সময় আমার বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল। আর আমি আরো অনুভব করছিলাম আমার ভেতরের সেই অন্যজন আমার শরীরকে ছেড়ে ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ভালোবাসা সব সময় নতুন। একবার, নাকি দুইবার নাকি কয়েক ডজন বার আমরা জীবনে প্রেমে পড়লাম সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় একদম নতুন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হই।

ভালোবাসা আমাদেরকে স্বর্গে পাঠাতে পারে আবার নরকেও পাঠাতে পারে। এটা আমাদেরকে কোথাও না কোথাও নিয়ে যাবেই। আমরা কেবল ভালোবাসাকে গ্রহণ করব। কারণ এটা আমাদের অস্তিত্বকে সদা প্রফুল্ল করে।

কোনভাবেই ভালোবাসাকে ছাড়া যাবে না।

আমরা যদি ভালোবাসাকে ছেড়ে দেই কিংবা প্রত্যাখ্যান করি তাহলে আমরা ক্ষুধায়, জীর্ণতায় মারা যাব। কারণ ভালোবাসাকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো জীবন থেকে উৎফুল্লতাকে ত্যাগ করা।

ভালোবাসাকে আমরা যেখানেই পাব সেখানেই এটাকে গ্রহণ করতে হবে, এমনকি যদি সেটা কয়েক মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন কিংবা সপ্তাহের দুঃখের মুহূর্তও হয় তবুও সেটাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।
যেই মুহূর্ত থেকে আমরা ভালোবাসাকে খুঁজতে থাকব সেই মুহূর্ত থেকে ভালোবাসাও আমাদেরকে খুঁজতে থাকবে।
তারপর আমাদেরকে রক্ষা করবে।

যখন আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন আমাকে ছেড়ে গেল তখন আমার অন্তর আমার সাথে কথা বলা শুরু করল।
হৃদয় আমাকে বলল যে বাধের মধ্যে যখন ফাটল দেখা দেয় তখন পানি সেখান থেকে ছিটকে বের হয়ে আসে, চারপাশে বাতাস বইতে থাকে। হৃদয় এখন এই জন্য খুশি সে যা কিছু বলতে চাইছে আমি তা শুনছি।
আমার হৃদয় বলল যে আমি প্রেমে পড়েছি।
আমার ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম দেখলাম জানালা খোলা, আমার বন্ধু জানালা দিয়ে অনেক দূরে পাহাড়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।
আমি চুপচাপ তাকে দেখতে থাকলাম। প্রস্তুত ছিলাম যদি সে ফিরে তাকায় তাহলে আমি তার আগেই চোখ বন্ধ করে ফেলব।
মনে হলো আমার বন্ধু বিষয়টা বুঝতে পেরেই মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল।
'শুভ সকাল।' সে বলল।
'শুভ সকাল। জানালাটা বন্ধ করে দাও। খুব শীত।'
আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন কোন রকম সাড়া শব্দ না করেই হাজির হলো। এটা তখনো বাতাসের গতি পাল্টানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।
'আমি পোশাক পাল্টাবো।' আমি বললাম।
'নিচের সিঁড়িতে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, আমি ভেতরের দ্বিতীয়জনকে আমার চিন্তা থেকে তাড়িয়ে দিলাম। জানালাটা আবার খুলে সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে দিলাম। সূর্যের আলো সব কিছুকে ধুয়ে দিচ্ছিল; বরফে আচ্ছাদিত পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে বরফের চাদরে ঢাকা শুকনো পাতা এবং নিচের নদী যেটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।
সূর্যের আলো আমার নগ্ন শরীরটাকে উষ্ণ করে তুলছে।

আমি যদিও তেমন শীতার্ত ছিলাম না। কারণ একটা তাপে আমি উষ্ণই ছিলাম। যেই তাপটা ছোট্ট একটা আগুনের ফুলকি থেকে শুরু হয়েছিল। তারপর সেই আগুনের ফুলকি আগুনের শিখা হয়ে গেল, আগুনের শিখা পাল্টে গেল বিশাল অগ্নিকুণ্ডে, আর অগ্নিকুণ্ড পরিণত হলো নরকে।

আমি এটা জানতাম।

আমি এটাই চেয়েছিলাম।

আমি আরো জানতাম যে এই মুহূর্ত থেকেই আমাকে স্বর্গ আর নরক, সুখ, দুঃখ আর হতাশার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হবে।

আমি আরো বুঝতে পেরেছিলাম যে এই মুহূর্ত থেকেই ভালোবাসা হবে আমার পথপ্রদর্শক।

সত্যি কথা হলো আমি কখনোই ভালোবাসাকে ভুলি নি। তবে ভালোবাসা সত্যিকার অর্থেই খুব জটিল।

সোরিয়াতে সেই বাড়ির স্মৃতিটুকু আমি আবার মনে করার চেষ্টা করলাম। সেখানে আমি তাকে বলেছিলাম আমার মেডেলটা খুঁজে দিতে। আমি আরো জানতাম সে কি বলতে চাইছে। কিন্তু সেটা আমি কিছুতেই শুনতে চাচ্ছিলাম না। কারণ সে এমন একটা ছেলে যে কোনো এক সময় আর সম্পদ, অভিযান, স্বপ্নের পিছু ছুটবে না। আমি এমন একটা ভালোবাসা চাই যেটা সম্ভব।

আমি উপলব্ধি করতে পারলাম ইতোপূর্বে ভালোবাসার বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না।

আমি যখন আমার বন্ধুকে সম্মেলনের কক্ষে দেখলাম আর তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম তখন আমি ভেবেছিলাম যে একজন পরিণিত মেয়ে হিসেবে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব যে তার রাজকুমারকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আর সে যখন শিশু বেলা নিয়ে কথা বলা শুরু করল তখন আমি শিশু কালের সেই ভীত রাজকুমারীর কণ্ঠের স্বর শুনতে পেলাম যে রাজকুমারী ভালোবাসা পেয়ে হারানোর ভয়ে ভীত ছিল।

চারদিন ধরে আমার হৃদয়ের কথাগুলোকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হৃদয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমশই ধীরে ধীরে আরো উঁচু হয়ে উঠছিল। আমার হৃদয়ের সত্যিকার আমিকে দেখতে পেলাম। সমস্ত জায়গায় খুঁজে বেড়িয়ে

অবশেষে ভালোবাসা আমাকে খুঁজে পেল। যদিও অন্তরের দ্বিতীয় জন সেই জারাগোজা থেকে আমাকে প্রতিবন্ধক তৈরি করে আসছিল।

আমি জানালার কপাট আর আমার হৃদয়ের কপাট খুলে দিলাম।

সূর্যের আলো পুরো ঘরটাকে ভাসিয়ে দিল, আর ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করে ফেলল।

৬৯ ৬৯ ৬৯

আমরা তুষারের ভেতর দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুড়ে বেড়ালাম।

যে গ্রামে সকালের নাস্তা করলাম সেই গ্রামের নামটা মনে করতে পারছি না। তবে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের মধ্যখানে একটা অদ্ভুত ঝর্ণার ভাস্কর্য দেখতে পেলাম, সেখানে শান্তির প্রতীক একটা ঘুঘুর প্রতিকৃতিকে একই সাথে একটা ধূর্ত শয়তানের প্রতিকৃতির সাথে মিশিয়ে কেমন একটা অতিপ্রাকৃতিক আকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আমার বন্ধুটি মুচকি হেসে বলল, 'এটা হলো পুরুষ আর নারীর একটা প্রতিকৃতিতে মিশে যাওয়ার চিহ্ন।'

'তুমি গতকাল আমাকে যা বলেছিলে সেটা নিয়ে আমি কখনোই চিন্তা করি নি।' আমি বললাম। 'কিন্তু এটা আমাকে কিছু একটা ভাবতে শিখিয়েছে।'

'আর ঈশ্বরই নারী ও পুরুষকে তৈরি করেছে। কারণ এটাই হলো তার প্রতিকৃতি, পুরুষ আর নারী।' সে বলল।

তার চোখে আমি নতুন একটা আলোর খেলা লক্ষ্য করলাম। সে খুব সাধারণ বিষয় নিয়েও হেসে উঠছিল।

রাস্তা দিয়ে হাটার সময় আমরা যে সব লোকদের সাথে মিলিত হচ্ছিলাম সে তাদের সাথে খুব স্বাভাবিক ভাবে সাধারণ কথা বার্তায় মেতে উঠল।

তার হাসিখুশি ভাবের জন্য যারাই তার সাথে কথা বলছিল তারা সকলেই হেসে উঠল।

খুব সম্ভবত তার হৃদয় তার সাথে কথা বলেছে আর এখন সে জানে যে আমি তাকে ভালোবাসি।

'আজকে তোমাকে খুব খুশি খুশি লাগছে।' আমি বললাম।

'কারণ আমি সব সময় স্বপ্ন দেখতাম যে তোমাকে নিয়ে আমি এই পাহাড়ি উপত্যকার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আর সূর্যের সোনালি ফলগুলো সংগ্রহ করছি।'

'*সূর্যের সোনালি ফল*' এটা কবিতার একটা লাইন অনেক অনেক বছর আগে যেটা লেখা হয়েছিল। আর আজ সে এই মুহূর্তে সেটা বলছে।

'তোমার খুশি হওয়ার আরো একটা কারণ আছে।' আমরা সেই ছোট্ট গ্রামের ভাস্কর্যটা অতিক্রম করার সময় আমি বললাম।

'কি সেটা?'

'তুমি জানো আমি এখন খুব সুখি। তোমার কারণেই আমি এখানে এসেছি, আমি এতদিন পুস্তকে যে পাহাড়ের কথা জানতাম সেটাকে ফেলে রেখে বাস্তবে এ পাহাড়ে আরোহন করছি। তুমি আমাকে সুখি করেছ। আর সুখ হলো এমন একটা জিনিস যখন এটাকে ভাগ করা হয় তখন এটা আরো দ্বিগুণ হয়ে যায়।'

'তুমি কি তোমার ভেতরের দ্বিতীয়জনের সাথে কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কীভাবে সেটা জানলে?'

'কারণ তুমি এখন অনেক পাল্টে গেছ।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরো কিছুটা পথ পার হয়ে গেলাম।

'তুমি কি নিয়ে ভাবছ?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি ভেম্পায়ার নিয়ে ভাবছি। এই অদ্ভুত প্রাণীটি নিজেকে নিজের ভেতরই বন্দি করে রেখে অস্থির হয়ে অন্যজনের সংগ খুঁজে বেড়ায়।'

'সেই জন্যই এরকম একটা কথা আছে যে সুক্ষ্ম একটা লাঠি নিয়ে ভেম্পায়ারের হৃদয়ের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করা যায়। যখন সেটা করা হয় তখন হৃদয়টা ফেটে যায় আর শয়তানের শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়ে ভালোবাসার শক্তি মুক্ত হয়ে যায়।'

'আমি কখনোই এভাবে চিন্তা করি নি।'

আমার হৃদয়টাকেও সেভাবে মুক্ত করার চিন্তা করছিলাম আমি।

সহস্রবার আমি তার হাতটাকে ধরতে চেয়েছিলাম আবার সহস্রবার সেটাকে ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি তখনো সংশয়ে ছিলাম যে আমি তাকে ভালোবাসি এই কথাটা তাকে বলতে চাই।

আমি জানতাম না কীভাবে সেটা শুরু করতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা নদী পাহাড় নিয়ে কথা বললাম। এক ঘণ্টার জন্য একটা জঙ্গলে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে আবার পথ খুঁজেও পেলাম। আমরা সেন্ডউইচ খেলাম, গলানো বরফ খেলাম।

সূর্য যখন অস্ত যাওয়া শুরু করল আমরা সেইন্ট সেভিনে ফিরে আসলাম।

৬৯ ৬৯ ৬৯

আমাদের পায়ের শব্দ পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছিল।
গির্জার প্রবেশ পথে ঢোকার সময় আমি পবিত্র জলে হাত ডুবিয়ে ক্রস চিহ্ন আকলাম।
আমার মনে পড়ল পানি হলো পবিত্র দেবীর চিহ্ন।
'চলো ভেতরে যাই।' সে বলল।
শূন্য অট্টালিকার অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম। সেইন্ট সেভিন একজন সাধক মানুষ ছিলেন যিনি একদম শুরু থেকেই এখানে বাস করতেন, তাকে মূল বেদিটার নিচে সমাহিত করা হয়েছে। প্রাসাদের দেয়ালগুলোয় ফাটল দেখা দেয়াতে সেগুলোকে বেশ কয়েকবার আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে।
শুলবিদ্ধ যীশুকে দেখে আমার খুব হাসি পেল। আমার মনোভাবটুকু আমার বন্ধু বুঝতে পেরে সে মাথা ঘুড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।
'এখানে দাঁড়াও।'
আমরা তখন আমাদের মহান মাতার বেদির কাছে দাঁড়িয়ে।
'এই ছবিটার দিকে তাকাও।'
মা মেরি তার কোলে সন্তান। শিশু যিশু আঙুল দিয়ে স্বর্গের দিকে ইশারা করছে।
'আরো মনোযোগ দিয়ে দেখো।' সে বলল।
আমি খুটে খুটে চিত্রকর্মটা দেখলাম। এর তৈলচিত্র, বাঁধাই, রঙের আয়োজন সব কিছু। কিন্তু যখন আমি যিশুর আঙুলের দিকে চোখ রাখলাম তখন বুঝতে পারলাম সে কি বোঝাতে চাইছিল।

যদিও মেরি যীশুকে তার কোলে নিয়ে রেখেছেন তবুও যিশু তখন হাতটা উপরে আকাশের দিকে তুলে কুমারী মাতাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করছেন।

'যেই শিল্পী এই চিত্রকর্মটা ছয়শত বছর আগে করেছিলেন তিনি জানতেন যে তাকে কি করতে হবে।' আমার বন্ধু বলল।

কাঠের মেঝেতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

একজন মহিলা ভেতরে ঢুকে মুল বেদির পায়ের কাছে একটা মোম জ্বালালো।

আমরা চুপ থেকে মহিলাকে প্রার্থনা করতে দিলাম।

মহিলাটা যখন চলে গেল সে আবার কথা বলা শুরু করল।

'শিল্পি জানত এই মহান মাকে, দেবীকে এবং ঈশ্বরের করুণাময় চেহারাকে। তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে যার উত্তর আমি এখনো দেই নি। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি কোত্থেকে এসব শিখেছি?'

হ্যাঁ আমি তাকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম। সে ইতোমধ্যে তার উত্তর দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমি তাকে কিছুই বললাম না।

'হ্যাঁ এই চিত্রকর্মের শিল্পী যেভাবে তার কাজটা শিখেছে আমিও সেভাবে শিখেছি। আমি ভালোবাসাকে অনেক উপর থেকে গ্রহন করেছি। আমি তোমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেই চিঠিটার কথা তোমার নিশ্চই মনে আছে। আমি একটা আশ্রমে ঢোকার কথা বলছিলাম। আমি তোমাকে যদিও কিছু বলি নি কিন্তু আমি কাজটা ঠিকই করেছিলাম।' আমার বন্ধু বলল।

বিলাবোতে কনফারেন্স শুরু হওয়ার আগে তার সাথে আমার যে কথোপকথন হয়েছিল সাথে সাথেই আমার সেগুলো মনে পড়ে গেল। আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। কি বলব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

'বন্য জন্তুর মত বেশ কিছু বছর আমি এর মধ্যেই কাটিয়ে ফেলেছি।' আমি কি ভাবছিলাম সেদিকে না তাকিয়েই আমার বন্ধু বলল। 'আমি পৃথিবীর নানা মানুষ নানা দেশ ঘুড়ে দেখেছি। পৃথিবীর চারটা পাশ থেকে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। অন্যান্য অনেক রমণীর প্রেমে পড়েছি আমি, নানান দেশের মানুষের সাথে নানা রকম কাজ করেছি। জীবনের রহস্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি সেই রহস্যগুলোকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে

চেয়েছি। আমি সব সময় এমন একটা নিদর্শনের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম যেটা আমাকে বলবে যে কেউ একজন আছে যে বিশেষ কিছু জানে।'

'আমি ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম। মিশর গিয়েছিলাম। সেখানে আমি যাদুবিদ্যার গুরু আর ধ্যানি সাদকদের সাথে কথা বলেছি, তাদের সাথে ধ্যান করেছি। সবশেষে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি একটা সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেটা হলো যেখানে বিশ্বাস আছে সেখানেই সত্য বাস করে।'

আমার বন্ধুর কথাগুলো চুপচাপ শুনে আমি ভাবলাম সে কি বলছে এসব! যেখানে বিশ্বাস আছে সেখানে সত্য বাস করে!

আমি আবারো গির্জার চারপাশটা ভালোভাবে দেখলাম।

পাথরগুলো বারবার ক্ষয়ে গেছে আর সেটাকে আবারো নতুন করে স্থাপন করা হয়েছে। কেন এমনটা করার জন্য মানুষ এত উতলা হয়েছিল। কেন মানুষ বার বার এত পরিশ্রম করে দূর্গম অঞ্চলে এই পাহাড়ি উপত্যকার ভেতর ছোট্ট এ গির্জাটাকে বার বার তৈরি করেছে?

বিশ্বাস।

'বুদ্ধ সঠিক ছিলেন, হিন্দুরাও ঠিক ছিল, মুসলিমরাও ঠিক আছে, একই সাথে যিশুও ঠিক আছেন। যখনই যেখানে যেই থাকুক সে যদি বিশ্বাসের পথকে অনুসরণ করে, একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তাহলে সে ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যেতে পারবে, সমস্ত অলৌকিকতা তার কাছে ধরা দেবে।' সে বলল। 'শুধু মাত্র একটা বিষয় মনে রাখতে হবে তাহলো তোমাকে কিছু একটা পছন্দ করতে হবে। আমি ক্যাথলিক চার্চকে নির্বাচিত করেছি, কারণ আমি এর মধ্যেই বেড়ে উঠেছি, ক্যাথলিকের রহস্যময়তা আমার সাথে মিশে আছে। আমি যদি আজকে ইহুদি হয়ে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে জুডাইজমকে আমি পছন্দ করতাম। ঈশ্বর সব জায়গায় এক। যদিও তার হাজার হাজার নাম রয়েছে। এখন তুমি তাকে কোন নামে ডাকবে সেটা তোমার পছন্দ।'

গির্জার ভেতর আবারো কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

❛❜ ❛❜ ❛❜

একজন লোক এগিয়ে আসল। সে আমাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর সে ঘুড়ে গীর্জার কেন্দ্রে যে মূর্তিটা ছিল তার কাছে চলে গেল। এই লোকটা হয়ত গির্জার দায়িত্বে আছে।
আমার তখন গ্রামের অন্য প্রান্তে প্রথম যেই গির্জাটা আমরা দেখেছিলাম সেখানকার প্রহরী বুড়োটার কথা মনে পড়ল। সেই বুড়ো আমাদেরকে গির্জার ভেতর ঢুকতে দেয় নি। কিন্তু এই লোকটা এখনো কিছু বলছে না।
'আজকে রাতে আমার একটা সভা আছে।' লোকটা চলে যাওয়ার পর আমার বন্ধু বলল।
'দয়া করে তুমি যা বলছিলে সেটা বলতে থাকো। কথার বিষয় পাল্টাবে না।' আমি বললাম।
'এখানকার কাছাকাছি একটা আশ্রমে আমি থাকলাম। চারবছর সেখানে আমি যতটুকু সম্ভব সমস্ত বিষয়ে পড়াশোনা করলাম। সেই সময় আমি এমন কিছু গোত্র আর বিশেষায়িত ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতাদের সাথে মিশলাম যারা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার একটা দরজা খোলার চেষ্টা করছিল। আমি আবিষ্কার করলাম ঈশ্বর সেই ভয়ংকর দানব নন যিনি আমাকে ছোট বেলা ভয় দেখিয়েছিলেন।'
'তুমি তাহলে বলতে চাইছ যে এই দুই হাজার বছর পর পুরোহিতরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে যে যিশুকে চার্চের অংশ বানানোর এটাই সেরা সময়?' আমি একটু শ্লেষের সুরে বললাম।
'তুমি হয়ত বিষয়টা ঠাট্টার সুরে নিয়েছ কিন্তু এটাই সত্যি। আমি আশ্রমের একজন বিজ্ঞ সাধকের সাথে পড়াশোনা শুরু করলাম। সে আমাকে জ্ঞান দিল যে আমাদেরকে পবিত্র ক্ষমতাকে গ্রহণ করতে হবে।'

তার কথা শুনে আমি অবাক হলাম। ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখি কুমারী মাতা হাসছেন। শিশু যীশুখ্রিষ্ট তার কোলে খুব আনন্দের সাথে আছে। এই মুহূর্তে আমি এটাকে বিশ্বাস করা শুরু করলাম।

কিন্তু কিছু আগেও আমি একজন যৌক্তিক আর বাস্তববাদি মানুষ ছিলাম। আমার এই যুক্তিনির্ভর জ্ঞান আমাকে ধর্ম থেকে দূরে রেখেছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে আমি মনে প্রাণে চাইছি আমার ছেলেবেলার বিশ্বাসটাকে ফিরিয়ে আনতে যখন আমি ফেরেস্তা আর অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমি সেটাকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না।

'আমি যখন আমার ঘরে থাকতাম তখন আমি নিজের সাথেই কথা বলতাম।' আমার বন্ধু বলতে থাকল।

'আমি প্রার্থনা করতাম সেই পবিত্র ক্ষমতা আমাকে সাহায্য করবে। আমি আবিষ্কার করলাম যখনই আমি নিজের সাথে কথা বলতাম তখনই একটা বিজ্ঞ কণ্ঠস্বর আমাকে কিছু বলতে থাকত।'

'এটাতো আমার সাথেও ঘটছে।' তার কথার মাঝে আমি বাধা দিয়ে বললাম।

আমার কথা শুনে সে কথা শেষ হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করল। কিন্তু আমি আর বেশি কিছু বলতে পারলাম না।

'আমি তোমার কথা শুনছি।' সে বলল।

একটা কিছু আমার গলার স্বর আর জিহ্বাকে আটকে ধরেছে। আমার বন্ধুটি সব কিছু কত সুন্দর করে বলে যাচ্ছে অথচ আমি ছোট্ট একটা কথা কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারছি না।

'তোমার ভেতরের দ্বিতীয়জন ফিরে আসতে চায়।' আমি কি ভাবছিলাম সেটা আমার বন্ধু ধারণা করে বলল।

'দ্বিতীয়জন সব সময় অনেক ছোট কথা বলতেও ভয় পায়।'

আমি তার কথা শুনে ভয় আর মনের জড়তাকে দূর করার চেষ্টা করে বললাম, 'হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি। কখনো কখনো যখন আমি কারো সাথে বলি, আর আমি যা বলছি সেটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ি, তখন আমি নিজেকে দেখি যে আমি এমন কিছু কথা বলছি যে কথাগুলো আমি জীবনে কখনোই বলি নি। তবে এটা খুব ঘটে থাকে। অধিকাংশ সময়

কথা বার্তায় আমি চুপ চাপ থেকে শোনার চেষ্টা করি। আমি সব সময় বোঝার চেষ্টা করি যে আমি কিছু একটা শিখছি।'

'আমরা নিজেরাই একটা বিস্ময়।' সে বলল। 'বিশ্বাস সেটা বালু কণার মতো ক্ষুদ্র হলেও আমাদেরকে পাহাড়ে উঠতে সহায়তা করে। আমি এটাই শিখেছি। আর এখন আমার কথাই কখনো কখনো আমাকে অবাক করে দেয়।'

'যীশুর আদি শিষ্যরা ছিল জেলে, অশিক্ষিত, মূর্খ। কিন্তু তারা স্বর্গ থেকে যে আগুনের শিখা এসেছিল সেটাকে গ্রহণ করেছে। নিজেদের অজ্ঞতা নিয়ে তাদের কোনো লজ্জা ছিল না। পবিত্র অলৌকিকতার উপর তাদের বিশ্বাস ছিল।'

আমি কুমারী মার ছবির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি তখনো হাসছেন। তার দুঃখ পাওয়ার কান্না পাওয়ার অনেক কারণ ছিল, কিন্তু তারপরেও তিনি হাসছেন।

'তুমি কথা চালিয়ে যাও। থেমো না।' আমি বললাম।

'এইগুলোই আমার কথা। পবিত্র উপহারটা গ্রহণ করো, সেই উপহার নিজেকে আলোকিত করে তুলবে।'

'এটা ঐ দিনে কাজ করে না।'

'তুমি কি আমার কথা বোঝ নি?'

'আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি অন্য সব সাধারণ মানুষের মতো। আমি ভয় পাচ্ছি। এটা হয়ত তোমার জন্য কিংবা আমার প্রতিবেশিদের ক্ষেত্রে কাজ করবে কিন্তু এটা কখনোই আমার জন্য কাজ করবে না।'

'এটা যে কাউকে পাল্টে দিতে পারে– যখন থেকে তুমি দেখতে থাকবে যে আমরাও সেখানে তার মতই সন্তান।'

'কিন্তু তখন পর্যন্ত আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা আসলে আমাদের নিজেদের আলোর অনেক কাছে।'

আমার কথার উত্তরে সে কিছু বলল না। চুপ থাকল।

'সেই সেমিনারিদেরকে নিয়ে তোমার গল্পটা কিন্তু এখনো শেষ করো নি।' আমি বললাম।

'আমি এখনো সেখানেই আছি।'

আমি কিছু বলার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়ে গির্জার কেন্দ্রে চলে গেল।

আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম।

এই মুহূর্তে এই সব নিয়ে না ভাবলেই চলবে। ভালোবাসা আমার আত্মাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এখন কোনভাবেই আমি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। এখন বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন। যার সাথে আমি সব সময় খারাপ আচরণ করেছিলা, কারণ আমি দুর্বল ছিলাম, যাকে আমি কখনোই গ্রহণ করিনি। আমি কখনোই তার চোখ দিয়ে আমার জগৎটাকে দেখতে চাই নি।

খুব সুক্ষ্ম একটা শব্দ আমার চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করল। আমার অন্তরটা লাফ দিয়ে উঠল।

শব্দটা আবারো শুনতে পেলাম, আবারো।

আমি চারপাশটা ভালোভাবে তাকানোর পর একটু দূরে একটা কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেলাম যেটা উঁচুতে কোথাও উঠে গেছে। গির্জার বরফ সৌন্দর্যের সাথে যেটা আসলে খাপ খাচ্ছে না। সেখানে একটা বাদ্যযন্ত্রের পাশে আমার বন্ধু ছিল। সেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। পর্যাপ্ত আলো না থাকার কারণে আমি তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম সে ঐ জায়গাটাতেই আছে।

আমি উঠে দাঁড়ানোর পর সে আমাকে ডাকল।

'পিলার।' সে খুব আবেগ নিয়ে আমাকে ডাকল। 'যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

আমি তার কথা মেনে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

'মহান মেরি মাতা আমাকে সাহায্য করুক। আজকের দিনের জন্য এই সুরটুকু আমার প্রার্থনার অংশ হোক।'

সে বাদ্যযন্ত্রটা বাজাতে শুরু করল। বাদ্যযন্ত্রের সুর আমার ভেতর আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে। সেই সুর গির্জার চারপাশের দেয়ালে, পাথরে আঘাত করে প্রতিফলিত হয়ে আসছে বারবার। আমার অন্তরকে এক ধরনের বিশ্বাস, ছবি আর আবেগ দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছিল। আমার অন্তরের সমস্ত পাপ, ক্লান্তি, গ্লানি সব কিছু যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছিল। আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে আমি এতদিন নিজেকে যতটুকু ভালো আছি মনে করতাম এখন তার চেয়ে ভালো আছি এবং আমি এখন আগে যতটুকু বিশ্বাস করতাম তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

আমি যখন থেকে বিশ্বাস আর ধর্মের পথ ছেড়ে আসলাম তারপর থেকে এই প্রথমবারের মতো আমার হৃদয় ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করতে চাইল।
আমি যদিও বসেছিলাম তারপরেও আমার আত্মা আমার সামনের পবিত্র নারী মাতার কাছে হাঁটুগেরে উবু হয়ে গেল। আমার মনে হলো ছবির সেই মেরি মাতা আমার সাথে কথা বলছে। আমি তার সমস্ত কিছু শুনতে পাচ্ছি।
এক সময় আমার বন্ধুর বাজানো বাদ্যযন্ত্র থেমে গেল। সূর্য ততক্ষণে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে সূর্য আর পাহাড় এই দুটোই যেন এক হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
বাজনার এই সুরটাই ছিল আমার বন্ধুর প্রার্থনা। তার প্রার্থনা শোনা গেল।
আমি চোখ মেলে তাকিয়ে পুরো গির্জাটাকে গভীর অন্ধকারের ভেতর ডুবে যেতে দেখলাম। শুধু দেখলাম মিটিমিটি করে একটি মোমবাতি জ্বলছে। তার আলোতে মেরিমাতার চিত্রটা দেখা যাচ্ছে।
আমি আবারো পায়ের শব্দটা শুনতে পেলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম সেটা এসে সেখানে থামল। প্রদীপের মৃদু আলোয় আমার চোখের জল চিকমিক করে উঠল। আর আমার হাসিটা যেটা মেরি মাতার হাসির চেয়ে কিছুতেই সুন্দর ছিল না সেটা দেখাল যে আমার হৃদয় এখনো বেঁচে আছে।
আমার বন্ধু আমার দিকে তাকাল আমি তার দিকে তাকালাম। তাকে ধরার জন্য আমি হাত বাড়ালাম। তাকে খুঁজে পেলাম। আর এখন আমার বন্ধুর হৃদস্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত চলছে। আমি এই নিরবতার মধ্যে তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তখন আমার অন্তর অত্যন্ত শান্ত আর গভীর প্রশান্তিতে ডুবে আছে।

আমি তার হাত ধরলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমরা দুজন মেরিমাতার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না।
মনে হচ্ছিল সময় যেন থমকে আছে সেখানে।
মেরিমাতা আমাদের দিকে নিচু হয়ে তাকিয়ে আছেন। হ্যাঁ তিনি বুঝতে পেরেছেন। যিনি তার হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসাকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন।

আমি কোন কিছুই জিজ্ঞেস করতে চাইলাম না। কিছুই জিজ্ঞেস করতে আমার ইচ্ছে করছিল না।

আমাদের ভ্রমণটাকে চার্চের সেই দুপুরের মধুর সময়টা আরো অর্থবহ আর মূল্যবান করে তুলেছিল।

আমরা হাত ধরাধরি করে চার্চ থেকে বের হয়ে আমাদের ঘরে ফিরে আসলাম।

পরবর্তী নানারকম বিষয়ের কথা চিন্তা করে আমার মাথাটা ঘুড়তে থাকল।

আমি তখন থেকেই বুঝতে পারলাম যে আমরা দুজনেই একই ভাগ্য আর একই আত্মাতে মিশে যেতে চাইছি। কিন্তু সেই সেমিনারী ভাবনা আর জারাগোজায় যাওয়ার চিন্তা আমার ভাবনায় বারবার বাধ তৈরি করছিল।

আমার বুকটা কেমন মুচরে উঠল। চারপাশের বাড়িঘরগুলো আমি দেখতে থাকলাম। সেই কুয়োটার দিকে তাকালাম যেখানে আমরা গত রাতে বসে গল্প করেছিলাম।

ঈশ্বর, আমার বিশ্বাসকে আবারো উদ্ধার করতে চাইছি। দয়া করে আমাকে এই অভিযানের মাঝ পথে ছেড়ে যাবেন না।

আমার ভয় আর শঙ্কাগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে আমি প্রার্থনা করতে থাকলাম।

❛❜ ❛❜ ❛❜

সে একটু ঘুমিয়ে নিল। কিন্তু আমি জেগে থাকলাম। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছিলাম।
অনেক পরে আমরা উঠে বাড়ির মালিকের সাথে খাবার খেতে গেলাম। তারা খাবার টেবিলে আমাদের সাথে কখনোই কোনো কথা বলে না। আমার বন্ধু ঘরের চাবিটা চাইল।
'আমরা আজকে অনেক রাত করে ফিরব।' আমার বন্ধু বাড়ির মালিক মহিলটিকে বলল।
'যুবক নিজের মতো করে সব কিছু ভোগ করো। আনন্দ করো। যতটুকু সম্ভব ছুটির দিনের সুবিধাগুলো ভোগ করে নাও।' উত্তরে মহিলাটা বলল।

আমরা যখন গাড়িতে উঠছি তখন আমি বললাম, 'তোমাকে আমার কিছু কথা জিজ্ঞেস করার আছে। আমি অনেক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিলাম যেন আমি এটা না বলি কিন্তু পারলাম না। আমাকে এটা জিজ্ঞেস করতেই হবে।'
'তুমি কি আমাকে সেমিনারিয়ানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাও?' সে বলল।
'হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। আমি এটা বুঝতে পারি নি। এটা যদিও তত গুরুত্বপূর্ণ না।' আমি মনে মনে ভাবলাম।
'আমি সব সময় তোমাকে ভালোবাসি।' আমার বন্ধু বলল। 'তোমার সেই মেডেলটি আমি অত্যন্ত যত্ন করে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। ভেবেছি কোনো একদিন আমি তোমাকে এটা দেব। এই চিন্তাটাই আমাকে সব সময় উৎসাহ জুগিয়েছে যে একদিন বলব আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি যত রাস্তাই ঘুড়ে বেড়িয়েছি সব কিছুই আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি তোমার কাছে যতগুলো চিঠি লিখেছিলাম আর তার উত্তরে

তুমি যত চিঠি আমার কাছে পাঠিয়েছ সেই চিঠিগুলো আমি প্রতিবারই এই ভয়ে ভয়ে খুলে পাঠ করেছি যে তুমি হয়ত চিঠিতে বলবে যে তুমি অন্য কাউকে তোমার জন্য খুঁজে পেয়েছ।'

'তারপরই আমি আধ্যাত্মিক জীবনের ডাক পেলাম কিংবা আধ্যাত্মিক জীবনের আহ্বানে সাড়া দিলাম। এই জন্য সাড়া দিলাম যে এটা সব সময় সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার সাথে ছিল। এটা এই জন্য ছিল যে তুমি আমার সাথে ছিলে।

এর মধ্যেই আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার জীবনে ঈশ্বরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি যদি অন্তরের সেই আহুতিতে সাড়া না দেই তাহলে আমি কিছুতেই সুখি হতে পারব না।'

সে একটু থামল। আমি তাকে কথা বলার জন্য চাপ দিলাম না।

বিশ মিনিট পর সে গাড়ি থামাল। আমরা গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলাম।

'তুমি এখানকার আসল চেহারা দেখবে গ্রীষ্মের সময়।' সে বলল।

আমি চারপাশটা তাকিয়ে দেখলাম। নির্জন রাস্তা, বন্ধ দোকান।

'ষাট লাখের বেশি মানুষ গ্রীষ্মের সময় এখানে আসে।' সে বেশ আগ্রহ নিয়েই বলতে থাকল।

'আমার কাছে এটাকে একটা ভূতের শহর মনে হচ্ছে।'

আমরা একটা সেতু পার হয়ে বিশাল লোহার গেটের কাছে আসলাম। একটা অংশ খোলা ছিল। আমরা সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

'তুমি যা বলছিলে সেটা শেষ করো।' আমি বললাম। আমি যদিও চাইছিলাম না তাকে কোন কিছু বলার জন্য চাপ দিতে। 'তুমি যেই সব লোকদের সাথে মিশেছ তাদের চেহারায় খ্রীষ্টের অবয়বের বিষয়টা আমাকে বলো।'

আমার কাছে মনে হলো সে এই বিষয়ে এখন কোন কথা বলতে চাচ্ছে না। হতে পারে এই ধরনের আলোচনার জন্য এটা ঠিক জায়গা কিংবা সঠিক সময় না। কিন্তু একবার যখন সে শুরু করেছে তাকে এটা শেষ করতে হবে।

আমরা বিশাল একটা রাস্তা হেঁটে পার হলাম। দুই পাশেই বরফের বিস্তীর্ণ জায়গা।

শেষ মাথায় এসে আমি বিশপের প্রধান গির্জার ছায়া দেখতে পেলাম।

'কথা বলো। চুপ করে থেকো না।' আমি আবারো বললাম।

'তুমি এর মধ্যেই জানো আমি রোমান ক্যাথলিকদের বিদ্যাশ্রমে ঢুকেছিলাম। প্রথম বছর আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা যেন সকলের মানুষের প্রতি ভালোবাসায় পাল্টে যায়।

দ্বিতীয় বছর আমি উপলব্ধি করলাম যে ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন।

তৃতীয় বছর তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার তীব্রতা থাকার পরও আমি দেখলাম আমার ভালোবাসা দুঃখিকে সাহায্য করা, প্রার্থনা করা আর মানুষের সেবা শশ্রূষায় পাল্টে গেছে।'

'তাহলে কেন তুমি আমাকে খুঁজে বেড়ালে? কেন আমার ভেতরে আবার সেই আগুন জালিয়ে দিলে। কেন তুমি আমাকে বাধ্য করলে দেখাতে যে আমার জীবনটা খুব ভাসাভাসা। কেন তুমি ফিরে আসলে? কেন তুমি এই গল্পটা বলার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে যখন তুমি দেখলেই যে আমি তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছি?' আমি খুব অস্থির হয়ে কথাগুলো বললাম।

সে সাথে সাথেই কোন উত্তর দিল না।

তারপর সে বলল,'তুমি হয়ত ভাববে যে এটা একধরনের মূর্খামি।'

'আমি কখনোই সেটা ভাবতাম না। হাস্যকর কিছু হবে সেটা নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত ছিলাম না। তুমিই আমাকে সেটা শিখিয়েছ।'

'মাস দু এক আগে আমার আশ্রমগুরু তার সাথে এক মহিলার বাড়িতে থাকতে বললেন। সেই মহিলা তার সমস্ত সম্পত্তি ক্যাথলিক সেমিনারিদের জন্য দান করে গেছে। সেই মহিলা সেইন্ট সেভিনে থাকত। আমার আশ্রমগুরুকে সেই মহিলার কি কি আসবাব ছিল তার একটা তালিকা করতে হয়েছিল।'

আমরা রাস্তার শেষ মাথায় প্রধান গির্জার কাছাকাছি চলে আসলাম।

যতই গির্জার কাছাকাছি আসছি আমার মন বলছিল যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটা বাধা প্রাপ্ত হবে।

তাই আমি বললাম, 'এক মুহূর্তও থামবে না। তুমি আমাকে বলো। তুমি যা বলেছ সেটার ব্যাখ্যার প্রয়োজন।'

'আমি যখনই ঘরে ঢুকলাম তখন সেখানের সমস্ত স্মৃতি আমার মাথার ভেতর আছে। জানালাগুলো খোলা ছিল। সূর্যের আলোতে ঘরের ভেতর বরফের কুচি আর সব কিছু চকমক করছিল। আমি ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রের তালিকা করা শুরু করলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই আমাকে মাঝ পথে থামতে হলো।'

'আমি লক্ষ্য করলাম মৃত সেই মহিলার রুচিবোধ একদম আমার মতো। তার গানের যেই রেকর্ডগুলো ছিল সবগুলোই আমার পছন্দের তালিকায় ছিল। আমি সেগুলো শুনতাম। তার বইয়ের যে সংগ্রহ ছিল তার সবগুলোই আমি পড়েছিলাম। অবশিষ্ট বইগুলোও আমার পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল। মহিলার ঘরের পরিচ্ছন্ন ভাব, চিত্রকর্মের সংগ্রহ সব কিছুই আমার মনের মতো ছিল, আমার মনে হচ্ছিল আমি এ মহিলা হলে এই সব বিষয়গুলোই আমি নিজের জন্য পছন্দ করতাম।'

'সেই দিন থেকে এ ঘরটাকে আমি কিছুতেই ভুলে থাকতে পারি না। আমি যখনই গির্জায় প্রার্থনা করতে যেতাম সেই ঘরটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। আমি দেখতাম তোমাকে নিয়ে আমি সেই ঘরটাতে আছি। জানালা দিয়ে অনেক দূরে পাহাড়ের বরফ দেখছি। আমার মনো ছবিতে ভেসে উঠছে যে আমাদের বাচ্চারা বাড়ির চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে, সেইন্ট সেভিনের মাঠে খেলাধুলা করছে।'

আমর বন্ধুর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল আমি যদিও সেই ঘরটার কাছে কখনো ছিলাম না কিন্তু তারপরেও যেন সেই ঘরটা যেমন আছে আমিও তেমনটা দেখতে পাচ্ছি। আমি আশা করছিলাম আমাকে অবাক করার জন্য সে আর কিছু বলবে না।

কিন্তু সে তার কথা চালিয়ে গেল।

'গত দু সপ্তাহ ধরে আমি কিছুতেই আমার হৃদয়ের দুঃখের সামনে দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমার আশ্রমগুরুর কাছে গিয়ে আমার সাথে যা ঘটছিল তার সব কিছুই আমি তাকে বললাম। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার কথাটাও বললাম। সেই ঘরের আসবাবপত্রের তালিকা করতে গিয়ে কি অভিজ্ঞতা হলো সেটাও বললাম।'

হাল্কা বৃষ্টি পড়া শুরু করল। আমি মাথাটা নিচু করে আমার কোর্টের সামনের অংশটা টেনে ধরলাম। হঠাৎ করেই গল্পের বাকি অংশটা আমার আর শুনতে ইচ্ছে করল না।

'আমার আশ্রমগুরু বললেন ঈশ্বরকে সেবা করার অনেক পথ রয়েছে। তুমি যদি সেটাকেই তোমার ভাগ্য ধরে নাও তাহলে তারই সন্ধানে বের হয়ে পড়ো। একজন সুখী মানুষই পারে তার আশপাশের মানুষগুলোকে সুখি করতে।'

'আমার সৌভাগ্য কি সেটাই ছিল কি না আমি জানি না। তবে আমি যখন সেমিনারিতে ঢুকলাম তখন অনেক প্রশান্তি পোলাম।' আমার আশ্রমগুরুকে আমি বললাম।

আমার গুরু বললেন, 'তাহলে সেখানে যাও আর যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে সেটাকে দূর করে আসো। হয়ত বাইরের পৃথিবীতে থেকে যাও নয়ত আবার এই সেমিনারিতেই ফিরে আসো। তবে একটা বিষয় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে, তুমি যে স্থানটাই পছন্দ করো না কেন তোমাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। একটা খণ্ড খণ্ড রাজত্ব কিছুতেই নিজেকে এর বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করতে পারে না। একজন দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তি কিছুতেই জীবনের মহিয়ান পথে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে না।'

আমার বন্ধু কথা শেষ করে তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করে আমার হাতে দিল।

এটা ছিল একটা চাবি।

'আশ্রমগুরু আমাকে চাবিটা ধার দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এই বাড়িটা বিক্রি করার জন্য তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করবেন। আমি জানি তিনি চান আমি যেন আবার সেমিনারিতে প্রবেশ করি। আমি এটাও জানি তিনিই মাদ্রিদে এ অবস্থাটা তৈরি করেছিলেন যাতে করে আমরা একে অপরে সাক্ষাৎ করতে পারি।'

আমার হাতের চাবিটার দিকে তাকিয়ে আমি হাসলাম।

আমার অন্তরে একটা ঘণ্টা বেজেই চলছিল। স্বর্গের দরোজা যেন আমার জন্য খুলে গেছে।

আমার পাশে থেকে সে ঈশ্বরকে নানা ভাবে সেবা করে যেতে পারে।

কারণ সেই মুহূর্তটা যেন ঘটে সে জন্য আমি বারবার চেষ্টা করছিলাম।

চাবিটা আমার বেগে আমি রেখে দিলাম।

আমাদের সামনে আবছা ভাবে গির্জাটা ফুটে উঠল।

আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই কেউ একজন আমার বন্ধুকে চিনতে পেরে তার কাছে চলে আসল। হাল্কা বৃষ্টিটা তখনো হচ্ছিল। আমি জানতাম না এটা কতক্ষণ চলবে। আমি এটাও কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে আমার মাত্র এক সেট কাপড় আছে। আমি কিছুতেই চাচ্ছিলাম না যে আমার কাপড়গুলো ভিজে যাক।

আমার সমস্যাটার দিকেই আমি মনোযোগ দিয়ে রেখেছিলাম। সেই ঘর যেটা স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝে ঝুলে আছে, ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করছে সেগুলো কোনো কিছু নিয়েই আমি ভাবছিলাম না।

তার চারপাশে যে অসংখ্য লোকজন ভিড় করছিল সে তাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল।

তারা আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল যে সে কোথায় উঠেছে। আমার বন্ধু যখন বলল যে সেইন্ট সেভিন তখন আশপাশের লোকজনের মধ্য থেকে একজন আমাদেরকে সেই সাধকের গল্প বলল যাকে সেখানে সমাহিত করা হয়েছে।

এই সাধক সেভিনই সেই প্লাজার মধ্যখানের কূপটা আবিষ্কার করেছিল। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ধার্মিক লোকদের জন্য একটা আশ্রম করা। তারা সকলেই গ্রামটাকে ছেড়ে ঈশ্বরের সন্ধানে পাহাড়ি এলাকায় চলে এসেছিলেন।

'সেই লোকগুলো এখনো সেখানে আছে।' একজন বলল।

আমি জানি না এই গল্পটা কতটুকু সত্য, কিংবা সেই ধার্মিকরা আসলেই সেখানে এখনো আছে কিনা।

আস্তে আস্তে লোকেরা আসতে শুরু করল। মানুষের দলগুলো সেই কৃত্রিম গুহাটার দিকে যেতে থাকল।

একজন বয়স্ক লোক আমাকে ফ্রেন্স ভাষায় কিছু একটা বলতে চাইল। সে যখন বুঝতে পারল যে আমি তার কথা বুঝতে পারছি না তখন সে ভাঙা ভাঙা স্পেনিশে আমাকে বলা শুরু করল।

'তুমি খুবই বিশেষ একজন মানুষের সাথে আছ। যেই মানুষটা অলৌকিক অনেক কিছুই করতে পারে।' সে বলল।

আমি কিছুই বললাম না। কিন্তু বিলাবোর সেই রাতটার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেই রাতে একজন উদ্ধত লোক আমার বন্ধুর দিকে তেড়ে আসল। সেই লোকটা তারপর কোথায় চলে গেল এই নিয়ে আমার বন্ধু আমাকে কিছুই বলে নি, আমিও তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করি নি।

এই মুহূর্তে আমি সেই মহিলার ঘরটার পরিপূর্ণ চিত্র নিয়ে ভাবতে চাইলাম। সেই ঘরটার ভেতর কি আছে, ঘরের বইগুলো নিয়ে, এর গানের রেকর্ড, চিত্রগুলো, ঘরের আসবাবপত্র সব কিছু নিয়ে চিন্তা করতে থাকলাম।

আমরা বৃষ্টির ভেতর দিয়েই চুপচাপ হেঁটে চললাম।

অবশেষে মা মেরির ছায়া দেখা গেল।

আমি যেভাবে কল্পনা করেছিলাম হুবহু সেই রকম চিত্র। সেই বানানো গুহা, আমাদের মহান মাতার মূর্তি, কাচে ঢাকা ঝর্ণা যেখানে পানির অলৌকিকতা রয়েছে।

কিছু কিছু তীর্থযাত্রী প্রার্থনা করছিলেন, কেউ কেউ গুহার ভেতর চুপচাপ বসেছিলেন, তাদের চোখ বন্ধ। নদীর একটা ধারা পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল। নদীর পানির সেই শব্দ আমাকে আরো শান্ত করে তুলছে।

এ দৃশ্য দেখে আমি খুব দ্রুতই একটা প্রার্থনা করে ফেললাম কুমারী মাতা মেরির কাছে তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন। আমার অন্তর আর কোনো দুঃখ সহ্য করতে পারবে না।

দুঃখ যদি আসেই তাহলে সেটা যেন খুব দ্রুত চলে আসে। কারণ আমাকে একটা জীবন বেঁচে থেকেই পার করতে হবে। আমি সবচেয়ে সেরা উপায়েই বেঁচে থাকতে চাই। সে যদি কোন পছন্দ করে তাহলে সেটা যেন

এখনই করে। তাহলে হয় আমি তাকে এখন থেকেই মনে রাখব নয়ত চিরতরে ভুলে যাব।
অপেক্ষা করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভুলে যাওয়াটাও বেদনাদায়ক। কিন্তু কি করব সেটা যদি না জানি তাহলে সেটা আরো বেশি পীড়াদায়ক।'

আমার অন্তরের এক কোনায় আমি অনুভব করলাম মেরি মাতা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

বুধবার, ডিসেম্বর ৮, ১৯৯৩

❛❜ ❛❜ ❛❜

আস্তে আস্তে গির্জার ঘড়ি মাঝরাতের সময় মনে করিয়ে দিল। আমাদের চারপাশের দলটা আরো ভারি হয়ে উঠল।

আমরা এর মধ্যেই একশর মত লোক জড়ো হয়ে গেছি। এর মধ্যে অনেকেই আছেন পুরোহিত, তারা সবাই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে মূর্তির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আমাদের মহান মাতাকে অভিনন্দন।' আমার পাশ থেকে কেউ একজন বলল।

'অভিনন্দন।' সকলেই বলল।

একজন রক্ষী সাথে সাথে সামনে এসে বলল আমরা যেন চুপ থাকি। কারণ আমরা অন্যান্য তীর্থযাত্রীদেরকে বিরক্ত করছি।

'আমরা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি।' আমাদের দলের একজন বললেন।

'তারাও অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে।' রক্ষি একটু দূরে বৃষ্টির মধ্যে প্রার্থনারত অন্য দল তীর্থ যাত্রীদেরকে ইশারা করে বলল। 'দেখুন তারা নিরবে প্রার্থনা করছে।'

আমি চাচ্ছিলাম আমার বন্ধুটির সাথে একদম একা একা থাকতে। এই জায়গা থেকে অনেক দূরে তার হাত ধরে একা থাকব আর আমি কীরকম অনুভব করছিলাম সেটা তাকে বলব।

সেই ঘরটা নিয়ে, আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে, আমাদের ভালোবাসা নিয়ে আরো অনেক কথা বলার প্রয়োজন।

আমি তাকে নিশ্চিত করতে চাইছিলাম যে তাকে নিয়ে আমার অনুভব কত শক্তিশালি, তাকে জানাতে চাচ্ছিলাম যে তার স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে। কেননা আমি তার পাশেই আছি, তাকে সাহায্য করব।

রক্ষী আবারো সেরকম করলে তখন সেখানকার পাদ্রীরা নিচু স্বরে প্রার্থনা করা শুরু করল।

আমরা আরো সামনে এগুনোর পর দেখতে পেলাম অসংখ্য লোক মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছে।

'এই লোকগুলো কে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এরা হলো ক্যারেশমাটিক লোক, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন অনুসারী।' সে উত্তরে বলল।

আমি এদের কথা আগে শুনেছিলাম। কিন্তু তাদের এই নাম দিয়ে আসলে কি বুঝায় সেটা আমি জানি না। সে বুঝতে পারল যে আমি কিছুই বুঝি নি।

'এই মানুষগুলো পবিত্র সেই আগুনকে গ্রহন করেছে। যেই আগুন যীশু রেখে গিয়েছিল আর খুব অল্প সংখ্যক লোকই সেই আগুন দিয়ে তাদের প্রদীপ জ্বালাতে পেরেছে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সত্য লোকদের কাছাকাছি এই লোকেরা।' আমার বন্ধু বলল। 'তারা সূর্যের পোশাক পরা এক নারীর মাধ্যমে পথ প্রদর্শিত হচ্ছে। সেই নারী হলো মেরিমাতা।' চোখের ইশারায় সে মূর্তির দিকে ইংগিত করে বলল।

'তুমি শীতে কাঁপছ। এখানে তোমার থাকার দরকার নেই।' সে বলল।

'তুমি কি এখানে থাকবে?'

'হ্যাঁ। এটাই আমার জীবন।'

'তাহলে আমিও এতে অংশগ্রহণ করব।' আমি বললাম যদিও এর থেকে দূরে থাকতেই আমার ইচ্ছে করছিল। 'এটা যদি তোমার পৃথিবী হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে এর অংশ হওয়া যায় সেটা আমি শিখব।'

দলের লোকজন গান গাইতে থাকল। আমি চোখ বন্ধ করে তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকলাম। তাদের শব্দগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম। যদিও ফরাসি ভাষার একটা শব্দও আমি বুঝতে পারছিলাম না।

এটা নিশ্চই খুব শিগগির শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা দুজন আবার সেন্ট সেভিনে আমাদের ডেরায় ফিরে যাব। কেবলমাত্র আমরা দুজন।

আমি আস্তে আস্তে গানের সুরের সাথে তাল মেলাতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারলাম সংগীতটা আমাকে স্পর্শ করছে। যেন এই সংগীতের নিজস্ব একটা জীবন আছে। এটা আমাকে মুগ্ধ করে ফেলছে। বাইরের শীত আমার কাছে কমে আসছিল। সংগীতের সুর আমার কাছে আরো ভালো লাগছিল। এটা আমাকে অতীতের সময়গুলোতে নিয়ে যাচ্ছিল যখন ঈশ্বর আমার অনেক কাছে ছিলেন আর আমাকে সাহায্য করেছেন।

আমি যখন এই সংগীতের কাছে নিজেকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলাম তখনই সংগীতের সুর বন্ধ হয়ে গেল।

আমি চোখ মেলে তাকালাম।

আমার পাশে প্রহরী ছিল না। বরং সেখানে একজন পাদ্রী ছিলেন। সে আমাদের দলের অন্যান্য পাদ্রীদের কাছে কয়েক মুহূর্ত ফিসফিস করে কিছু বলল।

আমাদের পাদ্রী আমাদের দিকে ফিরে বলল,'আমাদের প্রার্থনা আমরা নদীর ওপারে গিয়ে করব।'

৬৯ ৬৯ ৬৯

আমরা খুব নিরবে হেঁটে হেঁটে সাকো পার হয়ে কৃত্রিম গুহার সামনে দিয়েই নদীর ওপার চলে গেলাম। নদীর ওপারটা সত্যিই খুব সুন্দর। গাছগাছালিতে ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নদীটা এখন আমাদেরকে সেই গুহা থেকে পৃথক করে রেখেছে।

এখান থেকেই আমরা উজ্জ্বল আলোকময় ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা অন্য প্রার্থনাকারীদেরকে কোনো রকম বিরক্ত না করেই উঁচু স্বরে গান গাইতে পারব।

আমাদের চারপাশের লোকজন তাদের মুখ আকাশের দিকে তুলে বৃষ্টির ফোঁটা মুখে মেখে চিৎকার করে গান গাইতে থাকল।

কেউ কেউ তাদের হাত দুটোকে উঁচুতে তুলে ধরল। একটু পরে দেখাদেখি সবাই তাদের সাথে যোগ দিল, গানের তালে তালে ছন্দে ছন্দে তারা হাত নাচাতে লাগল।

আমি এই রকম একটা মুহূর্ত থেকে দূরে থাকতে চাইছিলাম আবার একই সাথে খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের কার্যকলাপ দেখে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতেও খুব ইচ্ছে করছিল।

আমার পাশে একজন যাজক স্পেনিশ ভাষায় গান করছিল। আমি তার সাথে সাথে শব্দগুলো পুনরায় বলার চেষ্টা করছি। তারা মেরিমাতার কাছে বর্তমান নিয়ে প্রার্থনা করছিল আর বলছিল যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তাদের মাথার উপর আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ছে।

'তোমার আশীর্বাদ আমাদের ওপর ঝরে পড়ুক।' আরেক পুরোহিত স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় শব্দগুলো বলল।

এর পরের ঘটনাটা একদম অভাবনীয়।

উপস্থিত সব মানুষ এমন ভাষায় কথা বলা শুরু করল যে ভাষাটা আমি জীবনেও শুনি নি।

তারা যত না কথা বলছিল তার চেয়ে বেশি শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাদের কথাগুলো আত্মার ভেতর থেকে ভেসে ভেসে আসছে।

আমার বন্ধুর সাথে গির্জার ভেতর যে কথা বার্তাগুলো হয়েছিল আমি সেগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম। আমি যখন তাকে প্রত্যাদেশের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম সে বলেছিল সকল বিজ্ঞতা হলো তোমার আত্মা কি বলছে সেটা মন দিয়ে শোনার ফল।

উপস্থিত সকলেই নদীর ওপারে কুমারী মাতার মূর্তির দিকে স্থির হয়ে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল সবাই ঘোরের ভেতর চলে গেছে। চারপাশে আমার বন্ধুকে খুঁজলাম। সে আমার থেকে একটু দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দুটো আকাশের দিকে ওঠানো। সে খুব দ্রুত কিছু একটা বলছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন মেরিমাতার সাথে কথা বলছে।

সে হাসছিল, মাথা নাড়ছিল তাকে দেখে সত্যিই অবাক লাগছিল।

এটাই হলো তার জগৎ। আমি ভাবলাম।

পুরো দৃশ্যটাই আমাকে ভয় পাইয়ে দিল।

আমার পাশে যে লোকটাকে আমি সারা জীবনের জন্য চেয়েছিলাম সেই মানুষটা আমাকে বলেছিল ঈশ্বর নিজেও একজন নারী। সে খুবই দুর্ভেদ্য ভাষায় কথা বলছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে আছে গভীর ঘোরের ভেতর।

পাহাড়ের উপর ঘরগুলো ক্রমশই মিথ্যে মনে হচ্ছে। আশপাশের এই দৃশ্য যদি পৃথিবীর অংশ হয়েই থাকে তাহলে আমার বন্ধুটি এর মধ্যেই এটা ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে গেছে।

মাদ্রিদে আমাদের সম্মেলন থেকে শুরু করে একসাথে আমাদের সকল দিন মনে হচ্ছিল একটা স্বপ্ন, আমার জীবন আর বাস্তব জগতের মাঝে একধরনের অভিযান। একই সময়ে সেই স্বপ্নের মধ্যে এই জগতের সুঘ্রাণ, প্রেমের স্পর্শ, নতুন অভিযানের স্বাদ লেগেছিল।

আমি চারপাশে আবারো তাকালাম।

আমার কাছে এটা পরিষ্কার হলো স্কুলে আমরা যে ক্যাথলিজম শিখেছিলাম এটা সেই ক্যাথলিজম না।

এভাবে আমার জীবনে আমি এই মানুষটাকে কল্পনা করি নি।

একজন মানুষ আমার জীবনে! নিজের ভাবনায় আমি নিজেই অবাক হয়ে বললাম।

নদীর তীর ধরে ওপারের গুহাটার দিকে তাকিয়ে আমার একই সাথে ভয় আর ঈর্ষা হচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল কারণ এসব কিছুই আমার কাছে একদম নতুন ছিল। আর নতুন যে কোনো বিষয়ই আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়।

আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ছিলাম এই জন্য যে এই মানুষটার ভালোবাসা আমি যতটুকু ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে তার চেয়েও অনেক মনে হচ্ছিল আমার কাছে।

আমার মাতা আমাকে নিচু মন আর স্বার্থপরতার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও।

আমাদের বাসা ছেরে তার এই সত্য পথ ধারণ করার জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছিল। কিংবা সে যদি আর সেমিনারিতে ফিরে না আসে তাহলে সেই পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাকে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হবে? কে জানে?

এখানে যারা ছিল তারা সবাই নিজের কাজের উপর গভীর মনোযোগ দিয়ে রেখেছিল।

শুধু মাত্র আমি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম আর সে ফেরেস্তাদের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ করেই আমার ভেতর থেকে ভয় আর ঈর্ষা দূর হয়ে সেখানে প্রশান্তি আর কৃতজ্ঞতা এসে ভর করল। ফেরেস্তারা কারো সাথে কথা বলছে, শুধু মাত্র আমি একা।

আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে কে আমাকে এই অদ্ভুত ভাষায় কথা বলার জন্য প্রণোদিত করছিল। হতে পারে আমার বন্ধুর সাথে কথা বলার তাকে আমার এই মুহূর্তের অনুভূতিগুলো জানানোর প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিংবা হতে পারে আমার আত্মার সাথেই খুব কথা বলার প্রয়োজন আমার। কারণ আমার মনের ভেতর অনেক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোর উত্তর আমাকে পেতেই হবে।

আমি বুঝতে পারলাম না আমার কি করা উচিত। খুব হাস্যকর লাগছিল আমার কাছে সব কিছু।

আমার চারপাশে কত পুরুষ, নারী, ছাত্র, কমবয়সী তরুণ তরুণি, গির্জার পুরোহিত। পবিত্র শক্তিকে আমার ভেতরের ভয় তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই লোকগুলোই আমাকে উৎসাহিত করছিল।

তুমি চেষ্টা করো। আমি নিজেকে বললাম। *তোমাকে যা করতে হবে প্রথমে মুখটা খোলো তারপর যে কথাটা তুমি বোঝো না সেটাই বলার চেষ্টা করো।* আমি এভাবেই সে রাতে প্রার্থনা করলাম, সেই রাতটা পরদিন সকাল হয়ে দিন পার হয়ে গেল।

আমি বুঝতেই পারলাম না কীভাবে এটা শুরু হলো।

আমার জন্য এক নতুন জগতের আরম্ভ হলো।

ঈশ্বর নিশ্চই আমার কথা শুনেছেন। কথাগুলো আমার কাছে আস্তে আস্তে আরো সহজ হয়ে উঠল। আমার ভেতর থেকে সমস্ত বিব্রতভাব দূর হয়ে গেল, আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আর প্রার্থনার কথাগুলো আরো দ্রুত আমার মুখ থেকে বের হতে লাগল। যদিও আমি একটা কথাও বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু ঠিক আমার আত্ম দিয়ে সব কিছুই উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

আমি কি করছিলাম এখন তার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এ স্বাধীনতা আমাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে গেল যেখানে রয়েছে এমন একজনের ভালোবাসা যা সব কিছুকে ক্ষমা করে দেয়।

মনে হচ্ছিল আমার বিশ্বাস ফিরে আসছে।

আমি ভালোবাসার অলৌকিকতায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল মেরি-মাতা আমাকে তার কোলে তুলে নিয়েছেন।

কোনো কিছু না বুঝেই আমি কাঁদতে শুরু করলাম।

এক রকম আনন্দ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যেই আনন্দ আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যে ভয় এতদিন নিয়ন্ত্রণ করত তাকে ভাসিয়ে দিল।

আমি চোখ মেলে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে স্বর্গের দিকে তাকালাম। বুঝতে পারলাম আমার চোখের পানি বৃষ্টির পানিতে ধুইয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবী জেগে আছে। উপর থেকে স্বর্গের অলৌকিকতার ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে।

আমরা সকলেই সেই একই অলৌকিকতার অংশ।

ঈশ্বর যদি একজন নারী হতেন তাহলে কতই না ভালো হতো। আমি নিজেকেই বললাম।

আমার চারপাশের সবাই বিড়বিড় করে বলল *এটা যদি সত্যিই হয় তাহলে নিশ্চয় ঈশ্বরের নারী রূপ আমাদেরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।*

'চলো আমরা অষ্টম তাঁবুর প্রার্থনা শুরু করি।' একজন পুরোহিত স্পেনিশ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথাটা বলল।

আমি আবারো সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। কি ঘটতে যাচ্ছে এখানে?

একজন কেউ এসে আমার কাধে তার হাত রাখল। অন্য আরেকজন এসে ঠিক একইভাবে আমার কাঁধে হাত রাখল। এভাবে আমরা আটজন একে অপরের কাঁধে হাত রেখে ঠিক আটের মত করে একটা বৃত্ত তৈরি করলাম। তারপর আমরা সামনে ঝুঁকে একজন আরেকজনের মাথা স্পর্শ করলাম।

আমাদেরকে দেখে তখন মানব তাঁবুর মতো মনে হচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ার শব্দ বেড়ে গেছে কিন্তু কেউ সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছে না।

আমাদের মধ্য থেকে একজন প্রার্থনা শুরু করল আর বাকিরা আমিন বলতে থাকল।

আমি নিজেকে দেখে আবারো অবকা হলাম। আমি একেবারে শিশুর মতো প্রার্থনা করছিলাম। আমি বিশ্বাস করছিলাম যে আমাদের প্রার্থনা নিশ্চই কবুল হবে।

আমরা এক সাথে প্রার্থনা করতে থাকলাম। আমি আবারো মুক্ত স্বাধীন হওয়ার অনুভূতি টের পেলাম।

অনেক বছর ধরে আমি নিজের অন্তরের সাথে যুদ্ধ করছি। কেননা আমি দুঃখ, কষ্ট, অবহেলাকে খুব ভয় পেতাম।

আমি এখন জানি সত্যিকারের ভালোবাসা সব কিছুর উপরে। আমি জানি তুমি যদি ভালো না বাসতে পারো তাহলে তোমার মরে যাওয়াটাই ভালো।

আমি কেবল ভাবতাম শুধু অন্য মানুষগুলোরই ভালোবাসার জন্য একধরনের উদগ্রীব আর পাগলামো আছে। কিন্তু আমি এখন আবিষ্কার করেছি আমিও ভালোবাসার যোগ্য। প্রতিটি পেনি হিসেব করলে ভালোবাসার মূল্য অনেক।

আমাকে এসব চিন্তা বন্ধ করতে হবে। যে অনুষ্ঠান চলছে সেদিকে আমার মনোযোগ দিতে হবে।

আমাদের দলটাকে যে পুরোহিত নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি বললেন আমরা যেন আট আকৃতির তাঁবুটা ভেঙে এখন অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা শুরু করি।
প্রত্যেকেই বৃষ্টির মধ্যে নেচে গেয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা শুরু করল। লোকজন এখন অদ্ভুত সব ভাষায় কথা বলা শুরু করল।
একজন মহিলা চিৎকার করে বলতে থাকল যে এখানে কারো মেয়ে অসুস্থ আছে সে যেন জানে যে তার মেয়েটা অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবে।'
প্রার্থনাকারিরা উৎসাহের সাথে তাদের প্রার্থনা করছিল। মাঝে মাঝে সেই মহিলার কথা শোনা যাচ্ছে।
'এখানে কেউ একজন আছে যার মা কিছু দিন আগে মারা গেছে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে তার মা এখন মহান আনন্দময় স্বর্গে আছে।'
খুব গোপনে আমাকে যে অলৌকিকতার কথা বলা হয়েছিলা সেই অলৌকিকতায় আমিও বিশ্বাস করা শুরু করলাম।
আমি আশা করছিলাম সেই গলার স্বরটা যেন বলে ভালোবাসা হলো ফেরেস্তা, সাধুদের আর মহান ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

❛❜ ❛❜ ❛❜

আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে এই অনুষ্ঠান কতক্ষণ চলবে।

আমার চারপাশের লোকজন অবিরত কথা বলে যাচ্ছে, প্রার্থনা করছে, নাচছে, উপরের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করছে, তাদের চারপাশে যেসব লোকজন আছে তাদের জন্য, যারা সেখান অনুপস্থিত তাদের জন্য এবং প্রার্থনা করছিল অলৌকিক ক্ষমতার জন্য।

অবশেষে যে যাজক অনুষ্ঠানটিকে পরিচালনা করছিলেন তিনি বললেন যে আসুন আজকে এখানে প্রথমবারের জন্য যারা এসেছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি।'

বোঝা গেল আমিই তাহলে এখানে নতুন নই আরো অনেকে আছে। এটা আমাকে বেশ স্বস্তি দিল।

সকলেই প্রার্থনা শুরু করল। এখন আমার শুধু শোনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

আমি কেবল তাদের প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছিলাম।

আমার প্রয়োজন ছিল অনেক।

'চলো আমরা আশীর্বাদগুলো গ্রহণ করি।' যাজক বললেন।

জনতার ভিড় নদীর ওপারে অস্পষ্ট যে গুহামন্দির ছিল সেদিকে ঘুরে গেল।

পুরোহিত নানা ধরনের প্রার্থনা করলেন। তারপর সকলে চুমু খেল, একে অপরের জন্য শুভ কামনা করল, তারপর নিজ নিজ রাস্তায় হাঁটা দিল।

আমার বন্ধু কাছে আসল। তাকে স্বাভাবিকভাবেই খুব সুখি দেখাচ্ছিল।

'তুমি ভিজে গেছ।' সে বলল।

'তুমিও তো।' আমি হেসে বললাম।

আমরা হেঁটে গাড়িতে উঠলাম। সেইন্ট সেভিনের দিকে রওনা দিলাম।

আমি সেইন্টসেভিনে যাওয়ার জন্য খুব উদগ্রিব থাকলেও এই মুহূর্তে আমি কী বলব সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

আমি এমনকি সেই পাহাড়ের ভেতর ঘরের বিষয়ে কিংবা অনুষ্ঠানের বিষয়ে অথবা অদ্ভুত সেই ভাষা কিংবা তাঁবুপ্রার্থনার বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলেও কিছু বলতে পারছিলাম না।

সে দুইটা জগতে বাস করে। কখনো এটাতে থাকে আবার কখনো ওটাতে। আমাকে বের করতে হবে সে কোথায় কখন থাকে।

আমরা যখন ঘরে ফিরে আসলাম তখন সে বলল,'আমার কেবল একটাই সোয়েটার আছে। তুমি এটা নাও। আমি কালকে আমার জন্য আরেকটা কিনে নেব।'

'আমাদের কাপড়গুলো হিটারের উপর রাখলে আশা করি আগামীকালের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। গতকাল আমি একটা জামা ধুয়ে রেখেছিলাম এখন সেটা পরব।'

কয়েক মিনিট আমরা আর কিছুই বললাম না।

অবশেষে সে ব্যাগ থেকে একটা শার্ট বের করে আমাকে দিয়ে বলল,'তুমি এটা পরে ঘুমাতে পারো।'

'বাহ্ খুব ভালো।' আমি উত্তরে বললাম।

বাতি থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারে আমার ভেজা কাপড়গুলো খুলে হিটারের উপর রাখলাম।

জানালা দিয়ে বাইরের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় সে নিশ্চই আমাকে আবছা নগ্ন দেখতে পেয়েছিল।

যাই হোক আমি শার্টটা পরে চাদরের নিচে চলে গেলাম ঘুমানোর জন্য।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আমি শুনতে পেলাম সে বলল।

'আমি শিখছি কীভাবে তোমাকে ভালোবাসতে হয়ে।'

আমার বন্ধু একটা সিগারেট ধরাল।

'তুমি কি মনে করো সঠিক সময়টা এসে গেছে?' সে বলল।

আমি জানতাম সে কী বোঝাতে চাইছে। আমি উঠে তার বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম।

তার সিগারেটের আলোয় আমাদের মুখ দুটো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে আমার হাত ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকল। আমি তার মাথার চুলের ভেতর আমার হাতের আঙুলগুলো চালালাম।

'এই বিষয়ে তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত হয় নি।' আমি বললাম। 'ভালোবাসার কোনো প্রশ্নের দরকার পড়ে না। ভালোবাসাটা বর্ণনা করা সত্যিই কঠিন। তুমি যদি চিন্তা করা বন্ধ করো তাহলে ভীতত্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই যেভাবে তুমি জিজ্ঞেস করছ সেভাবে বলা ঠিক না। যেভাবে তুমি ইতিপূর্বে ঝুকি নেওয়ার কথা বলেছ।'

'আমি জানি আগে আমি কখনোই জিজ্ঞেস করি নি।'

'তুমি ইতোমধ্যেই আমার হৃদয়কে দখল করে ফেলেছ।' আমি তাকে বললাম। 'আগমীকাল তুমি চলে যাবে। কিন্তু এই কয়েকদিনের অলৌকিকতাকে আমরা সারা জীবন মনে রাখব। আমি মনে করি ঈশ্বর তার বিজ্ঞতা দিয়ে স্বর্গে সব কিছু রেখে দিয়েছেন। ফলে আমরা সব সময় সচেতন থাকব যাতে করে দুঃখকে না ভুলি যেভাবে ভালোবাসার আনন্দকে মনে রেখেছি।'

আমার মুখটা সে তার হাত দিয়ে ধরে বলল,'তুমি সব কিছু খুব দ্রুত শিখে ফেল।'

আমি নিজে খুব অবাক হলাম। তবে মাঝে মধ্যে তুমি যদি মনে করো যে তুমি কিছু জানো তাহলে তুমি সেটা আর বোঝার চেষ্টা করবে না।

'আমি আশা করি তুমি আবার এটা ভাববে না যে আমি খুব জটিল প্রকৃতির।' আমি বললাম। 'অনেক পুরুষ মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, অনেকের সাথেই আমার প্রেম হয়েছে।'

'ঠিক আজকের মতো।' সে বলল।

তার কথাটা খুব স্বাভাবিক মনে হলেও তার গলার স্বর থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম সে এই বিষয়ে কিছু শুনতে চায় না।

'কিন্তু আজকের এ সকাল থেকে আমি আবিষ্কার করলাম যে সত্যিকারের ভালোবাসা আমি এতদিন পর আবিষ্কার করেছি। এটা বোঝার চেষ্টা করো না। কারণ একমাত্র মেয়েরাই আমি কি বলতে চাইছি সেটা বুঝতে পারবে।'

আমার বন্ধু আমার মুখটাকে আগলে ধরল। আমি তার ঠোঁটে খুব মৃদু ভাবে চুমু খেলাম। তারপর বিছানায় চলে গেলাম ঘুমানোর জন্য।
আমি নিশ্চিত ছিলাম না কেন আমি এটা করলাম।
আমি কি তাকে আমার আরো কাছে বন্দি করতে চাইছি নাকি তাকে মুক্ত করতে চাইছি।
এটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমি এখন ক্লান্ত।
আমার জন্য রাতটা ছিল সত্যিকারের শান্তির একটা রাত। আমি যদিও ঘুমিয়েছিলাম তারপরেও আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন জেগে আছি। একজন পুণ্যবতী মহিলা আমাকে তার কোলে নিয়ে ঘুম পারাচ্ছে।
আমি নিজেকে ভালোবাসায় সুরক্ষিত মনে করছিলাম।

প্রচণ্ড গরমে সাতটার সময়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল।
কাপড়গুলো শুকানোর জন্য আমি হিটারটারের মিটার বেশি দিয়ে রেখেছিলাম। বাইরে এখনো অন্ধকার। তাই আমি খুব আস্তে আস্তে কোন শব্দ না করে আমার বন্ধুর ঘুম না ভাঙিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম।
কিন্তু আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম দেখলাম আমার বন্ধু সেখানে নেই।
আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আমার ভেতর থেকে তখন দ্বিতীয়জন উঠে এসে বলল, 'দেখলে তুমি যেই রাজি হলে অমনি সে চলে গেল যেভাবে সব পুরুষ মানুষেরা যায়।'
আমার অস্থিরতা মুহূর্তেই আরো বেড়ে গেল। কিন্তু আমি নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাচ্ছিলাম না।
আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি এখনো আছি। তুমি যদি বাতাসকে পথ ঘুরিয়ে দিতে বলো, দরজাটা খুলে দাও তাহলে ভালোবাসা তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা যদি কাজগুলো দ্রুত করি তাহলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ খুব দ্রুত আমরা নিতে পারব।'
আমি বাস্তবতার সাথে চিন্তা করার চেষ্টা করলাম।
আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন বলল,' সে চলে গেছে। এখন তোমাকে এখান থেকেই উঠে দাঁড়াতে হবে। তোমার জীবন পড়ে আছে জারাগোজায়, সেখানে তোমার সব। তোমার সব কিছু হারানোর আগে তুমি এখনই সেখানে চলে যাও ।'

নিশ্চই তার কোনো যৌক্তিক কারণ ছিল। আমি ভাবলাম।

'সব পুরুষ মানুষেরই কোনো না কোনো কারণ থাকে।' আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন বলল। 'তবে বাস্তবতা হলো তারা সবাই পালিয়ে যেতে পছন্দ করে।'

ঠিক আছে ঘটনা যদি এই রকমই হয়ে থাকে তাহলে আমাকে আগে ঠিক করতে হবে কীভাবে আমি স্পেন যাব।

'ঠিক আছে এবার আসো বাস্তবতা নিয়ে কথা বলি। এখন আসল সমস্যা হলো টাকা।' আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন বলল।

আমার কাছে একটা সেন্টও ছিল না।

আমাকে এখন নিচের সিঁড়িতে গিয়ে আমার বাবা মার সাথে যোগাযোগ করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য টিকেটের টাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু এটাতো ছুটির দিন। আগামীকাল ছাড়া টাকা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

আমি এখন কী খাব? আমার বাড়ির মালিককে কীভাবে বোঝাব যে তাদের পাওনা শোধ করার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

'ভালো হয় কাউকেই কিছু না বলা।' আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন বলল।

ঠিক আমার ভেতরের যে দ্বিতীয় মেয়েটা আছে সে অনেক অভিজ্ঞ। অনেক কিছুর মুখোমুখি সে হয়েছে। সে ঠিকই বলেছে।

আমাকে এখন স্বাভাবিকভাবে আমার বন্ধুর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর যখন দেশ থেকে আমার টাকা আসবে তখন আমি এখানকার ভাড়া বাড়ির বিল শোধ করে দেব। তার আগে কিছুই বলা ঠিক হবে না।

আমার ভেতরের দ্বিতীয়জন বলল,'খুব ভালো। তুমি ঠিক আগের শক্ত বাস্তববাদি মেয়েটার মতোই কাজ করছ। দুঃখ করো না। সামনের দিনগুলোতে তুমি আরো কাউকে পাবে। যাদেরকে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই তুমি ভালোবাসতে পারবে।'

হিটারের উপর থেকে আমার কাপড়গুলো আমি নামিয়ে আনলাম। কাপড়গুলো শুকিয়ে গেছে। আমাকে এখন গ্রামের আশপাশে কোনো ব্যাংক আছে কিনা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর একটা ফোন করতে হবে।

এসব কিছু আমি স্বাভাবিক ভাবে যখন চিন্তা করতেই পারছি তখন শুধু শুধু দুঃখ পেয়ে কান্নাকাটি করে লাভ কী।

আমি সব কিছু যখন গুছিয়ে নিলাম তখনই আমার বন্ধুর নোটটা দেখতে পেলাম।

আমাকে সেমিনারিতে যেতে হয়েছে। তোমার সব কিছু গুছিয়ে নাও। আজকে রাতেই আমরা স্পেন যাব। দুপুরের পর আমি ফিরে আসছি। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।

কাগজটা আমার বুকের ভেতর রেখে একই সাথে কান্না আর প্রশান্তি পেল। আমি তাকে ভালোবাসি। প্রতিটি মিনিটেই আমার ভালোবাসা বড় হচ্ছে আর আমাকে পাল্টে দিচ্ছে। ভবিষ্যতের ওপর আমার আবারো বিশ্বাস বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করল। এসব কিছুই হচ্ছে ভালোবাসার জন্য।

আমার ভেতরের দ্বিতীয়জনের দরজাটা বন্ধ করে বললাম,'*আমার নিজের অন্ধকার নিয়ে আমি আর কখনো কথা বলব না। চতুর্থ তলা থেকে নিচে পড়ে গেলে যে ব্যথা হবে একশ তলা থেকে পড়লেও সেই ব্যথা হবে।*'

আমি যদি পড়েই যাই তাহলে এটা অনেক উচু থেকে পরব।

" " "

'বাইরে যেও না ক্ষুধার্ত।' বাড়ির মহিলাটা বলল।

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কীভাবে স্পেনিশ বলছ।' আমি অবাক হয়ে বললাম।

'সীমান্ত এখান থেকে খুব দূরে না। স্পেনিশ না জানলে আমি ঘর ভাড়া দিতে পারব না।'

মহিলাটা আমার জন্য কয়েকটা টোস্ট আর কফি বানিয়ে আনল। আমি দিনটার জন্য নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে ফেলেছিলাম। দিনের এক একটা ঘণ্টা আমার কাছে এক একবছরের মতো মনে হয়েছিল।

'তোমরা দুজন বিয়ে করেছ কতদিন হবে?' মহিলাটা বলল।

'আমি এই ছেলেটাকেই জীবনে প্রথম ভালোবেসেছি।' এর চেয়ে বেশি কিছু আমার বলতে ইচ্ছে করছিল না।

'তুমি কি পাহাড়ের ঐ চূড়াটা দেখতে পাচ্ছ?' মহিলাটা বলতে থাকল। 'ঐ পাহাড়েই আমার প্রথম ভালোবাসার মৃত্যু হয়েছিল।'

'তুমি কিন্তু আবার অন্য কাউকে খুঁজে পেয়েছ।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ আমি পেয়েছি। আমি আবারো সুখ খুঁজে পেয়েছি। ভাগ্য একটা অত্যন্ত আজব জিনিস। আমি এমন কাউকে পাই নি যে তার প্রথম ভালোবাসাকে বিয়ে করতে পেরেছে। আর যারা সেটা করেছে তাদের সবাই আমাকে বলে যে তারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার অভাব অনুভব করছে।'

হঠাৎ করেই মহিলাটা কথা বলা বন্ধ করল।

'আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে হতাশ করতে বা দুঃখ দিতে চাই নি।' মহিলাটা বলল।

'আমি মনে কষ্ট পাই নি।'

'আমি ঐ বাড়িটার কুয়োটাকে সব সময় দেখি। ভাবি আগে কেউ জানতই না যে পানি কোথায় আছে। তখন সেইন্ট সেভিন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি একটা কুয়ো খুড়বেন। তারপর তিনি এই কুয়োটা খুড়লেন। সেইন্ট সেভিন যদি ঐ কুয়োটা না খুড়তেন তাহলে গ্রামটা ঐ দূরে নদীর পাশেই থাকত।'

'কিন্তু ভালোবাসার সাথে এটার কী সম্পর্ক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই কুয়োটার কারণেই লোকজন এখানে আসে। তাদের ভালোবাসা, স্বপ্ন আশা হতাশা নিয়ে কথা বলে। কেউ কেউ পানির দিকে তাকায়। কেউ কেউ কুয়োর পানির প্রবাহ যেখান থেকে হচ্ছে সেখানে একত্রিত হয়। আমি মনে করি যখন আমরা ভালোবাসার জন্য এটার দিকে তাকাই তখন ভালোবাসাও সেদিকে তাকায়। আমরা যখন একা হয়ে পড়ি তখন জীবন সত্যিই খুব অদ্ভুত হয়ে উঠে।'

'তুমি কি কখনো *আই চিঙ* নামের কোনো বইয়ের কথা শুনেছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না আমি শুনি নি।'

'এই বইটাতে বলা আছে, একটা শহর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে কিন্তু একটা কুয়ো কিছুতেই পারে না। এই ঝর্ণটার পাশে লোকজন তাদের ভালোবাসার কথা বলে, তাদের মনের তৃষ্ণা মেটায়, নিজেদের ঘরবাড়ি বানায়, সন্তানরা বড় হয়। এখান থেকে যখন তাদের কেউ চলে যেতে চায় তারা চলে যেতে পারে কিন্তু এই কুয়োটা কিছুতেই তাদের সাথে যেতে পারে না। ভালোবাসা সেখানেই পরিত্যাক্ত থেকে যায়। এমনকি আরো পরিষ্কার পানি দিয়ে কুয়োটা পূর্ণ হলেও।'

'লক্ষ্মী মেয়ে তুমি একেবারে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কোনো নারীর মতো কথা বলছ।' মহিলাটা বলল।

'না আমি সব সময়ই খুব ভীত ছিলাম। আমি কখনোই কোন কুয়ো খনন করি নি। কিন্তু আমি সেটা এখন করার চেষ্টা করছি। আর এখানে কি ঝুঁকিটা আছে আমি সেটাকেও ভুলতে চাই না।'

কথা বলতে বলতে আমার পকেটে কিছু একটা আমি টের পেলাম। যখন আমি অনুভব করলাম এটা কি আমার বুক ভয়ে জমে গেল। আমি দ্রুত কফি শেষ করলাম।

চাবি। আমার কাছে চাবি।

'এই শহরে একজন মহিলা ছিলেন যিনি মারা যাওয়ার পর তার সব কিছুই সেমিনারিদেরকে দিয়ে গিয়েছেন। আপনি কি তার বাড়িটা চেনেন?' আমি মহিলাটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

মহিলাটা দরজা খুলে আমাকে বাড়িটা দেখাল। এই খোলা প্রাঙ্গনে সেই মহিলাটার বাড়িই সবচেয়ে পুরাতন। বাড়িটার পেছন থেকে অনেক দূরে পাহাড়গুলো দেখা যায়।

'মাস দুয়েক আগে দুজন পুরোহিত এই বাড়িটাতে এসেছিল।' মহিলাটা বলল। 'এবং....' মহিলাটা থেমে আমার দিকে সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল। 'তাদের মধ্যে একজনকে একেবারে হুবহু তোমার স্বামীর মতো দেখাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ তিনিই ছিলেন।' আমি উত্তরে বললাম।

আমার কথা শুনে মহিলাটা একদম অবাক হয়ে গেল। কি করবে বুঝতে পারছিল না।

আমি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ঘরের চারপাশটার ভেতরে কুয়াশার ঝুল। আমার মনে হচ্ছিল বাদামি রঙের কোনো অদ্ভুত একটা জন্তু বের হয়ে এসে আমাকে আরো অচিন কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে।

আমি বোকার মতো হাতের চাবিটা দিয়ে খেলা করছিলাম।

ঘরের ভেতরের ময়লার ঝুলগুলো এত পরিমাণ মোটা ছিল যে সেখান থেকে জানালা দিয়ে দূরে পাহাড় দেখা অসম্ভব ছিল।

ঘরটা হয়ত অন্ধকার ছিল। দরজার চৌকাঠ ভেদ করে ঘরের ভেতর সূর্যের আলো ঘরে ঢোকা ছিল অসম্ভব।

আমার বন্ধুকে ছাড়া ঘরটাকে দেখে খুব দুঃখি দুঃখি লাগছিল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। সকাল নয়টা।

অপেক্ষার এই প্রহর অতিক্রম করার জন্য আমাকে কিছু একটা করতে হবে।

অপেক্ষা করো। এটা ছিল আমার জন্য ভালোবাসার প্রথম শিক্ষা।

তোমার ভালোবাসা ফিরে আসার আগে তুমি সম্ভাবনাময় সকল ধরনের কথা বার্তা, পরিকল্পনা, তোমার উদ্বেগ সব কিছু নিয়েই তুমি চিন্তা করতে পারো।

অপেক্ষার প্রহর পাল্টে যাবে দুঃশ্চিন্তায়, আর দুঃশ্চিন্তা তোমাকে ভীত করে তুলবে, ভয় তোমাকে ভালোবাসা উপস্থাপনের জন্য বিব্রত করবে।

আমি জানতাম না আমার কোথায় যাওয়া উচিত। ফেলে আসা দিনগুলোয় আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছিল সেগুলো আমার মনে পড়ছে। এ ঘরটা ছিল স্বপ্নের প্রতীক।

কিন্তু সারাদিনতো আমি এখানে দাঁড়িয়ে কাটাতে পারব না। আমি সাহস জুগিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলাম।

" " "

'পিলার।'

ফরাসি উচ্চারণে কুয়াশার ভেতর থেকে কারো একজনের স্বর ভেসে আসল।

ভয় পাওয়ার চেয়ে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যেখানে আমরা ঘর ভাড়া করেছিলাম গলার স্বরটা হয়ত সেই বাড়ির মালিকের। আমি অবশ্য বাড়ির মালিককে আমার নাম বলি নি।

'পিলার।'

আমি আবারো খুব কাছেই শুনতে পেলাম।

আমি ঘুড়ে তাকিয়ে খোলা চত্তরের দিকে তাকালাম। একটা আকৃতি খুব দ্রুত আমার দিকে ছুটে আসছে। হতে পারে কুয়াশার ভেতর আমি যে ভূতের কথা চিন্তা করেছিলাম সেটা বাস্তব হয়ে আমার দিকে ফিরে আসছে।

'একটু দাঁড়াও।' সেই লোকটা বলল। 'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

লোকটা যখন আমার কাছে আসল আমি দেখতে পেলাম তিনি একজন পুরোহিত।

'হোলা।' তার হাত দুটো ভাজ করে হাসতে হাসতে বলল।

আমি একটু অবাক হয়ে তাকে উত্তর দিলাম।

'প্রচুর কুয়াশার চারপাশটা ঢেকে রেখেছে।' পুরোহিত ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল। 'সেইন্ট সেভিন যখন থেকে পাহাড়ে বাস করা শুরু করেছেন এই ঘর থেকে চারপাশের দৃশ্যটা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তুমি নিচের উপত্যকাটা আর বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া দেখতে পাবে।'

'আপনি এখানে কী করছেন? কীভাবে আপনি আমার নাম জানলেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি কি ভেতরে যেতে চাও?' পুরোহিত কথার বিষয় পাল্টানোর চেষ্টা করে বলল।

'না! আমি চাই আপনি আমার কথার উত্তর দেন।'

পুরোহিত তার হাত দুটোকে গরম করার জন্য কিছুক্ষণ ঘসল। তারপর বসল। আমিও তার পাশে বসলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুয়াশা আরো ঘন হয়ে পড়তে শুরু করল।

আমাদের চোখের সামনে এর মধ্যেই গির্জাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কেবল কুয়োটা দেখতে পাচ্ছিলাম। মাদ্রিদের সেই মহিলাটা আমাকে কী বলেছিল আমি সেটা মনে করার চেষ্টা করলাম।

'তিনি এখন উপস্থিত।' আমি বললাম।

'কে?'

'স্বয়ং দেবী। এই কুয়াশাগুলো তিনি।' আমি উত্তরে বললাম।

'তাহলে তিনি নিশ্চয় এই বিষয় নিয়ে তোমার সাথে কথা বলবে।' পুরোহিত হাসতে থাকল।

'আপনি এখানে কি করছেন? কীভাবে আপনি আমার নাম জানলেন?' আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি এখানে তোমাদের দুজনকে দেখতে এসেছি। গতকাল একটা দল আমাকে বলেছে তোমরা দুজন সেইন্ট সেভিনে আছ। জায়গাটা খুব ছোট।'

'আমর বন্ধু সেমিনারিতে গিয়েছে।'

পাদ্রির মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। সে তার মাথাটা নেড়ে যেন নিজের সাথেই কথা বলছে এভাবে বলল,'খুব খারাপ।'

'আপনি বলতে চাইছেন সে সেমিনারিতে গিয়ে খুব খারাপ করেছে?'

'না সেটা নয়। কারণ সে সেখানে নেই। আমি এই মাত্র সেমিনারি থেকে এসেছি।'

কয়েক মুহূর্ত আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর যে ভাবনাগুলো আমার মাথায় এসেছিল আবারো সেগুলো চলে আসল। টাকা, সব কিছু গুছিয়ে নেওয়া, মা-বাবাকে ফোন করা, টিকিটের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমি এসবের কিছুই করি নি।

পাদ্রী আমার পাশে বসল। একজন শিশুর মতো আমি পুরোহিতের কাছে সব কিছু খুলে বললাম।

'সপ্তাহ খানেক আগে আমি জানতে পারলাম আমি কে, জীবনে আমি কী চাই? এখন আমার মনে হচ্ছে একটা ঝড়ে আমি আটকা পড়ে গেছি দেখে মনে হচ্ছে এখান থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই।' নিরবতা ভেঙে আমি বললাম।

'তোমার সন্দেহকে ঠেকাও। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' পাদ্রী বলল।

তার উপদেশ আমাকে অবাক করল।

'ভয় পেয়ো না।' সে আবারো বলল যেন মনে হচ্ছে সে আমার অনুভূতিগুলো জানে। 'আমি জানি চার্চের জন্য নতুন পাদ্রী লাগবে। তোমার বন্ধু সে জন্য চমৎকার একজন। কিন্তু এই জন্য তাকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে।'

'এখন সে কোথায় আছে? সে কি স্পেনে যাওয়ার জন্য আমাকে এখানে রেখে গেছে?'

'স্পেন? স্পেনে তার করার কিছুই নেই।' পাদ্রী বলল। 'তার একমাত্র ঘর হচ্ছে এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটা আশ্রম। যদিও সে সেখানে নেই। তবে আমি জানি তাকে কোথায় পাব।'

পাদ্রীর কথা শুনে আমার উৎসাহ আর সাহস ফিরে আসল। যাক আমার বন্ধু তাহলে আমাকে ছেড়ে যায় নি।

কিন্তু পাদ্রী তখনো হাসছিল না। 'তোমার এতে খুশি হওয়ার কিছু হয় নি।' পাদ্রী যেন আবারো আমার মনের কথা বুঝতে পারল।

'এটা তার জন্য ভালো হতো সে যদি স্পেন চলে যেত।' পাদ্রী বলল।

পাদ্রী দাঁড়িয়ে আমাকে তার সাথে যেতে বলল।

দুই রাত আগে আমার বন্ধুর সাথে যে রাস্তাগুলো আমরা পার হয়েছিলাম পাদ্রীর সাথে এখন সেইন্টসেভিনের সেই রাস্তাগুলো দিয়েই হাঁটছি।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা তাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি।' সে উত্তরে বলল।

'পাদ্রী আপনি আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন।' আমি হাঁটতে হাঁটতে বললাম। 'আপনি যখন বললেন সে সেমিনারিতে নেই তখন আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।'

'আমার সন্তান তুমি আমাকে বলো ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে তোমার কতটুকু ধারণা আছে।'

'খুব কম।'

পাদ্রী হেসে বলল, 'ক্যাথলিক ধর্ম বিষয়ে তুমি বেশ ভালোই জানো। কিন্তু আমি তোমাকে ক্যাথেলিজমের বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি না। আমি তোমাকে আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি।'

কয়েক মুহূর্ত আমি কিছুই বলতে পারলাম না। 'আমি ঠিক নিশ্চিত না। কিছু লোক আছে যারা সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বরের সন্ধানে বের হয়ে যায়।'

'তারা কি ঈশ্বরকে খুঁজে পায়?'

'পাদ্রী আপনিই এই বিষয়ে ভালো জানেন। আমার কোন ধারণা নেই।'

'এই বিষয়ে তোমার ভুল ধারণা আছে। যে লোক ঈশ্বরের সন্ধানে বের হয় সে কেবল তার সময়টাকেই নষ্ট করে। সে হাজার হাজার মাইল পথ হেঁটে বেড়াবে, অসংখ্য ধর্মের লোকের সাথে মিশবে, নানা মতবাদের সাথে সম্পর্ক হবে কিন্তু সে ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে না। ঈশ্বর আছেন এখানে। আমাদের চারপাশে। আমরা তাকে আমাদের চারপাশের কুয়াশায় দেখতে পাচ্ছি। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন তাঁর ফেরেস্তারা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখে। আমাদের কাজে সহায়তা করে। ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য তোমাকে চারপাশে তাকাতে হবে।

কিন্তু তার সাথে সাক্ষাৎ করা খুব সহজ কাজ নয়। কারণ ঈশ্বর যত আমাদেরকে তার রহস্যের মুখোমুখি হতে বলবেন আমরা তত পথ ভোলা হয়ে পড়ব। তিনি আমাদেরকে সব সময় বলছেন আমরা যেন আমাদের স্বপ্ন আর হৃদয়ের অনুসরণ করি। আমরা যদি একেক সময় একেক পথে ঘুড়ে বেড়াই তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুব কঠিন হবে।

অবশেষে আমরা আবিষ্কার করব যে ঈশ্বর চান আমরা সুখী হই। কারণ তিনি আমাদের পিতা।'

'এবং তিনি আমাদের মাতা।' আমি পাদ্রীর কথার সাথে যোগ করলাম।

কুয়াশা হাল্কা হয়ে আসছিল। আমি ছোট্ট একটা খামার বাড়ি দেখলাম যেখানে একজন মহিলা খড় কুড়োচ্ছে।

'হ্যাঁ ঈশ্বর হলেন মা।' পাদ্রী বললেন। 'আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করার জন্য তোমাকে সেমিনারিতে ঢুকতে হবে,কতগুলো চর্চার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এই সব কিছুই তোমাকে বিশ্বাস ও খোদাকে গ্রহণ করার জন্য করতে হবে। তারপর থেকেই আমরা সবাই ঈশ্বরের পথের অনুসারি হয়ে যাব। তার অলৌকিকতার একটা যানবাহন হয়ে যাব আমরা।'

'আমার বন্ধু এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই আমাকে সব বলেছে।' আমি পাদ্রীর কথায় বাধা দিয়ে বললাম। 'সে আমাকে এই ধারণাটাও শিক্ষা দিয়েছে।'

'আমি আশা করি তুমি ঈশ্বরের উপহার গ্রহণ করেছ। তুমি কি জানো কেন যীশুকে ক্রুসিফাইড করা হয়েছিল?'

আমি এর উত্তরে কিছু বললাম না।

পাদ্রী বললেন,'কারণ ঈশ্বর পৃথিবীতে এসেছিলেন তার ক্ষমতাকে আমাদের মধ্যে প্রদর্শন করার জন্য। আমরা তার স্বপ্নেরই অংশ। তিনি চেয়েছিলেন তার স্বপ্নটা সুখি হোক। এভাবে আমরা যদি স্বীকার করতাম যে ঈশ্বর আমাদেরকে সুখী করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে যা কিছু আমাদের দুঃখ বয়ে আনছে সে সব কিছুই আমাদের কর্মের ফল। এ কারণে আমরা সব সময় ঈশ্বরকে হত্যা করে আসছি। কখনো তাকে ক্রুসিফাইড করছি, আবার কখনো তাকে আগুনে পুরাচ্ছি, কখনো তাকে বন্দি করছি, অথবা খুব স্বাভাবিক ভাবে আমাদের অন্তর থেকে তাকে মুছে দিচ্ছি। কিন্তু যারা তাকে বুঝতে পেরেছে...'

তারাই অনেক বড় আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই পৃথিবীটাকে পাল্টে দিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে আমরা যখন সেই খামার বাড়ির কাছাকাছি চলে আসলাম তখন যেই মহিলাটা খড় কুড়োচ্ছিল সেই মহিলা দ্রুত আমাদের কাছে ছুটে আসল।

'পাদ্রী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' পাদ্রীর হাতে চুমু খেয়ে মহিলা বলল। 'সেই তরুণ ছেলেটি আমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলেছে।'

'কুমারী মাতা তোমার স্বামীকে সুস্থ করেছে।' পাদ্রী বলল। 'ছেলেটা ছিল কেবল একটা মাধ্যম।'

গতরাতের একটা স্মৃতির কথা আমার মনে পড়ল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক আমার বন্ধুকে ইংগিত করে আমাকে বলেছিল যে আমি

এমন একজন লোকের সাথে দাঁড়িয়ে আছি যে অলৌকিক কিছু করতে পারে।

'আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।' পাদ্রী বলল।
'না না আমরা পারব না।' আমি ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে বললাম। 'আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, আমাকে একটু কফি খেতে হবে।'
মহিলাটা আমার হাত ধরল, আমরা তার বাড়িতে ঢুকলাম।
বাড়িটা খুব সাধারণ ছিল কিন্তু খুব আরামদায়ক ছিল। পাথরের দেয়াল, কাঠের মেঝে। আগুনের সামনে ষাট বছরের একজন লোক বসেছিল। লোকটা পাদ্রীকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। তার হাতে চুমু খেল।
'দয়া করে দাড়াবেন না। আপনি এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন নি।' পাদ্রী বলল।
'আমি এর মধ্যেই পঁচিশ পাউন্ড ওজন বাড়িয়ে ফেলেছি। তবে আমার স্ত্রীকে এখনো ভালোভাবে সাহায্য করতে পারছি না।' লোকটি বলল।
'ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনি আস্তে আস্তে আরো ভালো হয়ে যাবেন।'
'ঐ তরুণ ছেলেটা কোথায়?' বাড়ির পুরুষ লোকটা জিজ্ঞেস করল।
'আমি ছেলেটাকে প্রতিদিন সে যেখানে যায় সেখানেই যেতে দেখতাম, তবে আজকে দেখলাম সে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে।' মহিলাটা বলল।
পাদ্রী আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল কিন্তু কিছু বলল না।
'আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন পিতা, তার ক্ষমতা..' মহিলাটা বলল।
'মহান কুমারী মাতার ক্ষমতা।' পাদ্রী সংশোধন করে বলল।
'কুমারী মাতার ক্ষমতা আপনারও ক্ষমতা। আপনিই তাকে এখানে এনেছেন।' মহিলা বলল।
কথা শেষ করে মহিলা আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল,'আমার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করবেন।'
পাদ্রী লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে পুরুষ লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল,'আমার সামনে দাড়াও।'
বুড়ো লোকটাকে যেভাবে বলা হলো সে তাই করল।
পাদ্রী চোখ বন্ধ করে অনেক কিছু প্রার্থনা করল। বিড়বিড় করে অনেক কিছু বলল। বুড়ো লোকটার শরীরে কাঁধে তার হাত বুলিয়ে দিল। দূরে

ফায়ারপ্লেসে আগুন পট পট শব্দ করে জলছিল। পাদ্রীর সে দিকে কোন লক্ষ্য নেই। তিনি তার কাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলেন।

তারপর বললেন,'ঈশ্বর সব সময় এই ঘরে থাকবেন।'

আমার দিকে ফিরে আবার উঠে দাঁড়ানোর ইশারা করলেন।

'আপনারাতো কফি খাননি।' আমাদের চলে যাওয়া দেখে মহিলাটা বললেন।

'আমি যদি এখন কফি খাই তাহলে আমি রাতে ঘুমাতে পারব না।' পাদ্রী বলল।

মহিলাটা হেসে বিড়বিড় করে বলল,'কিন্তু এখনতো মাত্র সকাল।'

ততক্ষণে আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি।

'পাদ্রী সেই মহিলাটা একজন তরুণের কথা বলছিল যে তার স্বামীকে সুস্থ করে তুলেছে। সেই তরুণটি কি আমার বন্ধু?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ সেই।' পাদ্রী বলল।

আমি আবারো অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলাম। একদিন আগে বিলাবোতে আমাদের স্মৃতি, তারপর মাদ্রিদের সম্মেলন, এরপর অলৌকিকতা নিয়ে মানুষের কথাবার্তা আর এখন নিজেই সেটার মুখোমুখি হওয়া। সব কিছুই আমাকে ঠিক স্বস্তি দিচ্ছিল না।

আমি এমন এক মানুষের প্রেমে পড়েছি যে অলৌকিকভাবে মানুষের অসুস্থতাকে সাড়িয়ে তুলতে পারে। যে লোকটা মানুষকে তার দুঃখ থেকে প্রশান্তি দিতে পারে। অসুস্থ আর রুগ্ন মানুষকে সুস্থ আর স্বাস্থ্যবান করে তুলতে পারে।

আমার মনের স্বাভাবিক চিত্রের সাথে তার এই ক্ষমতা মিশে না বলে কি আমি আমার বন্ধুকে সরিয়ে দিব?

'শোনো বাছা নিজেকে দোষ দিও না।' পাদ্রী বলল।

'আপনি আমার মন পড়তে পারছেন।'

'হ্যাঁ আমি পারি।' পাদ্রী বলল। 'এটা আমার জন্য উপহার। কুমারী মাতা আমাকে এটা শিখিয়েছেন যাতে অস্থির মানবের আবেগকে যতটুকু সম্ভব আমি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারি।'

'আপনিও তাহলে অলৌকিক কিছু করতে পারেন?'

'আমি কাউকে সুস্থ করে তুলতে পারি না। কিন্তু পবিত্র ক্ষমতার আমিও কিছু পেয়েছি।'

'পাদ্রী তাহলে আপনি আমার হৃদয়কে পড়তে পারছেন। আপনি জানেন আমি তাকে ভালোবাসি। আমরা এক সাথেই এ পৃথিবীটাকে আবিষ্কার করেছি। আমরা এক সাথেই থাকতে চাই। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণে সে আছে আমি তাকে এখানে চাই অথবা না চাই তাতে কিছুই যায় আসে না।'

আমার পাশে যে পাদ্রীটা হাঁটছে তাকে আমি এর চেয়ে বেশি কি বলতে পারি।

এই লোকটা কখনোই বুঝতে পারবে না যে আমার আরো পুরুষের সাথে প্রেম ছিল, আমি যদি বিয়ে করতাম তাহলে এতদিনে আরো সুখী হতাম। আমি যখন ছোট ছিলাম তখনো প্রেমে পড়েছিলাম আর সোরিয়ার প্রাঙ্গনে আমার প্রেমকে হারিয়ে এসেছি।

কিন্তু অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাতে করে আমার প্রথম প্রেমকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়।

আমি মনে মনে বললাম,'পাদ্রী সুখি হওয়ার অধিকার আমার আছে। আমি যা হারিয়েছিলাম তা আবার আবিষ্কার করেছি। আমি দ্বিতীয়বার তা হারাতে চাই না। আমার সুখের জন্য যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত আমি। যদি আমি যুদ্ধে হেরে যাই তাহলে আমার অলৌকিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাবো। আপনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে একজন নারী হিসেবে আমার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ঈশ্বরকে এক পাশে সরিয়ে রাখব।'

আমি বুঝতে পেরেছি এ ছোট মানুষটা এখানে কী করতে এসেছে। সে এসেছে আমাকে বোঝাতে আমি যেন আমার বন্ধুকে ছেড়ে চলে যাই। কারণ আমার বন্ধুর আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে পাদ্রী আমার আমার পাশে থেকে আশা করবে যে আমি আর আমার বন্ধু যেন বিয়ে করে অন্যান্যদের মতো সেইন্ট সেভিনে থাকি।

পাদ্রী আমার সাথে ছোট্ট একটা চালাকি করতে এসেছে।

একটা শব্দও উচ্চারণ না করে পাদ্রী আমার চিন্তাগুলোকে পড়ছিল। অথবা সম্ভবত সে আমাকে বোকা বানাচ্ছে।

হয়ত সে জানেও না যে অন্যেরা কী চিন্তা করে।

খুব দ্রুত কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল। আমি এখন রাস্তা-ঘাট, পাহাড়ের উঁচু চূড়া, মাঠ, বরফে আচ্ছাদিত গাছ সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। আমার আবেগ পরিষ্কার হয়ে আসছে।

ধুরু!এটা যদি সত্যিই হয় যে পাদ্রী কারো মনের কথা বুঝতে পারে তাহলে আমার মনের মধ্যে কি আছে এটা তাকে পড়তে দেওয়া উচিত। তাকে বুঝতে দেওয়া উচিত গতকাল আমার বন্ধু আমার সাথে প্রেম করতে চেয়েছিল, আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিল কিন্তু আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আর আজকে আমার সেটার জন্য কষ্ট হচ্ছে।

গতকাল আমি ভেবেছিলাম সে যদি চলেই যায় তাহলেও আমার শৈশবের স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে থেকে যাবে। কিন্তু সেটা ছিল কেবলই বোকামি।

'পাদ্রী আমি তাকে ভালোবাসি।' আমি আবারো বললাম।

'আমিও তাকে ভালোবাসি। আর ভালোবাসা সব সময় নির্বোধের মতো কিছু করায়। আমার জায়গা থেকে আমি তাকে তার ভাগ্য থেকে দূরে রাখতে চাই।'

'পাদ্রী এটা সহজ হবে না। বিশেষ করে আমার দিক থেকে এটা মোটেও সহজ হবে না। গতকাল সেই গুহার কাছে প্রার্থনার সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনি যে উপহারের কথা বলছেন সেই উপহারের অলৌকিক ক্ষমতা আমারো আছে। আমার বন্ধুকে সাথে রাখার জন্য এখন আমি সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগাব।'

'তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক। আমি আশা করি তুমি পারবে।' পাদ্রী মুচকি হেসে বলল।

পাদ্রী একটু দাঁড়াল তারপর পকেট থেকে একটা জপমালা বের করে শক্ত করে সেটা ধরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যীশু আমাদেরকে কসম কাটতে নিষেধ করেছেন। আমি সেটা করছি না। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি আমি কখনোই তোমার বন্ধুর জন্য প্রথাগত কোন ধার্মিক জীবন আশা করি নি। একজন সাধারণ পুরোহিতের মতো তাকে দেখতে

চাই নি। সে অন্য কোনো উপায়ে ঈশ্বরের সেবা করতে পারে। তোমার পাশে থেকে।'

পাদ্রী যা বলছে সেটা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল।

কিন্তু সে সত্য কথাটাই বলছে।

'সে উপরে আছে।' পাদ্রী বলল।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। একটু দূরে একটা গাড়ি দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে গাড়িটা দিয়ে ভ্রমণ করেছিলাম এটা দেখতে প্রায় সেরকম।

'সে সব সময় পায়ে হেঁটে চলে। কিন্তু এখন সে আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছে যে সে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেছে।' পাদ্রী হেসে বলল।

বরফের কারণে আমার রাবারের জুতো ভিজে যাচ্ছিল। পাদ্রী খোলামেলা একটা জুতো আর উলের মোজা পরেছিল। আমরা দুজনেই পাহাড়ের উপর উঠছিলাম।

'কতক্ষণ লাগবে উপরে উঠতে?' আমি বললাম।

'খুব বেশি হলে আধঘণ্টা।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তার সাথে এবং অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।'

আমি দেখলাম পাদ্রী এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাচ্ছে না। হতে পারে সে পাহাড়ের ওঠার জন্য তার সমস্ত শক্তিকে জমা রাখতে চাচ্ছে। আমরা নিরবে হাঁটছিলাম। কুয়শা এখন পুরোপুরি কেটে গেছে। হলুদ রঙের থালার মতো সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে।

এই প্রথমবারের মতো পুরো উপত্যকাটা আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম। একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, ছড়ানো ছিটানো গ্রাম, সেইন্ট সেভিন শহর। আমি গির্জার উঁচু একটা মিনার দেখতে পেলাম যেটা আমি আগে দেখতে পাই নি। নদীর পাশে প্রাচীন ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

একটু নিচে যেখানটা আমরা কিছু আগে পার হয়ে এসেছি সেখানে একজন রাখাল তার ভেড়ার পাল চড়াচ্ছে।

'আমি ক্লান্ত। একটু দাঁড়াও এখানে।' পাদ্রী বলল।

আমরা পাথরের উপর থেকে বরফ সরিয়ে সেখানে বসে বিশ্রাম নিলাম। পাদ্রী দ্রুত শ্বাস নিচ্ছিলেন। তার পা হয়ত জমে গেছে।

'আশা করি সান্তিয়াগো আমার সক্ষমতাকে আবার ফিরিয়ে দিক। আমি তার পথে আরো একবার হেঁটে যেতে চাই।' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে পাদ্রী বলল।

পাদ্রীর কথা আমি বুঝতে না পেরে কথার বিষয় পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

'বরফের উপর অনেকগুলো পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।' আমি বললাম।

'কতগুলো শিকারিদের পায়ের চিহ্ন, কতগুলো পুরুষ আর নারীদের যারা একধরনের ঐতিহ্যে আবারো বাস করতে চায়।'

'কী ধরনের ঐতিহ্য?'

'সেইন্ট সেভিনের মতো। জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই পাহাড়ে চলে আসে তারপর ঈশ্বরের ধ্যান করে।

'পাদ্রী আমি আরো বেশি কিছু বুঝতে চাই। গতকাল পর্যন্ত আমি এমন একজন মানুষের সাথে ছিলাম যে ধর্মীয় জীবন আর বিবাহিত জীবনের মধ্যে কোনো একটা পছন্দ করতে পারছিল না। আজকে আমি জানলাম যে সেই একই মানুষ অলৌকিক অনেক কিছু করতে পারে।'

'আমরা সকলেই অলৌকিক অনেক কিছু করতে পারি।' পাদ্রী বলল। 'মহান যীশু বলেছেন আমাদের যদি একটা মুশর দানার মতোও বিশ্বাস থাকে তাহলে আমরা পাহাড়কে নড়তে বললে সে নড়বে।'

'পাদ্রী আমি ধর্মীয় কোনো পাঠ শিখতে চাই না। আমি একজন মানুষকে ভালোবাসি। আমি এখন তার বিষয়ে আরো জানতে চাই। তাকে সাহায্য করতে চাই। অন্যেরা কী করতে পারে না করতে পারে তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

পাদ্রী লম্বা করে একটা শ্বাস নিল।

কয়েকমুহূর্ত পাদ্রী ইতস্তত করে বলল,'একবার একজন বিজ্ঞানী ইন্দোনেশিয়ার একটা দ্বীপে বানরদেরকে নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তখন তিনি সেই দ্বীপের একটা বানরকে কলা খাওয়ার আগে সেটাকে পানিতে ধুয়ে খাওয়া শিখিয়েছিলেন। কারণ এতে করে কলার উপর নদীর তীরের যে বালি থাকে সেটা ধুয়ে যায়। বিজ্ঞানী এই কাজটা করেছিলেন কারণ তিনি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন যে বানরের শেখার ক্ষমতা কতটুকু। কিন্তু এর পরে কী ঘটবে সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তাকে অবাক করে দিয়ে দ্বীপের অন্যান্য বানরেরা প্রথম বানরের অনুকরণ করা শুরু করল।

তারাও কলা খাওয়ার আগে পানিতে ধুয়ে নিতে শুরু করল। পরবর্তীতে সেই দ্বীপের সব বানর কলা খাওয়ার আগে ধুয়ে নেওয়া শুরু করল। তারপর একদিন অন্যান্য দ্বীপের বানরেরাও একইভাবে কলা ধুয়ে খাওয়া শুরু করল।

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো পরবর্তীতে বিজ্ঞানী যে দ্বীপে গবেষণা করছিলেন সেই দ্বীপে এবং এর আশপাশের বানরেরা কোনো রকম যোগাযোগ ছাড়াই একই কাজ করা শুরু করল।'

এতটুকু বলে পাদ্রী থামল।

'তুমি কি বুঝতে পারলে?'

'না।' আমি উত্তর দিলাম।

'এরকম আরো অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আছে। সবচেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হলো যখন একটা নির্দিষ্ট কাজে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক জড়িত হয়ে পড়ে তখন সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সে কাজে জড়িয়ে পড়ে। আমরা জানি না কতগুলো মানুষের দরকার পড়বে কিন্তু আমরা জানি কীভাবে এটা কাজ করবে। পৃথিবীর নিজস্ব একটা আত্মা আছে। নির্দিষ্ট একটা সময়ে সেটা সবার উপর কাজ করে।'

'সেটা একটা মেয়েলি আত্মা।' আমি বললাম।

পাদ্রী হাসতে থাকল।

'চলো আমরা এগুতে থাকি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। খুব ঠাণ্ডা। একটু আগে তুমি আমার পায়ের জুতো দেখছিলে।' পাদ্রী বলল।

'আপনি কি আমার অন্তর পড়ছেন পাদ্রী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাদের ধর্মীয় বিষয়ের ধারণার জন্য আমি তোমাকে একটা গল্প বলছি। আমরা সবাই নগ্ন পায়ের সাধক।'

এই জুতোটা আমার গল্পেরই অংশ। কেউ যদি তার শরীরকে শাসন করতে পারে তাহলে সে তার ক্ষমতাকেও শাসন করতে পারবে।' পাদ্রী বলল।

'টেরেসা খুব সুন্দরী ছিল। তার বাবা তাকে সুশিক্ষার জন্য একটা আশ্রমে দিয়েছিল। একদিন যখন সে আশ্রমের বারান্দা দিয়ে হাঁটছিল তখন সে যীশুর সাথে কথা বলা শুরু করল। তার পুরো জীবনটাই তখন পাল্টে গেল। তার কাছে মনে হলো কার্মেলীয় আশ্রমটা বিয়ের জন্য দালালির কেন্দ্র থেকে

খুব বেশি কিছু না। তখন সে নতুন একটা নির্দেশনা চালু করল। তারপর থেকে কার্মেলীয় খ্রিষ্টানদের জন্য সেই নির্দেশটা মূল শিক্ষা হয়ে গেল।

সেন্ট তেরেসা নিজেকে জয় করতে পেরেছিলেন।

একদিন যখন টেরেসা অনুভব করছিলেন যে তার আত্মাটা দুর্বল হয়ে আসছে তখন তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে এক মহিলা নানা রকম চিত্র আঁকা একটা পোশাক পরে তার কাছে আসল। সেই মহিলা যেভাবেই হোক টেরেসার সাথে কথা বলবে। কিছুতেই সেখান থেকে যাবে না। ঘরের মালিক তাকে অনেক কিছু বোঝাল। কিন্তু সে কারো কথা শুনতে চায় না। সে টেরেসার সাথে কথা বলবেই।

তিন দিন ধরে সেই মহিলা কোনো কিছু না খেয়ে কিছু পান না করে বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল। অবশেষে সমব্যাথি হয়ে টেরেসা বের হয়ে আসলেন। তিনি মহিলাকে ভেতরে আসতে বললেন।

কিন্তু ঘরের মালিক বলল, না তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ এই মহিলা পাগল। উত্তরে টেরেসা বলল মহিলার হয়ত আমার মতই কোনো ধরনের পাগলামি আছে কিংবা ক্রুশ বিদ্ধ যিশুর মত।'

'আপনি বলতে চাইছেন সেইন্ট টেরেসা যীশু খ্রিষ্টের সাথে কথা বলেছিল।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ।' তিনি উত্তর দিলেন। 'চলো আমরা গল্পে ফিরে যাই। সেই মহিলাকে টেরেসার কাছে আনা হলো। মহিলা বলল যে তার নাম হলো মারিয়া দি যীশুশ। সে গ্রানাডা থেকে এসেছে। সে একজন কার্মেলীয় অনুসারি ছিল। কিন্তু মেরিমাতা তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল একটা আশ্রম তৈরি করতে যেখানে প্রাচীন সকল নিয়ম অনুসরণ করা হবে। মারিয়া দা যীশুশ আশ্রম থেকে বের হয়ে নিজের লক্ষ্যে সারা রোম খালি পায়ে হাঁটতে লাগল। তার এই তীর্থযাত্রা দুই বছর ছিল। এ সময়ের মধ্যে সে শীত গ্রীষ্ম সব সময় বাইরেই ঘুমাতো। মারিয়া দা যীশুশ, টেরেসাসহ আরো অনেকেই একই বিষয় চিন্তা করেছিল।' পাদ্রী তার গল্প বলা শেষ করল।

পাদ্রীর গল্প শুনে আমার মধ্যে বিচিত্র একটা অনুভূতি হচ্ছিল।

আমরা এখন একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলছি। কুয়াশা একদমই নেই। কিন্তু সবচেয়ে উঁচু গাছের শাখাগুলো বরফে ছেয়ে আছে। সেখানে সূর্যের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে।

'পাদ্রী আমি জানি আপনি কোথায় যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ। সব মানুষেরা যদি একই নির্দেশ মান্য করে তাহলে পৃথিবী এক বিন্দুতেই থাকবে। নিজের স্বপ্নকে অনুসরণ করো, জীবনকে পাল্টে দাও, ঈশ্বর যে পথে আছে সে পথে চলতে থাকো। তোমার নিজের অলৌকিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাও। ঝুঁকি নাও।'

চারপাশে সূর্যের আলো ঝকমক করছিল। মনে হচ্ছিল একই সাথে এই সব কিছু পাদ্রীকে সমর্থন দিচ্ছে।

'এ সব কিছুর তার সাথে কী কাজ?'

'আমি তোমাকে এই গল্পের বীরত্বের অংশটুকু বলেছিলাম। কিন্তু তুমি এই বীরদের বিষয়ে কিছুই জানো না।

পাদ্রী একটু থামলেন।

'দুঃখ কষ্ট।' পাদ্রী আবার শুরু করলেন। 'যখন পরিবর্তনের সময় হয় তখন বীর শহিদেরা জন্ম নেয়। একজন মানুষ তার স্বপ্নকে অনুসরণ করার আগেই বাকিদেরকে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়।' কথা শেষ করে পাদ্রী একটু থামলেন।

আমার দিকে ঘুরে আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

'দয়া করে তাকে এই কষ্ট থেকে বাঁচাও।' পাদ্রী বললেন। 'সে এই সব কষ্ট আর বেদনা সহ্য করতে পারবে না।'

'তার প্রতি আপনার ভালোবাসাটুকু আমি বুঝতে পারছি পাদ্রী।'

পাদ্রী তার মাথাটা নারল।

'না না, না তুমি কিছুই বুঝতে পারো নি। এই পৃথিবীর মন্দ আর দুষ্টগুলোকে বোঝার জন্য তুমি এখনো অনেক ছোট। তোমার বয়স কম। এই মুহূর্তে তুমি নিজেকে একজন বিপ্লবী হিসেবে দেখছ। তুমি এই পৃথিবীটাকে তোমার বন্ধুকে সাথে নিয়ে পাল্টে দিতে চাইছ। নতুন নতুন সব পথ আবিষ্কার করতে চাইছ, নিজেদের ভালোবাসা দিয়ে সারা পৃথিবীতে এক কিংবদন্তি হতে চাইছ, যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তোমাদের সেই কাহিনি

ছড়িয়ে পড়ে। তুমি এখনো মনে করো ভালোবাসা সব কিছুকে জয় করতে পারবে।'

'কেন ভালোবাসা কি জয় করতে পারে না?'

'হ্যাঁ এটা পারে। তবে স্বর্গীয় যুদ্ধ যখন শেষ হবে তখন।'

'কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি। স্বর্গীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না।'

পাদ্রী অনেক দূরে তাকিয়ে থাকলেন।

'ব্যাবিলন নদীর তীরে আমরা বসেছিলাম আর কেঁদেছিলাম।' পাদ্রী যেন নিজের সাথেই কথা বলছিলেন।

'এটা খুব দুঃখজনক।' আমি উত্তরে বললাম।

'এইটা হলো বাইবেলের স্তুতিগানের প্রথম অংশ। এটা বর্ণনা করছে নির্বাসনে থাকা সেই সমস্ত লোকদের কথা যারা নির্বাসনের পর তাদের প্রতিশ্রুত জায়গায় ফিরে আসতে চাইছে কিন্তু পারছে না। নির্বাসন তখনো আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য চলছে। আমি তার জন্য কিইবা করতে পারি যে কিনা সময় হওয়ার আগেই স্বর্গে ফিরে যেতে চাইছে।'

'কিছুই করার নেই পাদ্রী, কিছুই করার নেই।' আমি বললাম।

❛❜ ❛❜ ❛❜

'ঐতো ওখানে সে' । পাদ্রী বলল ।

আমি তাকে দেখলাম । আমার থেকে দুইশ গজ দূরে বরফের উপর হাঁটুগেড়ে বসে আছে । তার শরীরে কোন জামা নেই । আমি এতটুকু দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম । আমি দেখতে পেলাম শীতে তার শরীরের চামড়া একদম লাল হয়ে গেছে ।

তার মাথা নিচু করা । হাত দুটো জড়ো করে সে প্রার্থনায়রত ।

হতে পারে আমি গতকাল রাতের অনুষ্ঠান দিয়ে প্রভাবিত হয়েছি অথবা আজকে সকালে যে মহিলাটা খড় কুড়াচ্ছিল তার কথা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছি, আমার কাছে সত্যিই মনে হচ্ছিল আমার সামনে এমন একজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি । সে এমন একজন যে এই পৃথিবীর কেউ না । সে ঈশ্বরের সাথে বস বাস করছে এবং স্বর্গের অলৌকিক ক্ষমতায় উদ্ভাসিত ।'

'এই মুহূর্তে তার মত আরো অনেকেই আছে ।' পাদ্রী বলল । 'ধারারাহিক ধ্যান, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক তৈরি, ফেরেস্তাদের ঐশীবাণী শোনা আর বিজ্ঞতায় পূর্ণ কথাবার্তাগুলোকে একটা বিশ্বাসে পরিণত করা । এভাবে তারা যতক্ষণ এই কাজগুলো করে যাবে তাদের কোনো সমস্যা হবে না । কিন্তু তার এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না । তাকে সারা পৃথিবী ঘুড়ে বেড়াতে হবে । মহান মাতার বাণী প্রচার করতে হবে । এই কাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক পাথরের আঘাত সহ্য করতে হবে । কারণ যারাই প্রথম এই কাজ করেছে তাদেরকেই পাথরের আঘাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে ।'

'তবে যারা প্রথম সাড়িতে থাকে তাদের দিকে ফুলও ছুড়ে মারা হয় ।' আমি বললাম ।

‘এটা তার ক্ষেত্রে ঘটবে না।’
পাদ্রী তার দিকে এগুতে থাকল।
‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’
‘তাকে এই গভীর ধ্যান থেকে আমি জাগাতে চাচ্ছি। তাকে বলতে চাই আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি। তাকে আরো বলতে চাই যে তার প্রতি আমার আশীর্বাদ রইল। আমি এটা এখানেই করতে চাই যেটা তার জন্য অলঙ্ঘনীয়।’
আমার আবারো অস্বস্থি লাগতে শুরু করল। কেমন অপ্রত্যাশিত একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে।
‘পাদ্রী আমাকে ভাবতে হবে। আমি জানি না এটা ঠিক হচ্ছে কি না।’
‘এটা মোটেও ঠিক না।’ পাদ্রী উত্তরে বললেন। ‘অনেক বাবা মাই তাদের সন্তানদের সাথে ভুল করে থাকেন এটা ভেবে যে তারাই তাদের জন্য সেরাটা জানেন। আমি তার বাবা নই। আমি জানি আমি ভুল করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার অদৃষ্ট আমাকে পূর্ণ করতেই হবে।’
পাদ্রীর কথা শুনে আমি আরো আতংকিত হয়ে পড়লাম।
‘পাদ্রী আপনি তাকে বাধা দিয়েন না। তাকে বিরক্ত করবেন না। তার প্রার্থনা শেষ করতে দিন।’ আমি বললাম।
‘তার এখানে থাকা উচিত না। তার উচিত তোমার সাথে থাকা।’ পাদ্রী বলল।
‘হতে পারে সে কুমারী মাতার সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে।’
‘হতে পারে। কিন্তু একই আমাদেরকে তার কাছে যেতে হবে। আমার পক্ষ থেকে যদি আমি তোমাকে সাথে নিয়ে তার কাছে যাই তাহলে সে জানবে আমি তোমাকে সব কিছু বলে দিয়েছি। সে জানে আমি কি চিন্তা করি।’
‘আজকের দিনটা হলো নিষ্কলঙ্ক বিশ্বাসের।’ আমি জোর দিয়ে বললাম। ‘বিশেষ একটা দিন তার জন্য। গত রাতে সেই গুহায় আমি তার চোখে সুখ আর আনন্দের ছবি দেখেছিলাম।’
‘নিষ্কলঙ্ক বিশ্বাসের ধারণাটা আমাদের সকলের জন্যই বিশেষ কিছু।’ পাদ্রী উত্তরে বললেন। ‘কিন্তু আমি এখন এমন একজনের সাথে আছি যে কিনা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। চলো আমরা তার কাছে চাই।’
‘এখন এই মুহূর্তে কেন পাদ্রী?’

'কারণ অমি জানি সে তার ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করছে এখন। সম্ভবত সে ভুল একটা জিনিস পছন্দ করতে যাচ্ছে।'

আমি ঘুড়ে দাঁড়িয়ে যে পথ দিয়ে উপরে উঠে এসেছিলাম সেই পথের দিকে পা বাড়ালাম।

পাদ্রী আমার পিছু নিলেন।

'কি করছ তুমি? তুমি কি জানো না যে একমাত্র তুমিই তাকে রক্ষা করতে পারবে। তুমি কি দেখছ না যে সে তোমাকে ভালোবাসে এবং তোমার জন্য সে সব কিছু ছেড়ে দিতে পারবে?'

আমি আরো দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। পাদ্রীর জন্য আমার সাথে সাথে দ্রুত হাঁটা কষ্টকর ছিল। তবুও সে আমার পাশে পাশে হাঁটার চেষ্টা করছে।

'এই মুহূর্তে সে তার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সে হয়ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে তোমাকে ত্যাগ করবে। তুমি যাকে ভালোবাস তার জন্য সংগ্রাম করো।'

কিন্তু আমি থামলাম না। যতদ্রুত সম্ভব আমি ছুটতে চেষ্টা করলাম। এই পাহাড়, পাদ্রী, আমার সামনে পছন্দ করার চূড়ান্ত সুযোগ সব কিছু পেছনে ফেলে আমি পালাতে চাইছিলাম। সব কিছু ছেড়ে আমি ছুটছিলাম।

আমি জানতাম যে লোকটা আমার পিছু পিছু ছুটছে সে আমার অন্তরকে পড়তে পারছে।

আমি কি ভাবছি সে জানে ফলে সে জানে যে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টাটা বৃথা।

যদিও সে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যুক্তি তর্ক দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেয়েছে।

অবশেষে আমরা বড় পাথরটার কাছে চলে আসলাম যেখানে আধঘণ্টা আগে বিশ্রাম নিয়েছিলাম।

আমি হাপাচ্ছিলাম। পাথরের উপর বসে পড়লাম।

আমি ধাতস্ত হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। সেখান থেকে দৌড়ে কোথাও একা বসতে চাচ্ছিলাম যাতে করে

আমি একা একা সব কিছু ভালোভাবে চিন্তা করতে পারি।

কয়েক মুহূর্ত পর আমার মতই ক্লান্ত হয়ে হাপাতে হাপাতে পাদ্রী হাজির হলো।

‘আমাদের চারপাশের এ পাহাড়গুলোকে দেখেছ?’ তিনি শুরু করলেন। ‘তারা কোন প্রার্থনা করে না। তারা ইতোমধ্যেই ঈশ্বরের প্রার্থনাকারীদের অংশ হয়ে পড়েছে। তারা নিজেদের জায়গা এই পৃথিবীর মাঝে খুঁজে পেয়েছে। এখানেই তারা অবস্থান করবে। মানুষেরা স্বর্গের দিকে মনোযোগ দেওয়ার আগেই, বজ্রের শব্দ শোনার আগে এবং এসব কিছু দেখে অবাক হওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা এখানে আছে।

‘পাদ্রী আপনি কি সত্যিই এটা মনে করেন?’

পাদ্রী কয়েক মুহূর্ত নিরব থাকলেন।

‘আপনি কি এখন আমার মন পড়ছেন?’

‘না। কিন্তু তুমি যদি এইভাবেই অনুভব করে থাকো তাহলে তোমার ধর্মীয় জীবন পছন্দ করা ঠিক হবে না। অসংখ্যবার আমি আমার ভাগ্যকে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম।’ পাদ্রী বলল। ‘কিন্তু আমি সেটা পারি নি। আমি মেনে নিয়েছি যে আমি ঈশ্বরের সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ, আর যা কিছু আমি করছি তার সবকিছুই লোকদের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা যে কেন দুঃখ, কষ্ট বেদনা আর অন্যায় রয়েছে এই পৃথিবীতে।

আমি এমন কিছুরও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যেগুলোর আসলে কোন ব্যাখ্যা নেই। আমি মানুষদেরকে বলতে চেষ্টা করি যে এখানে একটা বিশাল পরিকল্পনা রয়েছে, সংঘাত রয়েছে ফেরেস্তাদের মধ্যে, ফলে আমরা সবাই এই যুদ্ধের অংশ।

আমি তাদেরকে বলতে চেষ্টা করি যে যদি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের এই দৃশ্যপট পরিবর্তনের যথেষ্ট বিশ্বাস থাকে তাহলে পৃথিবীর অবশিষ্ট লোকেরা উপকৃত হবে। কিন্তু তারা কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করে না। তারা কিছুই করে না।’

‘তারা এই পাহাড়গুলোর মতো।’ আমি বললাম। ‘পাহাড়গুলো অনেক সুন্দর। যে কেউ এই পাহাড়গুলোর পাশে থাকবে তাকেই সৃষ্টির মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এই পাহাড়গুলো ভালোবাসার জীবন্ত প্রমাণ যে ঈশ্বর আমাদেরকে অনুভব করে। পাহাড়গুলো নদীর মতো নয় যে নদী সব সময় পাল্টে যায় আর তার দুই পাশের দৃশ্যও পাল্টাতে থাকে।’

‘হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে কেন তারা পাহাড় হচ্ছে না?’

'হতে পারে পাহাড়দের অদৃষ্ট অত্যন্ত ভয়ংকর। তাদের ভাগ্যেই আছে যে তারা সারা জীবন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একই দৃশ্য দেখতে থাকবে।'

পাদ্রী কিছু বলল না।

'আমি পাহাড় হওয়ার জন্য গবেষণা করেছিলাম।' আমার কথা আমি চালিয়ে যেতে থাকলাম পাদ্রীর সাথে। 'আমি সব কিছুই তার নির্ধারিত জায়গায় রেখেছিলাম। আমার শহরে চাকরি নেওয়ার জন্য আমি গিয়েছিলাম, সেখানে বিয়ে করব তারপর আমার সন্তানদেরকে আমার পিতা মাতার ধর্ম শেখাব। কিন্তু তারপরেও আমি এসব গ্রহণ করিনি। তবে এখন আমার চারপাশের সব কিছু ছেড়ে যাকে আমি ভালোবাসি তাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাহাড় হবার কথা চিন্তা না করে আমি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি সেটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত। আমি পাহাড়ের মতো দীর্ঘদিন থাকতে চাই না।'

'তুমি খুব প্রজ্ঞাপূর্ণ কিছু কথা বলেছ।'

আমি উঠে পড়লাম। পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে পিছু হাঁটা দিলাম।

পাদ্রীও আমার সাথে হাঁটা শুরু করল। রাস্তায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত পাদ্রী আমার সাথে কোন কথা বলল না।

আমি পাদ্রীর হাত দুটো ধরে চুমু খেলাম।

'আমি বিদায় জানাতে যাচ্ছি। আমি চাই আপনি জানেন যে আমি আপনাকে বুঝতে পেরেছি এবং আমার বন্ধুর প্রতি আপনার ভালোবাসাটাকেও আমি বুঝতে পেরেছি।' আমি বললাম।

পাদ্রী হেসে আশীর্বাদ করলেন।

'আমিও তোমার বন্ধুর প্রতি তোমার ভালোবাসাটাকে বুঝতে পেরেছি।' তিনি বললেন।

বাকি দিনটুকু আমি সেই উপত্যকায় হেঁটে হেঁটেই পার করে দিলাম।

বরফ নিয়ে খেললাম, সেইন্টসেভিনের পাশে গ্রামগুলো ঘুড়ে দেখলাম, সেন্ডউইচ খেলাম, কয়েকজন বাচ্চাকে দেখলাম ফুটবল খেলছে।

গ্রামের গির্জায় আমি মোমবাতি জ্বালালাম।

আমি চোখ বন্ধ করে গত রাতে যে প্রার্থনাগুলো শিখেছিলাম সেগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকলাম।

হতে পারে নিছক এই কথাগুলো আমাদের কোন উপকারেই আসে না। এর কোন অর্থ নেই। কিন্তু যখনই আমরা এমনটা করি তখনই পবিত্র শক্তি আমাদের আত্মার সাথে কথা বলে। সেই কথাগুলোই বলে যে কথাগুলো আমাদের আত্মার শোনা খুব দরকার।

আমি যখন বুঝতে পারলাম আমার হৃদয় যথেষ্ট পরিশুদ্ধ হয়েছে তখন আমি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করা শুরু করলাম।

মহান মাতা আমার বিশ্বাসকে আপনি ফিরিয়ে দেন।

আপনার কাজের একটা জরুরি উপাদান হয়ে আমি কাজ করতে চাই।

আমার ভালোবাসার ভেতর দিয়ে শেখার সুযোগ আমাকে দিন। কারণ ভালোবাসা কাউকেই তাদের স্বপ্ন থেকে দূরে রাখে না।

আমি যে লোকটাকে ভালোবাসি সব সময় তার সাথেই থাকতে চাই।

যাতে যে কাজটা আমাদের একত্রে করা দরকার সেই কাজটা আমরা এক সাথেই করতে পারি।

আমি যখন সেইন্ট সেভিনে ফিরে আসলাম তখন এর মধ্যেই রাত হয়ে গেছে।

আমরা যে বাড়িতে উঠেছিলাম সে বাড়ির সামনেই গাড়িটা পার্ক করা ছিল।

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'হাঁটছিলাম আর প্রার্থনা করছিলাম।' আমি উত্তরে বললাম।

আমার বন্ধু জড়িয়ে ধরল আমাকে।

'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ। এই পৃথিবীতে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে দামী উপহার।'

'আমার জন্য হলে তুমি।' আমি বললাম।

সেইন্ট মারটিন ডি উনেক্স এর কাছে যখন ছোট্ট একটা গ্রামে আমরা থামলাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

অতি বৃষ্টি আর আগের দিনের বরফের কারণে আমরা থামার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'আমাদের খোলা কোনো বাড়ি দেখতে হবে। আমি খুব ক্ষুধার্ত।' সে গাড়ি থেকে বের হয়ে বলল।

আমি গাড়িতেই বসে থাকলাম। নড়লাম না।

'বাইরে আস।' সে গাড়ির দরজা খুলে বলল।

'আমি তোমাকে এখন একটা প্রশ্ন করব যে প্রশ্নটা আমরা এক সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি করি নি।'

আমার বন্ধু হতচকিত হয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে নিল।

তার এই উদ্বেগের ভাব দেখে আমি হেসে ফেললাম।

'এটা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন?'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ।' আমি তখনো ভাব নিয়ে বললাম। 'প্রশ্নটা হলো আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

'জারাগোজা যাচ্ছি।' সে একটু আস্বস্ত হয়ে বলল।

আমি লাফিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলাম। তারপর একটা খোলা রেস্টুরেন্টের দিকে হাটা দিলাম। রাতের এই সময় রেস্টুরেন্ট খোলা থাকাটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

তবে এটা অসম্ভব ছিল না। কারণ সেই অন্যজন এখন আমার সাথে নেই। অলৌকিকতা সব কিছুকেই সম্ভব করে দিতে পারে। আমি নিজেকে বললাম।

'তুমি বার্সোলোনা কখন থাকবে?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। কারণ সে আমাকে বলেছিল বার্সোলোনাতে তার একটা কনফারেন্স আছে।

আমার বন্ধু কোনো উত্তর দিল না। তার চোখ মুখ আবারো রাশভারি হয়ে উঠল।

আমি ভাবলাম এই ধরনের প্রশ্ন করাটা হয়ত ঠিক হয় নি।

কারণ সে ভাববে আমি তার জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি। বেশ কিছু রাস্তা আমরা কোন কথা না বলেই হেঁটে গেলাম।

গ্রামের সেই চত্বর বাড়িতে কিছু একটা চিহ্ন দিয়ে লেখা ছিল।

'এটা খোলা আছে। চলো কিছু খেয়ে নিই।' সে বলল।

টেবিলে বেশ দারুন কিছু খাবার উপস্থাপন করা হলো। সাথে অর্ধেক বোতল রিওজা ওয়াইন।

'এই দোকানটা মধ্যদেশীয় মদ বিক্রি করে।' আমাদেরকে হোটেলের পরিচারক বলল।

রাতের সেই সময়টাতে সেখানে আর কেউ ছিল না। সে একটা টেলিফোন করার জন্য উঠে গেল। ফিরে আসার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাইলাম যে সে কাকে ফোন করতে গিয়েছিল। কিন্তু এই সময় আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম।

'আমরা মধ্য রাত আড়াইটা পর্যন্ত রেস্তোরাঁ খোলা রাখি। আপনার যদি চান তাহলে আমি আরো কিছু খাবার আর মদ নিয়ে আসি। আপনার যখন বাইরে যাবেন তখন এই মদটুকু আপনাদেরকে উষ্ণ রাখবে।' পরিচারক বলল।

'আমরা ততক্ষণ থাকব না।' আমার বন্ধু উত্তরে বলল।

'সকাল হওয়ার আগেই আমাদেরকে জারাগোজায় ফিরে যেতে হবে।'

লোকটা তার জায়গায় চলে গেল। আমরা আবারো গ্লাসটা পূর্ণ করলাম। বিলাবোতে যে ধরনের একটা আলোর ঝলক আমি মনের মধ্যে পেয়েছিলাম যে ঝলকানি আমাদেরকে সব ধরনের জটিল আর কঠিন কিছু শুনতে সহায়তা করে এখানেও তেমন একটা অভিজ্ঞতা হলো।

'গাড়ি চালিয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমরা মদ খাচ্ছি। রাতটা এখানে থেকে গেলে ভালো হতো। আমরা যখন আসছিলাম তখন আমি হোটেল দেখেছিলাম।' আমি বললাম।

আমার বন্ধু টেবিলের উপর কিছু একটার দিকে ইংগিত করে আমাকে স্বাভাবিক বিষয়ে স্বতন্ত্রতা ও সংসার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

'একজন সেমিনারিয়ানের মুখে সংসার অভিজ্ঞতার কথা কেমন যেন শোনায় খুব অদ্ভুত।' আমি বললাম। চেষ্টা করলাম আলোচনার মোরটা অন্য কোনো দিকে ঘোরানো যায় কিনা।

'আমি সেমিনারিয়ানদের কাছেই এটা শিখেছি। আমাদের বিশ্বাস দিয়ে আমরা যতই ঈশ্বরের কাছাকাছি হবো ততই তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। আর তিনি যত স্বাভাবিক হবেন তত তার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমি তোমার সাথে সেই বিষয়ে কথা বলতে চাই না। আমি এক অন্য রকমের ভালোবাসার কথা বলতে চাই।'

সে আমার মুখটা উঁচু করে ধরল। মদ খাওয়ার কারণে সব কিছু আমাদের কাছে স্বাভাবিক লাগছিল।

'তুমি কেন কথার মাঝে হঠাৎ করে থেমে গেল। কেন তুমি ঈশ্বর আর মা মরিয়মের বিষয়ে আমাকে কিছু বলতে চাও না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি তোমাকে অন্যরকম এক ভালোবাসার কথা বলতে চাই।' সে আবারো বলল। 'সেই ভালোবাসার কথা যা একজন পুরুষ আর একজন নারী ভাগাভাগি করে নেয়। আর সেখানেই থাকে অনেক অলৌকিকতা।'

আমি তার হাতটা আমার হাতে নিলাম।

আমার বন্ধু হয়ত দেবীদের রহস্যময়তার বিষয়ে অনেক কিছুই জানে কিন্তু সে ভালোবাসার বিষয়ে আমার থেকে বেশি কিছু জানে না। সে যত দেশ ভ্রমণ করুক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না।

আমরা দীর্ঘ সময় হাত ধরাধরি করে বসে থাকলাম। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার ভয় দেখতে পেলাম। আমি দেখতে পেলাম তার চোখে ভালোবাসার প্রত্যাখ্যানের ভয়, যে দীর্ঘ সময় আমরা পৃথক ছিলাম আর সে ঈশ্বরের সন্ধানে কত জায়গায় ঘুড়ে বেড়ালো। আমি দেখতে পেলাম এই রকম একটা মুহূর্তের জন্য তার প্রতিক্ষার প্রহরগুলো কীভাবে তার চোখে ভেসে উঠছে।

আমি তাকে বলতে চাইলাম যে হ্যাঁ তাকে আমার কাছে স্বাগতম।

আমি তাকে বলতে চাইলাম যে আমিও তাকে কত ভালোবাসি। এই মুহূর্তের মতো তাকে কাছে পেতে আমিও কত প্রতীক্ষা করেছি।

কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। শুধু চুপ করে থাকলাম।

মনে হচ্ছিল আমি যেন স্বপ্নে দেখছি যে তার ভেতরের সংঘর্ষ। আমাকে হারানোর ভয় আমি তার ভেতরে দেখতে পেলাম, আমি যদি তাকে আবারো ফিরিয়ে দেই সেই আতংকে কীভাবে সে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে।

তার হাত থেকে আমার একটা হাত ছারিয়ে আমি মদের গ্লাসটা টেবিলে কোনায় ছুড়ে মারলাম।

'গ্লাসটা পড়ে যাবে।' সে বলল।

'ঠিক তাই। আমি চাই তুমি ঠোক্কর দিয়ে সেটাকে ধরো।'

'এই গ্লাসটা ভেঙে?'

হ্যাঁ গ্লাসটা ভেঙে। একটা মূল্যহীন গ্লাস ভাঙলে কি হয় যখন আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ কিছু না করেই অনেক কিছু ভেঙে ফেলছি।

'এই গ্লাসটা ভেঙে? কেন?' সে আবারো বলল।

'আমি তোমাকে অনেক কারণই বলতে পারতাম। কিন্তু আমি শুধু বলছি এটাকে ভাঙো।'

'শুধু তোমার জন্য?'

'অবশ্যই না।'

আমার বন্ধু চোখের কিনারা দিয়ে টেবিলটা দেখল গ্লাসটা পড়ে যাচ্ছে কিনা।

আমি টেবিলটাকে নারা দিলাম।

'সাবধান!'

'গ্লাসটা ভাঙো।' আমি আবারো জোর দিলাম।

আমি মূলত একটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। জীবনটা কি এইভাবেই একটা টেবিলের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে?

'গ্লাসটা ভাঙো।' আমি আবারো বললাম।

বন্ধু আমার দিকে এক চোখে তাকিয়ে থাকল। তার পর সে আস্তে আস্তে টেবিলের কাপড়টা টান দিল।

গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

গ্লাস ভাঙার শব্দে পরিচারক সর্তক হয়ে আমাদের দিকে তাকাল।

'কোন সমস্যা নেই।' পরিচারক বলল।

কিন্তু আমার বন্ধু মনে হলো কিছু শুনতে পায় নি।

সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার মাথার চুলগুলো তার হাত দিয়ে টেনে ধরে কাছে টেনে নিয়ে আমাকে চুমু খেতে শুরু করল।

আমিও শক্ত করে পাগলের মতো তার মাথার চুলগুলো ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। বুঝতে পারলাম ওর ঠোঁট আর জিহ্বা আমার মুখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

এই রকম একটা দীর্ঘ চুমুর জন্য আমি কতকাল ধরে অপেক্ষা করছি তখন থেকে যখন আমরা ছেলেবেলায় নদীর পাশে বসে থাকতাম একসাথে আর আমরা তখন জানতামও না ভালোবাসা কাকে বলে।

এই দীর্ঘ চুমুটা আমাদের জন্য এতকাল বাতাসে ঝুলে ছিল, আমরা বড় হয়েছি, সে সারা পৃথিবী ঘুড়ে বেড়িয়েছে নানা অভিজ্ঞতার জন্য আর চুমুটা বাতাসে মিশে ছিল।

এই চুমুটা কতবার আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল, অবশেষে সেটাকে আমরা খুঁজে পেলাম।

কত অসম্ভব সব স্বপ্নে ভেতর দিয়ে সন্ধান করে আমরা চুমুটাকে খুঁজে পেলাম।

আমি তাকে খুব শক্ত করে চুমু দিলাম।

অল্প যে কয়জন লোক পানশালায় ছিল তারা হয়ত ভাবছিল এটা নিছক একটা চুমু ছাড়া আর কিছু না।

তারা বুঝতেও পারছিল না এই চুমুটা আমাদের জীবন-মরণের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

চুমুর সেই মুহূর্তটা হলো আমার জীবনের সেরা সুখের মুহূর্ত।

❛❜ ❛❜ ❛❜

সে আমার সব কাপড় খুলে আমার ভেতরে সমস্ত শক্তি, ভয়, স্বপ্ন আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ঢুকে পড়ল।

আমি তার মুখের উপর হাত বুলিয়ে দিলাম, তার গোঙানি শুনলাম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম যে আমার বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি, সে আমার ভেতরেই আছে। সেই প্রথমবারের মতই তাকে আমি অনুভব করছি।

আমরা সারা রাত ভালোবাসলাম, ঘুমালাম স্বপ্ন দেখলাম।

আমার ভেতরে তাকে অনুভব করলাম, শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে এটা সত্যিই ঘটছে, নিশ্চিত হতে চাইছিলাম এই দৃশ্য কিছুতেই চলে যাবে না।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম কখনোই আমি তাকে হারাব না। কোথাও চলে যেতে দিব না। সে সারা জীবন আমার সাথেই থাকবে। কারণ আমি পবিত্র আত্মার কথা শুনতে পেয়েছি, তারা আমাকে বলেছে আমি কোন পাপ করি নি।

আমি তার সাথী হয়ে নতুন একটা পৃথিবী তৈরি করতে পারব। আমরা এক সাথে কাজ করব, নতুন সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাব, এক সাথে যুদ্ধ করব। সেই আত্মাদের স্বর আমাকে তাই বলেছে। কারণ আমি আমার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।

আমি জানি তারা সত্যি কথাই বলেছে।

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৯, ১৯৯৩

❛❜ ❛❜ ❛❜

আমি জেগে উঠলাম, আমার বুকের উপর তার হাত।

এর মধ্যেই বেশ সকাল হয়ে গেছে। কাছেই একটা গির্জায় ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সে আমাকে চুমু খেল। আমার শরীরটা তার হাত দিয়ে বুলিয়ে দিল।

'আমাদেরকে যেতে হবে।' সে বলল। 'ছুটির দিন আজকে শেষ হয়ে যাবে, ফলে রাস্তায় প্রচুর ভিড়।'

'আমি জারাগোজায় ফিরে যেতে চাই না।' আমি বললাম। 'আমি সোজা তুমি যেখাবে যাবে সেখানে যাব। খুব শিগগির ব্যাংক খুলবে। আমার কার্ড ব্যবহার করে কিছু টাকা উঠিয়ে আমি কাপড় কিনব।'

'তুমি আমাকে বলেছিলে তোমার কাছে তেমন টাকা নেই।'

'অনেক কিছুই আছে আমার করার। আমি যদি এখন জারাগোজায় ফিরে যাই তাহলে আমি হয়ত ভাবতে থাকব যে আমি ভুল করছি, কারণ পরীক্ষার সময় একদম ঘনিয়ে, আমার পরীক্ষা শেষ হওয়ার জন্য আমরা আবার দু মাস পৃথক থাকব। আর আমি যদি পরীক্ষায় পাস করি তাহলে আর জারাগোজা ছাড়তে আমার ইচ্ছে করবে না। না, না আমি কিছুতেই ফিরে যেতে পারব না। আমি আগের যেই নারীটা ছিলাম সেটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই।'

'বার্সোলোনা।' সে নিজের মনেই বলল।

'কী?'

'কিছু না। চলো রওনা দেই।'

'কিন্তু তোমাকেতো একটু প্রস্তুতি নিতে হবে।'

'আরো দুদিন বাকি আছে সেই অনুষ্ঠানের।' সে বলল। তার গলার স্বরটা একটু অন্যরকম মনে হলো। 'চলো আমরা অন্য কোথাও যাব। আমি সরাসরি বার্সোলোনাতে যেতে চাই না।'

আমি বিছানা থেকে উঠলাম।

জানালার কাছে গিয়ে সেটার কপাট খুললাম, নিচের সরু পথটা দেখলাম। বাড়ির বারান্দাগুলোতে শুকনো কাপড় ঝুলানো। গির্জা থেকে ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

'আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি।' আমি বললাম। 'চলো আমরা ছেলেবেলায় যে জায়গাটাতে এক সাথে বসতাম সেখানে যাই। তারপর আমি আর কখনোই সেখানে যাই নি।'

'কোথায় সেটা?'

'পিদরা নদীর পাশে সেই আশ্রম।'

আমরা যখন হোটেল থেকে বের হয়ে আসছিলাম তখনো গির্জার ঘণ্টা ধ্বনি বেজে চলছিল।

সে আমাকে কাছেই কোনো গির্জার ভেতর ঢোকার পরামর্শ দিল।

'আমরা এই সব করেছি। গির্জা, অনুষ্ঠান, প্রার্থনা।' আমি বললাম।

'আমি ভালোবাসা বাসি করেছি।' সে বলল। 'তিন তিনবার আমরা মদ খেয়েছি, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটেছি। আমরা ভালোবাসা আর ক্রোধের ভেতর দিয়েও গিয়েছি।

আমি হয়ত কিছু চিন্তা করেই বলে ফেলেছিলাম। নতুন এই জীবনের সাথে আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে।

'আমি দুঃখিত।' আমি বললাম।

'চলো মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আমরা এর ভেতরে ঢুকি। ঘণ্টাগুলো একটা চিহ্ন।'

আমার বন্ধুই আসলে সত্য ছিল। পরবর্তী দিন পর্যন্ত আমি সেটা বুঝতেই পারি নি।

আসলকথা হলো গির্জার ভেতরের সেই ঘণ্টার ধ্বনি যেটা আসলে একটা ইশারা ছিল আমরা সেটা না বুঝেই চার্চটা ঘুড়ে দেখলাম, গাড়িতে উঠে চার ঘণ্টা ড্রাইভ করে পিদরা নদীর তিরের আশ্রমে আসলাম।

" " "

মঠটার ছাদ ভেঙে গেছে, সামনে দিয়ে অনেক কিছু ঝড়ে পড়েছে, এখন যে চিত্রটা দাঁড়িয়েছিল সেটা আসলে আগের চিত্র না। আমি চারপাশটায় তাকালাম।

অতীতে এই জায়গাটা অনেক শক্তিশালী মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল। এর চারপাশে তাকালেই দেখা যেত দেয়ালের পাথরগুলো ঝকঝক করছে। আশ্রমের প্রতিটি আসন ছিল সময়ের স্বাক্ষী।

কিন্তু আমি এখন যা দেখছি তার সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে।

বাল্যকালে আমরা যখন শিশুদের মতো খেলা ধুলা করতাম তখন এর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিটি অংশকে একটা করে দুর্গ মনে করতাম। এই দুর্গের ভেতর আমার কাংখিত রাজকুমারটিকে খুঁজে বেড়াতাম।

শত শত বছর ধরে পিদরা নদীর তীরে এই স্বর্গীয় জায়গাটুকু একইভাবে আছে।

প্রতিবেশি গ্রামবাসীদের জন্য এই নদী আশীর্বাদ হয়ে তাদের পানির চাহিদা মেটাচ্ছে। পিদরা নদী থেকে কয়েক ডজন ঝর্ণা, খাল, পুকুর চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

এই নদীটাও এক সময় শুকিয়ে যাচ্ছিল, পানির প্রবাহ কমে গিয়েছিল। তখন মঠের সন্ন্যাসীরা গ্রামের লোকজনের ওপর পানির জন্য কর আরোপ করেছিল। এই নিয়ে ইতিহাসে মঠ সন্ন্যাসী আর গ্রামবাসীদের মধ্যে যুদ্ধের ঘটনাও উল্লেখ আছে।

এক সময় এই আশ্রম স্পেনের সৈন্যদের ব্যারাকে পরিণত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় গির্জার পাশ দিয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যেত, মঠে সৈন্যরা বিশ্রাম নিয়ে ঘুমাতো, তারা গ্রামের মেয়েদের সাথে প্রেম করত।

প্রতিশোধ দেরিতে হলেও নেওয়া হলো। আশ্রমটা ধ্বংস করে দেওয়া হলো। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা পুনরায় স্বর্গের এই অংশটাকে তৈরি করতে পারল না। বেশ কিছু যুদ্ধের পর একটা কাহিনি শোনা যায় যে কাছের গ্রামের এক লোক ঈশ্বরের বাণী নিয়ে এসেছিল। সে বলল যীশু বলেছে যারা পিপাসিত তাদেরকে পানি খাওয়াও, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীরা সেটা না করায় ঈশ্বর তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা নিজেদেরকে প্রকৃতির প্রভু বলে মনে করে।

হয়ত এই কারণেই অধিকাংশ আশ্রমগুলো আবার তৈরি করে সেগুলো হোটেল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। শুধু মূল আশ্রমটা এখনো ধ্বংসাবস্থায় আছে।

গ্রামের উত্তরসুরি লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতির স্বাভাবিক দান নদীর পানির জন্য যে উচ্চ মূল্য দিয়েছিল সেটা ভোলেনি।

'মাথাওয়ালা ঐ মূর্তিটা কিসের?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওটা সেইন্ট তেরেসার মূর্তি। সে খুবই শক্তিশালী।' আমার বন্ধু বলল।

সে আমার হাতটা ধরল। আমরা আশ্রম থেকে বের হয়ে আসলাম। একটা লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

আমি যখন ছোট্ট মেয়েটি ছিলাম আর এখানে এসেছিলাম সেই সময়ের প্রতিটি স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি এখন যা দেখছি তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে পুরাতন স্মৃতিগুলো।

এই যে সময়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকে আমি পাল্টে যাচ্ছি সে জন্য আমাকে কম কষ্ট করতে হয় নি। আমাকে জীবনে এমন অনেক বিষয়ের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছিল যে বিষয়গুলো আমি কখনোই পেতে চায় নি।

হয়ত এটা এই জন্য হয়ে ছিল যে আমি খুব অলস ছিলাম। কোনো কিছু পরিবর্তনের পক্ষে আমি ছিলাম না। কিন্তু অবশেষে সব কিছু পাল্টে গেল। ভাগ্য আমার কাছে আমার পছন্দ নিয়েই ফিরে আসল। এখন আমার নিজেকে আর আমার পৃথিবীকে পাল্টে দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

আমরা যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন সেই পর্বতারোহীর কথা আবরো মনে পড়ছে।

তারা খুবই তরুণ ছিল। ঝলমলে পোশাক পরা, বরফের মধ্যে যদি তারা হারিয়ে যায় তাহলে যেন তাদেরকে খুব দ্রুত আর সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

পাহাড়ের চূড়ায় যাওয়ার সঠিক রাস্তাটা তাদের জানা ছিল। পাহাড়ের শীর্ষ পর্যন্ত দরি আর হুক টানানো। যাতে করে তারা নিরাপদে চূড়ায় উঠতে পারে। সেখানে তারা ছিল ছুটিকালীন অভিযান উপভোগ করতে। সোমবার আবার তারা যার যার কাজে চলে যাবে। কাজে ফেরার আগে তারা প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে এই জয়টুকু আর্জন করে তার স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চায়।

কিন্তু ঘটনা আসলে সেরকম হয় না। এটা আসলে এরকম ছিল না।

তাদের কেউ কেউ প্রথমে যারা ছিল হয়ত রাস্তা খুঁজে পেয়েছিল, কেউ কেউ অনেক উপরে উঠে গিয়েছে, আবার অনেকে নিচে পাথরের উপর পড়ে থেতলে গিয়েছে। কেউ কেউ অর্ধেক পথও পারি দিতে পারে নি। কেউ কেউ হয়ত তাদের হাত, পা ও আঙুল হারিয়েছে। কাউকে আর কখনোই সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু একদিন তাদের কেউ কেউ শীর্ষ চূড়ায় উঠেছে।

সেখানেই নিচে কিছু লোক ছিল যারা ভাবছিল, 'উপরেতো দেখার মতো কিছুই নেই। এটা করলে কি এমন রাষ্ট্র জয় করা হয়?'

কিন্তু প্রথম যে ব্যক্তিটি চূড়ায় উঠেছিল সেই জানে এতে কি বিশাল কিছু আছে। সে জানে চ্যালেঞ্জকে জয় করে কীভাবে সামনে এগুতে হয়।

সে জানত এক একটা দিন অন্যগুলোর মতো নয়, প্রতিটি দিনই আলাদা।

প্রতিটি সকাল তার নিজস্ব নতুন নতুন অলৌকিকতা আর যাদু নিয়ে উপস্থিত হয়। যেই যাদুকরি মুহূর্তগুলোতে প্রাচীন কালে কত বিশ্ব ধ্বংস হয়েছে আর কত কত নতুন নক্ষত্র তৈরি হয়েছিল।

যে লোকটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিল সে নিশ্চয় নিচের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট ঘর বাড়িগুলো দেখে বলেছিল,'নিচে যারা আছে তাদের প্রতিটি দিনই এক রকম। সেখানে কি এমন আছে?'

এখন সমস্ত পাহাড় জয় করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা শূন্যে যাচ্ছেন। স্পেসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু তার চেয়েও অনেক আশ্চর্য ভ্রমণ অভিযান আছে আধ্যাত্মিক ভ্রমণে যার একটার প্রস্তাব আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

এটা একটা আশীর্বাদ আমার জন্য। পাদ্রী সেটা বুঝতে পারে নি।

যে লোকটা প্রথম পা দিয়েছিল পাহাড়ের চূড়ায় সেই সৌভাগ্যবান।

একদিন সকলেই উপলব্ধি করতে পারবে যে পুরুষ আর নারীরা ফেরেস্তাদের কথা রপ্ত করতে পেরেছে, আর এ সব কিছুই হলো পবিত্র ক্ষমতার উপহার যার মাধ্যমে আমরা অলৌকিকতা ঘটাতে পারি, সুস্থ করতে পারি মানুষকে, ভবিষ্যৎবাণী দিতে পারি আর বুঝতে পারি সকলকে।

" " "

সমস্ত দুপুর আমরা বাল্যকালের স্মৃতি ভাবতে ভাবতে গভীর খাদের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়ালাম। এই রকমটা সে প্রথম করছিল। কারণ এভাবে সে আগে কখনো আসেনি।

বিলাবোতে ভ্রমণের সময় সোরিয়ার বিষয়ে আমার বন্ধুর তেমন আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু এখন সে সোরিয়ার প্রতিটি বিষয়ে জানতে আগ্রহি। সে আমাকে আমাদের পুরাতন বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করছিল। তারা কেমন আছে, সুখী কিনা, কি করছে তারা, কীভাবে জীবনযাপন করছে এই সব।

অবশেষে আমরা পিদরা নদীর সবচেয়ে বড় ঝর্ণাটার কাছে চলে আসলাম। যেখানে ছোট-বড় বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো ঝর্ণা এসে মিলিত হয়ে প্রায় একশ ফুট উপর থেকে পাথরের উপর আছরে পড়ছে।

আমরা ঝর্ণার একদম পাদদেশে দাঁড়িয়ে এর হুংকার ধ্বনি শুনলাম। আর ঝর্ণার পানির কুয়াশা থেকে যে রঙধনু তৈরি হচ্ছিল সেটা দেখলাম।

'ঐ দেখো ঘোড়ার লেজ।' আমি অবাক হয়ে নামটা মনে রাখলাম। কারণ অনেক কাল আগে এই নামটা আমার স্মৃতিতে ছিল।

'আমার মনে আছে...'। সে বলল।

'হ্যাঁ! আমি জানি এখন তুমি কি বলতে যাচ্ছ।'

অবশ্যই আমি জানি। ঝর্ণার আড়ালে বিশাল একটা গুহা লুকিয়ে আছে। আমরা দুইজন যখন ছোট ছিলাম তখন আশ্রম থেকে ঘুরে এসে এই জায়গাটার বিষয়ে কথা বলতাম।'

'গভীর গুহা।' সে বলল। 'চলো আমরা সেখানে যাই।'
পানির স্রোত পেরিয়ে সেখানে যাওয়াটা ছিল অসম্ভব। কিন্তু আশ্রমের প্রাচীন সদস্যরা একটা সরু পথ তৈরি করেছিল যেটা ঝর্ণার উপর থেকে শুরু হয়ে মাটির ভেতর দিয়ে ঐ গুহাটার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে।
ফলে প্রবেশপথটা খুঁজে বেড় করা তেমন কঠিন কিছু না। গ্রীষ্মকালে টানেলে কিছু আলো থাকে কিন্তু এখন একদম অন্ধকার।
'এটাই কি সঠিক পথ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।
'হ্যাঁ। বিশ্বাস করো আমাকে।'

আমরা ঝর্ণার পাশ দিয়ে নিচে নামতে থাকলাম।
আমরা যখন পরিপূর্ণ অন্ধকারের ভেতর তখনো আমরা জানতাম কোথায় যাচ্ছি আমরা। আমার বন্ধু বারবার আমাকে বলছিল যেন তাকে বিশ্বাস করি।
আমরা সরু পথ দিয়ে মাটির গভীরে যাচ্ছি আর খোদাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমি ছিলাম পথহারা এক মেষ, আর তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ।
কারণ আমার জীবনটা মৃত ছিল আর তুমি সেটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ।
কারণ ভালোবাসাটা আমার অন্তরে মৃত ছিল আর প্রভু তুমিই সেটাকে জীবিত করে উপহার হিসেবে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ।
আমি তার কাঁধে মাথা রেখে হাঁটছিলাম। আমার প্রিয়তম অন্ধকারের মধ্যে আমাকে পথ দেখিয়ে চলছে, সে জানে যে আমরা আবারো পথের আলো খুঁজে পাব। এই আলো আমাদেরকে শুধুই আনন্দ দিবে।
খুব আস্তে আস্তে আমরা হাঁটছিলাম। মনে হচ্ছিল আমাদের এই নিচে নামা কখনোই থামবে না।
টানেল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে পড়ছিল কতবার আমি মাটি খুড়ে সেখানে শেকড় পুঁতে কিছু জন্মাবার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করেছিলাম। কারণ সেই মাটি থেকে কোন কিছুই উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।
কিন্তু ঈশ্বর অনেক মহান, তিনি আমার হারিয়ে যাওয়া উদ্যম ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমি যে অভিযানের স্বপ্ন এতকাল দেখেছি তিনি আমাকে তার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঈশ্বর আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে আপনি সাহায্য করেছেন। আপনি আমাকে শক্তি দেন যাতে করে আমি তার লক্ষ্যে পৌঁছার যাত্রায় অংশ নিতে পারি। তার সাথে যেন এই পৃথিবীতে হাঁটতে পারি,

আর আমার আধ্যাত্মিক অলৌকিক জীবনটাকে আরো নতুন আর শক্তিশালী করতে পারি।

আমাদের সমস্ত দিনগুলো সে এক জায়গা থেকে যেভাবে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে,

মানুষকে সুস্থ করে তুলছে, যারা দুঃখে আছে তাদেরকে প্রশান্তি দিচ্ছে,

শান্তির বাণী ছড়াচ্ছে ঈশ্বর যেন এই সময়গুলো এভাবেই কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেয়।

" " "

হঠাৎ করেই আমরা আবারো পানি প্রবাহের শব্দ শুনতে পেলাম।

আলোর বন্যা আমাদের রাস্তাকে ভাসিয়ে দিল। অন্ধকার গুহাটা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যে পাল্টে গেল। আমরা এখন বিশাল এক গুহার ভেতর। গুহার তিনদিক পাথরের দেয়াল। আর সমুখটা ঘোড়ার লেজের মতো। সেখান থেকে পানির ধারা নিচে পড়ছে।

অস্ত যাওয়া সূর্যের আলো ঝর্ণার পানি ভেদ করে গুহার ভেতরের শেওলা পরা পাথুরে দেয়ালে ঝিকমিক করে উঠছিল।

আমরা পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুই বললাম না।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই গুহাটা ছিল একটা ডাকাত, আমাদের কল্পনার সমস্ত সম্পদ এখানে জমা করা থাকত। এখন এটা মা মরিয়মের অলৌকিকতা। আমি জানতাম তিনি এখানেই আছেন। আমি যেন তার উষ্ণ গর্ভে শুয়ে আছি।

এই পাথুরে দেয়াল দিয়ে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করছেন। তার পবিত্র পানি দিয়ে আমাদের পাপগুলো ধুয়ে দিচ্ছেন।

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' আমি চিৎকার করে বললাম।

'তুমি কাকে ধন্যবাদ দিচ্ছ।' সে জিজ্ঞেস করল।

'তাকে। তোমাকেও, কারণ আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার উসিলা হলে তুমি।'

সে হেঁটে হেঁটে পানির কিনারে চলে গেল।

হাসতে হাসতে বলল,'এখানে আসো।'

আমি তার কাছে গেলাম।

'আমি তোমাকে এখন এমন একটা বিষয় বলব যেটা তুমি আগে কখনো শোনো নি।' সে বলল।
তার কথা শুনে আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তবে তার সুখি আর শান্ত চেহারাটা দেখে আমি আস্বস্ত হলাম।
'এই পৃথিবীতে সব লোকের জন্যই একটি করে উপহার আছে। কিছু উপহার নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, বাকিদেরকে সেটা আবিষ্কার করতে হয়। আমি যখন সেমিনারিতে ছিলাম তখন থেকে চারবছর ধরে আমার উপহারটা নিয়ে আমি কাজ করছি। সেটাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি।'

তার কথা আমি শুনছিলাম আর ভাবছিলাম আমাকে এখন একটা ভূমিকা পালন করতে হবে। গির্জার সেই বুড়ো পাদ্রী আমাকে যা শিখিয়েছিল সেটা অনুসরণ করে। আমি যেন কিছুই জানি না সেরকম ভান করলাম। এটা করলে তেমন কোন অন্যায় হবে না। আমি নিজের মনেই বললাম।
'তুমি সেমিনারিতে কী করতে?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার অভিনয়টাকে আরো ভালো করার জন্য আমি এমনটা করলাম।
'তাতে কিছুই যায় আসে না।' সে বলল। 'আসল কথা হলো আমার উপহারটাকে আমি যত্ন করেছিলাম। আমি রোগমুক্তি করতে পারতাম যেভাবে ঈশ্বর চাইতেন।'
'তাহলে সেটাতো দারুণ একটা ব্যাপার।' আমি অবাক হওয়ার ভান করে আবারো বললাম। 'আমাদেরকে আর টাকা খরচ করে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না।'
সে হাসল না। আমার নিজেকে তখন বোকা মনে হলো।
'আমার উপহারটাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে আমি আরো উন্নত করলাম। প্রথম প্রথম আমি খুবই অবাক হতাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন পবিত্র ক্ষমতা উপস্থিত হয়, তারপর আমার হাতটা ছড়িয়ে দিতাম অসুস্থদের উপর, আমি অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থ করেছি, তাদেরকে সুস্বাস্থ ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য লোক এসে সেমিনারিতে ভীড় করা শুরু করল। তাদেরকে সুস্থ করার জন্য আবেদন করত।'
'তোমার জন্য আমার খুব অহংকার হয়।' আমি বললাম।

'আশ্রমের অনেকেই আমার বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু আশ্রমপ্রধান আমাকে পুরো সমর্থন দিয়েছিলেন।'

'এই কাজটা আমরা চালিয়ে যাব। দুজনে একসাথেই আমরা পৃথিবীর পথে বের হয়ে যাব, আহত ব্যক্তিদের ক্ষত পরিষ্কার করব, তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করবে, ঈশ্বর তার অলৌকিকতা ছড়িয়ে দিবেন।'

আমার থেকে মুখ ঘুড়িয়ে অনেক দূরে হ্রদের ওপারে সে তাকাল।

আমরা সেইন্ট সেভিনে কুয়োর পাশে বসে মদ খাওয়ার সময় যেরকম একটা দৃশ্যের তৈরি হয়েছিল এখানেও সেরকম হলো।

'আমি এর মধ্যেই তোমাকে সেটা বলেছি। আবারো বলব। একরাতে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, আমার ঘর পূর্ণ আলোকিত ছিল, আমি মহান মা মরিয়মের চেহারা আমার ঘরে দেখতে পেলাম তিনি আমার দিকে কোমল ভালোবাসার চোখে চেয়ে আছেন। এর পর থেকে প্রায় সময়ই তিনি আমার ঘরে উপস্থিত হতেন। আমি এটা ঘটাতে পারতাম না। এমনিতেই ঘটত। তিনি মাঝে মাঝে হাজির হতেন। প্রথম দেখাতেই আমার কাজের বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম। আমি জানতাম এই পৃথিবীতে আমার একটাই লক্ষ্য মানুষকে শুশ্রূষা করে যাওয়া।'

আমি এক দৃষ্টিতে আমার বন্ধুর কথা শুনছিলাম। তার চোখমুখ হঠাৎ করে যেমন খুব চিন্তাগ্রস্থ আর ভারি হয়ে উঠেছিল একই ভাবে সেটা আবার শান্ত হয়ে উঠল।

'আমি যেটা করতে চাচ্ছিলাম সেটার জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে, আমি জানতাম।'

আমার বন্ধু থামল। কীভাবে আরো সামনে তার কথাকে চালিয়ে নেওয়া যায় এটা হয়ত সে ভাবছিল।

'তুমি যখন বলছিলে যে তোমার ইচ্ছে, সেটা বলে তুমি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ঈশ্বর দেবতাদের পথ যেটা কেবল মন্ত্র আর অলৌকিকতা দিয়েই খোলা সম্ভব। কিন্তু এই পৃথিবীতো আর এভাবে কাজ করে না। এটা করা খুব কঠিন। চোখের অনেক পানি ঝরাতে হয় এই জন্য।'

'পথটা আসলে কষ্টের না, পথটা হলো মহান সেবার।' আমি উত্তরে বললাম।

'অধিকাংশ মানুষই ভালোবাসায় বিশ্বাস করতে পারে না।'
আমি বুঝতে পারছিলাম সে আমাকে কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না। আমি তাকে সাহায্য করতে চাইলাম যাতে করে সে কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারে।
'আমিও এই নিয়ে দীর্ঘদিন চিন্তা করেছি। যে লোকটা প্রথমে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিল সে নিশ্চয় ভেবেছিল এই রকমের অভিযানের অভিজ্ঞতা ছাড়া জীবনটা হলো আশীর্বাদ শূন্য।'
'তুমি আশীর্বাদ শূন্য বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছ?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।
আমি লক্ষ্য করলাম তার চোখ মুখ আবারো শক্ত হয়ে যাচ্ছে।
'মহান মা মরিয়মের অনেকগুলো নামের একটি নাম হলো আশীর্বাদ। তাঁর আশীর্বাদ সব সময় সেই লোকদের উপর যারা সেটাকে গ্রহণ করতে পারে। আমরা কিছুতেই আরেকজনের জীবন দিয়ে বিচার করতে পারব না। কারণ প্রতিটি লোকেরই তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র দুঃখ কষ্ট রয়েছে তারা সেগুলো নিজেদের মতো করে নিরাময় করে। আশীর্বাদ কিংবা উপহার হলো এক ধরনের অনুগ্রহ করা। এটা এমন এক ধরনের অনুগ্রহ যার মাধ্যমে কীভাবে সততার আর সাধু জীবন যাপন করা যায় সেটা শেখা যায়।'
আমি কিছুই বললাম না।
সে আমার হাতটা ধরে বলল,'আমার অসহিষ্ণুতার জন্য ক্ষমা করো আমাকে।'
আমি তার হাতে চুমু খেয়ে আমার গালে স্পর্শ করলাম।
'আমি আসলে এটাই তোমাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম।' সে আবারো হেসে বলল। 'যখন আমি তোমাকে আবার খুঁজে পেলাম তখন থেকে উপলব্ধি করতে পারছিলাম যে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমি কিছুতেই তোমাকে কষ্ট দিতে পারব না।'

আবারো আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম।
'গতকাল আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম। এটাই আমার প্রথম ও শেষ মিথ্যে কথা যা আমি তোমাকে বলেছি।' সে বলতে থাকল। 'সত্য কথা হলো আশ্রমে যাওয়ার পরিবর্তে আমি সেই পাহাড়ে গিয়েছিলাম, সেখানে

মেরি মাতার সাথে কথা বলেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম তিনি যদি চান তাহলে আমি তোমাকে ত্যাগ করে আবার আমার পথে নেমে যাব। আশ্রমের সেই জায়গায় চলে যাব যেখানে অসুস্থ লোকেরা সুস্থ হওয়ার জন্য ভিড় করত, তাদের কাছে চলে যাব যারা বুঝতে পারে না বলে বিশ্বাসের ধারণাটাকে অস্বীকার করে। তিনি যদি চাইতেন তাহলে আমার পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিসটাকে আমি ত্যাগ করতাম; সেটা হলে তুমি।'

আমি আবারো সেই পাদ্রীর কথাগুলো চিন্তা করতে থাকলাম। সে ঠিক আছে। সেই সকালেই একটা পছন্দ নির্বাচিত করা হয়েছিল।

'কিন্তু।' সে আবারো বলতে শুরু করল। 'আমার জীবনের এই কঠিন অবস্থাটা যদি আমি পাল্টে দিতে পারতাম তাহলে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা দিয়েই সারা পৃথিবীকে সেবা করার প্রতিজ্ঞা করতাম।'

'তুমি এই সব কি বলছ?' আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মনে হলো সে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।

'কারো বিশ্বাসকে প্রমাণিত করার জন্য পাহাড়ে চরে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই।' সে বলল। 'আমি একাই প্রস্তুত সব ধরনের বিপদ আর কষ্টের মুখোমুখি হওয়ার। এটা কারো সাথে ভাগাভাগি করতে চাই না। আমি যেই পথে আছি সেই পথই যদি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাই তাহলে আমাদের স্বাভাবিক সংসার আর হবে না। আমাদের ঘরের জানালায় সাদা পর্দা ঝুলবে, সেখান দিয়ে দূরের পাহাড় দেখা যাবে। এমনটা হবে না।'

তার কথা শুনে আমার ভয় ধরে গেল। আমি চিৎকার না করে বলার চেষ্টা করলাম যে,'ঐ ধরনের ঘরের আমার কোন দরকার নেই। আমি সেখানে যেতেও চাই না। আমি শুধু তোমার সাথে যেতে চাই। তোমার সংগ্রামের আমিও অংশিদারী হতে চাই। আমি তাদের একজন হতে চাই যারা এই পৃথিবীতে এমন কিছু করেছে যেটা প্রথম। তুমি কি বুঝতে পারলে? তুমি আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছ।'

অস্ত যাওয়ার সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু পাহাড়ের গুহাকে চিত্রিত করে তুলল। কিন্তু আমি এখন সেখানে কোন সৌন্দর্য খুঁজে পেলাম না।

ঈশ্বর নরকের আগুনকে স্বর্গের পাশেই লুকিয়ে রেখেছেন।

'তুমি হলে তাদের একজন যারা কখনোই বুঝতে পারে না।' সে বলল। 'তুমি ঝুঁকিটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছ না।'

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

তার কথায় আমি বাধা দিতে চাইলাম। সে আমার কথায় কান দিল না।

'তাই গতকাল আমি কুমারী মাতার কাছে প্রার্থনা করলাম তিনি যেন আমাকে দেয়া উপহারটা ফিরিয়ে নেন।' সে বলল।

আমি এই সব কি শুনছি। কিছুতেই আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

'আমার কিছু টাকা আছে। আর আছে সারা পৃথিবী ঘুড়ে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা। আমরা একটা বাড়ি কিনব, একটা চাকুরি নিব, তারপর সেইন্ট যোসেফ যেভাবে ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন আমিও সেভাবে তাঁর সেবা করব। বিশ্বাসকে ধরে রাখার জন্য আমার অলৌকিকতার আর প্রয়োজন নেই। আমার দরকার তুমি।'

তার কথা শুনে আমার পা কাঁপছিল। মনে হলো আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। 'আমি যখনই কুমারী মাতার কাছে আমার উপহার ফিরিয়ে নেয়ার প্রার্থনা করলাম তখনই আমি শুনতে পেলাম একটা গলার স্বর আমাকে বলছে তোমার হাত মাটির উপরে রাখ। তোমার উপহার তোমার কাছ থেকে কুমারী মাতা মরিয়মের বুকে ফিরে যাবে।'

'তুমি নিশ্চই সেটা করো নি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ আমি সেটাই করেছি। আমাকে আধ্যাত্মিক স্বর যা বলল আমি তাই করলাম। তখন কুয়াশা কেটে গেল, পাহাড়ের উপর সূর্যের আলো ঝকমকিয়ে উঠল। আমি অনুভব করলাম মহান কুমারী মাতা আমাকে বুঝতে পেরেছেন। পিলার আমার উপহার এখন চলে গেছে অন্য কারো কাছে যার কাছে উপহারটা কখনোই নষ্ট হবে না। গতকাল আমি মদের দোকান থেকে বার্সোলোনায় ফোন করে আমার বক্তৃতার অনুষ্ঠান বাতিল করেছিলাম। চলো আমরা জারাগোজায় ফিরে যাই। তুমি সেখানকার লোকদেরকে ভালো করে চেনো। নতুন করে শুরু করার জন্য এটাই ভালো জায়গা। আমি খুব সহজেই একটা কাজ পেয়ে যাব।'

আমি বেশিক্ষণ কিছুই ভাবতে পারছিলাম না।

'পিলার!' সে বলল।

তাহলে কি আমি সেই লোকটিকে ছাড়াই পাহাড়ে চরা শেষ করে এই অন্ধকার গুহাটা পার হয়ে আসলাম যে লোকটার স্পর্শে মৃতপথ যাত্রী সুস্থ হয়ে উঠত, তার সেই অলৌকিকতা কি আর দেখা যাবে না, সেই হাসি কি পৃথিবীকে আর খুশি করবে না। আর পাহাড় সেটা যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে?

আমার চারপাশে অন্ধকার ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

❛❜ ❛❜ ❛❜

শুক্রবার, ডিসেম্বর ১০, ১৯৯৩

" " "

পিদরা নদীর তীরে বসে আমি কাঁদতে থাকলাম। সেই রাতের স্মৃতি আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিল।

আমি জানি আমি এর মধ্যেই মারা গেছি। আমি কিছুতেই তার চেহারা মনে করতে পারলাম না।

আমি সব কিছুই মনে করতে পারছিলাম কিন্তু সেগুলো মন থেকে কিছুতেই বের করে দিতে পারছিলাম না। আমি যেই মুহূর্তে পাহাড়ি সেই গুহার অন্ধকার থেকে বের হেয় বাইরের জগতের অন্ধকারে চলে আসলাম তখন থেকে মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি।

আকাশে একটা নক্ষত্রও ছিল না। আমার মনে পরে দুলে দুলে আমি গাড়ির কাছে গিয়ে আমার ব্যাগটা তুলে নিলাম, তারপর আবারো দিকবিদিক হারিয়ে হাঁটতে থাকলাম। আমি সম্ভবত রাস্তার দিকেই হেঁটেছিলাম।

জারাগোজায় যাওয়ার কোনো গাড়ি খুঁজেছিলাম। কিন্তু সফল হলাম না।

আমি আবারো আশ্রমের বাগানের কাছে ফিরে এলাম।

চারপাশেই ঝর্ণা থেকে পানি ঝরার শব্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেখানেই হেঁটে যাচ্ছি মহান মা মরিয়ম আমার উপর নজর রাখছেন। আমি জানি তিনি পৃথিবীকে ভালোবাসেন। যেভাবে ঈশ্বর ভালোবাসেন এই পৃথিবীকে।

কিন্তু তিনি কি একজন পুরুষের প্রতি একজন মেয়ে মানুষের ভালোবাসাকে বুঝতে পারেন?
তিনিও ভালোবাসার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, তবে সেটা ছিল অন্যরকম এক ভালোবাসা।
তার সন্তান তাকে ছেড়ে গেছে। সন্তানেরা সব সময় বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। আপনি যদি কোনো ব্যক্তিকে, কিংবা পৃথিবীকে অথবা আপনার সন্তানকে ভালোবাসেন তাহলে খুব সহজেই কষ্ট পাবেন। এই ধরনের কষ্ট পাওয়া হলো জীবনেরই একটা অংশ। কিংবা কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যার্থ হয়ে তার জন্য কষ্ট পাওয়াটাও স্বাভাবিক।
কিন্তু একজন পুরুষ মানুষের জন্য দুঃখ পাওয়ার বিষয়টাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?
এটাতো ব্যাখ্যা করার মত কোন বিষয় না।
এ ধরনের দুঃখের ভেতর দিয়ে যে কেউ উপলব্ধি করবে যে সে নরকে আছে। কারণ সেখানে কোন আরাম নেই, কোন ভাল কিছু নেই, কেবলই দুঃখ।

সেই রাতে আমি বরফ ঠাণ্ডা মেঝেতে ঘুমালাম। ঠাণ্ডায় আমার সব কিছু জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল যদি আমি একটা গরম চাদর না পাই তাহলে মরেই যাব। কিন্তু আমি কোথায় সেটা পাই?
আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গত এক সপ্তাহে দেওয়া হয়েছিল আর সেটা এক মিনিটেই আমাকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কেড়ে নেওয়া হলো।
শীতে আমার শরীর বার বার কেঁপে উঠছিল। মাঝে মাঝে সেই কাঁপুনিটা থেমে যাচ্ছিল। শরীর উষ্ণ রাখতে গিয়ে আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে মৃত্যুর বাহুতে আমি এলিয়ে পড়ছি।
আরো একটা ঘণ্টা আমি শীতে কাঁপলাম। তারপর শান্তি নেমে আসল।
আমার চোখ বন্ধ করার আগেই শুনতে পেলাম মায়ের কণ্ঠস্বর।
আমাকে একটা গল্প বলছেন। যে গল্পটা আমি যখন ছোট ছিলাম মা প্রায়ই আমাকে বলত।
গল্পটা যে আমারই সেটা আমি তখনো বুঝতে পারি নি।

মা বলছেন, 'একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একে অপরকে ভালোবাসত। তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিল। ছেলেটা এতই গরিব ছিল যে তার কাছে মূল্যবান কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র একটা দামি ঘড়ি যেটা সে তার দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকারি সূত্রে পেয়েছিল। সে তার প্রেমিকার চুলের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল ঘড়িটা বিক্রি করে তার প্রেমিকার জন্য একটা সুন্দর সিলভারের চিরুনি কিনে আনবে।

মেয়েটারও তেমন টাকা পয়সা ছিল না যে সে তার ছেলে বন্ধুটিকে ভালো কিছু উপহার কিনে দিবে। মেয়েটা তখন সবচেয়ে সমৃদ্ধ ব্যবসায়ির দোকানে গিয়ে তার লম্বা সুন্দর চুলগুলো বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে তার ছেলে বন্ধুর জন্য একটা সোনার ঘড়ির চেইন কিনে আনল। যাতে করে তার বন্ধুটি ঘড়িটা ভালোভাবে হাতে পরতে পারে।

যখন তারা বিয়ের অনুষ্ঠানে একে অপরে মিলিত হলো মেয়েটা তার চুল বিক্রি করা টাকা দিয়ে ছেলেটাকে ঘড়ির চেইন উপহার দিল যেই ঘড়িটা এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে আর ছেলেটা তার ঘড়ি বিক্রি করে মেয়েটাকে চুল আচরানোর জন্য সুন্দর একটা চিরুনি উপহার দিল। মেয়েটার চুলগুলোও এর মধ্যে কেটে ফেলে বিক্রি করা হয়েছে।'

“ “ “

কারো কারো ধাক্কাধাক্কিতে আমি জেগে উঠলাম।

'এটা পান করো।' সে বলল। 'এটা দ্রুত পান করো।'

আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সেই লোকটা জোর করে আমার মুখটা খুলে গরম পানীয়টুকু আমার মুখে ঢেলে দিল। আমি লক্ষ্য করলাম সে তার জামা দিয়ে আমাকে ঢেকে দিচ্ছে।

'আরো পান করো।' সে জোর করতে থাকল।

আমি কিছু না বুঝেই যা বলছে তা করতে থাকলাম। তারপর আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

আমি আশ্রমে জেগে উঠলাম। দেখলাম একজন মহিলা আমার সেবা শুশ্রূষা করছেন।

'তুমিতো প্রায় মরেই গিয়েছিলে।' মহিলা বলল। 'পাহাড়াদার যদি তোমাকে না দেখত তাহলে তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। তুমি এখানে আসতে না।'

টালমাটাল হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। পেছনের দিনের কথা আমার মনে পড়তে থাকল।

কিন্তু এখনতো আমার মরার সময় না। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

মহিলাটা আমাকে রান্না ঘরে নিয়ে কফি, বিস্কিটা আর রুটি তৈরি করে দিলেন। তিনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। আমিও কিছু বললাম না।

আমার খাবার শেষ হলে তিনি আমার ব্যাগটা বুঝিয়ে দিলেন।

'সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখে নাও।' তিনি বললেন।

'আমি নিশ্চিত ঠিক আছে। আমার হারানোর মতো কিছু নেই।'

'মা তোমার অনেক লম্বা একটা জীবন আছে। সেটার যত্ন নাও।'

'এখানেই কাছের একটা শহরের গির্জা আছে।' আমি কান্না আটকানোর চেষ্টা করে বললাম।

'গতকাল এখানে আসার আগে আমার বন্ধুকে নিয়ে সেই গির্জায় গিয়েছিলাম।'

আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারছিলাম না।

'...আমার বাল্যকালের বন্ধুকে নিয়ে আমি এখানের প্রায় সবগুলো গির্জায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু তখন গির্জার ঘণ্টা বাজছিল আর আমার বন্ধু বলল যে এটা হলো চলে যাওয়ার সময়। আমাদের চলে যাওয়া উচিত।'

মহিলাটা আমার কফির কাপটা আবারো ভরে দিল। গল্প শোনার জন্য আমার পাশে বসল।

'আমরা গির্জার ভেতর ঢুকলাম। সেখানে কেউ ছিল না। খুব অন্ধকার ছিল। আমি একটা কিছু নিদর্শন খুঁজছিলাম, কিন্তু সেখানে সেই পুরাতন বেদি, মূর্তি, আর পুরাতন সন্ন্যাসীদের ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ করেই আমরা উপরে কিছু একটার শব্দ শুনতে পেলাম যেখানে বাদ্যযন্ত্রটা রাখা আছে সেখানে। দেখলাম একদল ছেলে তাদের গিটারের সুর ঠিক করছে। আমাদের যাত্রা শুরু করার আগে সিদ্ধান্ত নিলাম ছেলেগুলোর মিউজিক আমরা শুনব। এর মধ্যেই একজন লোক আসল। আমাদের সামনেই সে বসল। লোকটাকে খুব হাস্যজ্জ্বোল আর সুখী সুখী দেখাচ্ছিল। সে বসেই বাচ্চাদেরকে একটা কড়া মিউজিক শোনানোর জন্য উৎসাহ দিল।'

'বুলফাইট মিউজিক?' মহিলাটা বলল। 'আমি আশা করি তারা এটা বাজায়নি?'

'না ছেলেরা এটা বাজায়নি। ছেলেগুলো হেসে উঠে খুব সুন্দর শান্ত একটা সুর বাজালো। আমার বন্ধু আর আমি ভাবছিলাম হয়ত স্বর্গীয় আবাস আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে।

গির্জা, গির্জার ভেতরের আবছায়া অন্ধকার, গিটারের সুর, একজন হাস্যজ্জ্বোল মানুষ এই সব কিছুই যেন ছিল একটা যাদু।

আস্তে আস্তে গির্জাটা লোকে ভরে গেল। ছেলেরা তখনো সেই সুর বাজিয়ে চলছে। যারা আসছে তারা সবাই গিটারের সুরে প্রভাবিত হচ্ছিল।

আমার বন্ধু জিজ্ঞেস করল, এই ভীড়ে কি আমি আরো কিছুক্ষণ থাকতে চাই কিনা।

আমি বললাম না। কারণ আমাদেরকে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে। ফলে আমরা গির্জা থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে গির্জা ত্যাগ করার আগে আমরা খোদাকে এত সুন্দর একটা মুহূর্ত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

আমরা যখন গাড়িতে উঠলাম তখন দেখলাম একটা শবযাত্রার দল এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন মারা গেছে। এই জন্যই জনতার এত ভীড় সেখানে। শবযাত্রার দলাটি গির্জার দরজায় যাওয়ার সাথে সাথে ছেলেরা তাদের গিটারের সুর বন্ধ করে অন্য একটি সুর বাজানো শুরু করল।

গির্জায় আমাদের ঢোকাটা ছিল সত্যিকার অর্থেই কোনো কিছুর নিদর্শন। সেই ইশারাটা হলো প্রতিটি গল্পেরই একটি বেদনাত্মক সমাপনী থাকে।'

গল্পের এতটুকু আসার পর মহিলাটা আমাকে বলল,'চলো বাইরে যাই।'

আমরা এক সাথে বাইরে গেলাম। সূর্য তখন উদিত হচ্ছিল।

'লম্বা করে একটা শ্বাস নাও।' মহিলাটা বলল। 'চলো আজকের এই সুন্দর সকালটাকে আমরা ফুসফুস দিয়ে ভেতরে নিয়ে আমাদের সমস্ত শরীরে শিরায় উপশিরায় চালিয়ে দেই। আমার কাছে মনে হচ্ছে তোমার হারিয়ে যাওয়া গতকালটা নিছক একটা দুর্ঘটনা ছিল না।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

'তুমি আমাকে যে গল্পটা বলেছিলে সেই গল্পটাও তুমি বুঝতে পারো নি। তুমি কেবল শবযাত্রার দুঃখের অংশটুকুই লক্ষ্য করলে কিন্তু এর আড়ালে যে আনন্দময় মুহূর্তটা তুমি চার্চে কাটিয়েছ সেটার কথা ভুলে গেলে। যেই স্বর্গীয় মুহূর্ত আর দৃশ্যটুকু তোমার চারপাশকে ঘিরে রেখেছিল কিছু কাল আগে তুমি তার কথা ভুলে গেলে।'

মহিলা একটু থেমে মৃদু হাসি দিল।

'শিশুকালের বন্ধু।' কথাটা বলে মহিলাটা তার চোখ দুটোকে একটু পিটপিট করল। 'যীশু বলেছেন মৃতকে দ্রুত দাফন করো, কারণ সে জানে মৃত ছাড়া এখন আর তেমন কিছুই নেই। আমরা জন্ম নেওয়ার আগেই জীবন ছিল,

আর আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেই জীবন আবারো চলতে থাকবে।'

কান্নায় আমার চোখ ভেসে গেল।

'ভালোবাসার সাথে এমনটাই হয়।' মহিলা বলে যেতে থাকল। 'এরকমটা আগেও ছিল আর ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমার জীবনের সব কিছুই জানেন।' আমি বললাম।

'সব ভালোবাসার গল্প একই রকম।'

মহিলাটা আমাকে একটা কলম আর কাগজ এগিয়ে দিল।

'তোমার সমস্ত অনুভূতি এখানে লিখ। তোমার আত্মার ভেতর থেকে এটা বের করে এনে কাগজে লিখ তারপর সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। কিংবদন্তি আছে যে পিদরা নদীর পানি এত ঠাণ্ডা যে এখানে, গাছের পাতা, পাখির পালক, পোকা মাকর যাই পড়ে সব কিছুই পাথর হয়ে যায়। তোমার কষ্টগুলো পানিতে ছুড়ে মারার জন্য এটা খুব ভালো একটা আইডিয়া।'

আমি পৃষ্ঠাটা নিলাম। মহিলা আমাকে চুমু খেল। আমি বললাম দুপুরের খাবারের সময় আমি ফিরে আসছি।

'ভুলে যেও না।' মহিলা যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলল।

আমি মৃদু হাসলাম।

মহিলাটা হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

আমি নদীর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল।

তারপর আমি লেখা শুরু করলাম।

সমাপ্তি গাথা

আমি সারা দিন লিখলাম, তারপরের দিন, তারপরের দিনও লিখলাম।

প্রতিদিন সকালে আমি পিদরা নদীর তীরে যেতাম। প্রতিটি দুপুরে সেই মহিলা আমার কাছে আসত, আমার হাত ধরে সেই পুরাতন আশ্রমে নিয়ে যেত।

তিনি আমার কাপড় ধুয়ে দিতেন, রাতের খাবার তৈরি করতেন, আমার সাথে নানা বিষয় নিয়ে গল্প করতেন, তারপর আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিতেন।

এক সকালে যখন আমি লেখার কাজ শেষ করলাম আমি একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। আমার অন্তরটা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু আমি কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না। আমার নিজেকে আবারো মুক্ত স্বাধীন মনে হলো, সেই আগের পৃথিবীতে আবারো ফিরে যেতে চাইলাম যেটার অংশ আমি একদিন ছিলাম।

ঝড়ঝঞ্ঝা কমে গেছে যদিও দুঃখটা তখনো রয়ে গিয়েছিল।

আমার মনই ঠিক ছিল। কাজ থেকে আমি মাথা না তুলেই তার উপস্থিতি টের পেলাম, শুনতে পেলাম তার পায়ের শব্দ।

'পিলার।' সে আমার সামনে বসে বলল।

আমি উত্তর না দিয়ে লেখা চালিয়ে যেতে থাকলাম।

আমার বুকটা তখনো লাফাচ্ছিল। আমার কাছে ছিটকে বের হয়ে তার কাছে ছুটে যেতে চাইছিল। কিন্তু আমি সেটা করলাম না।

আমি যখন লিখছিলাম সে নদীর দিকে তাকিয়েছিল।

সারা সকালটা এভাবে কিছু না বলেই কেটে গেল। কুয়োর পাশে যখন রাতের নিরবতা নেমে আসল আমি হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম যে আমি তাকে ভালোবাসতাম।

যখন আমার হাত আর কিছুই লিখতে পারল না তখন আমি লেখা থামালাম।

সে কথা বলা শুরু করল।

'আমি যখন আশ্রমের বাইরে আসলাম তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমি তোমাকে খুঁজে পাই নি। তাই আমি জারাগোজায় চলে গেলাম। এমনকি আমি সোরিয়াতেও গিয়েছিলাম। সমস্ত জায়গায় আমি তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। তারপর আমি আবার পিদরা নদীর পাশে এই আশ্রমে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম যদি সেখানে তোমার কোন চিহ্ন খুঁজে পাই। তখন একটা মহিলার সাথে আমার দেখা হলো। সেই আমাকে তুমি কোথায় আছ সেটা দেখাল। সেই মহিলা আমাকে বলেছে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছ।'

আমার চোখ আবারো পানিতে ভরে উঠল।

'আমি নদীর পাশেই তোমার সাথে এখানে বসে থাকব। তুমি যদি ঘুমাতে যাও তাহলে তোমার পিছু পিছু গিয়ে তোমার বাড়ির সামনে ঘুমাব, তুমি যদি তারপরেও চলে যাও তাহলে আমি তোমার পিছু নিতে থাকবে যতক্ষণ না তুমি আমাকে চলে যেতে বলো। যখনি চলে যেতে বলবে তখনি আমি চলে যাব। কিন্তু আমার জীবনের বাকি সময়টা আমি তোমাকে ভালোবেসেই যেতে চাই।'

আমি আর কিছুতেই আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। সেও আমার সাথে কাঁদতে থাকল।

'আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই...'। সে আবার কথা বলা শুরু করল।

'কিছু বলার দরকার নেই। তুমি এই কাগজগুলো পড়ো।' আমি তার হাতে আমার লেখা কাগজগুলো দিলাম।

সারাটা বিকেল আমি পিদরা নদীর দিকে তাকিয়ে থালাম।

আশ্রমের মহিলাটা আমাদের জন্য স্যান্ডউইচ, মদসহ আরো খাবার নিয়ে আসল। তারপর আমাদেরকে একা রেখে চলে গেল। আমার লেখা কাগজগুলো সে পড়া শুরু করে কিছুক্ষণ পর পর থেমে আকাশের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকল তারপর আবার গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। আবার পড়া শুরু করল।

আমি তাকে পড়ার মধ্যে রেখে কিছুক্ষণের জন্য নদীর পারে যেখানে ছোট্ট ঝরনাটা পড়ছে সেদিকে হেঁটে আসলাম।

যখন সূর্য অস্ত যেতে শুরু করল আমি সেখানে ফিরে আসলাম যেখানে তাকে রেখে গিয়েছিলাম।

কাগজগুলো ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।'

পিদরা নদীর তীরে বসে আমি কাঁদলাম।

'তোমার ভালোবাসা আমাকে রক্ষা করেছে আর আমার স্বপ্নের কাছে ফিরিয়ে এনেছে।' সে আবার বলতে থাকল।

আমি কিছুই বললাম না।

'তুমি কি বাইবেলের স্তুতিগান ১৩৭ এর বিষয়ে কিছু জানো?' সে জিজ্ঞেস করল।

আমি মাথা নাড়লাম। কথা বলতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম।

'ব্যবিলন নদীর তীরে...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি এটা।' আমি বললাম যেন আবারো আমি জীবনের কাছে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি।

'এটা হলো নির্বাসনের কথা। এখানে এমন কিছু লোকের কথা বলা হয়েছিল যারা নিজেদের প্রাণের সংগীত বাজাতে পারে নি বলে যার যার বাদ্যযন্ত্র ঝুলিয়ে দিয়েছিল।'

'কিন্তু যখন সেই স্তুতিগানের রচয়িতা তার স্বপ্নের ভূমির জন্য কাঁদতে শুরু করলেন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,

'আমি যদি তোমাকে ভুলে যাই হে জেরুযালেম,
তাহলে আমার ডান হাত যেন অকেজো হয়ে পড়ে
আমার জিহ্বা যেন মুখের তালুর সাথে এটে থাকে
আমি যদি জেরুযালেমকে সম্মান না করি।'

আমি আবারো হাসলাম।

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি এটা মনে করিয়ে দিলে।'

'তুমি কি মনে করো তোমার সেই উপহারটা আবার ফিরে এসেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি জানি না। কিন্তু দেবীরা আমাকে সব সময় জীবনে দ্বিতীয় একটা সুযোগ দিয়ে থাকেন। তুমি হলে আমর সেই সুযোগ। তিনি আমাকে আবারো সাহায্য করবেন আমার পথ খুঁজে বের করার।'

'আমাদের পথ।'

'হ্যাঁ। আমাদের।'

আমার হাত ধরে সে আমাকে দাঁড়া করালো।

'যাও তোমার সব কিছু গুছিয়ে নাও।' সে বলল। 'স্বপ্ন মানে হলো কাজ।'

সমাপ্ত